বার্ষিক রিপোর্ট
১৯৯০–৯১

ANNUAL REPORT
1990-91

ANN-410

বাংলাদেশ ব্যাংক

BANGLADESH BANK

বার্ষিক রিপোর্ট
১৯৯০–৯১
ANNUAL REPORT
1990-91

BANGLADESH BANK
Head Office, Dacca

Bangladesh Bank

বাংলাদেশ ব্যাংক

BANGLADESH BANK

পরিচালক পর্ষদ

১।	জনাব শেগুফতা বখ্ত্ চৌধুরী	সভাপতি
২।	জনাব মহবুবুর রহমান খান	পরিচালক
৩।	ডঃ মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ	পরিচালক
৪।	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, পি এস সি	পরিচালক
৫।	ডঃ শেখ মাকসুদ আলী	পরিচালক
৬।	জনাব নুরুল হোসেইন খান*	পরিচালক

জনাব সৈয়দ ফিদা হুসেইন — সচিব

---

*৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ থেকে জনাব চৌধুরী এ, কে, এম আমিনুল হকের স্থলে।

গভর্নর

জনাব শেগুফতা বখত্ চৌধুরী

ডেপুটি গভর্নর

জনাব মহবুবুর রহমান খান

জনাব এ, এস, এম, ফখরুল আহসান

নির্বাহী পরিচালক

জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ

জনাব মোঃ আবুল কাশেম

জনাব শান্তি রঞ্জন কর্মকার

জনাব বেলায়েত হোসেন

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

জনাব এ, এইচ, এম, নূরুল ইসলাম চৌধুরী

নির্বাহী পরিচালক (কম্পিউটার)

ডঃ মোঃ সোহরাব উদ্দিন

বিভাগসমূহ[1]
এবং
বিভাগীয় প্রধান/মহাব্যবস্থাপকগণ

কম্পিউটার বিভাগ	মোঃ নাজমুল হক (সিনিয়র সিস্টেমস্ এ্যানালিষ্ট)
কৃষি ঋণ বিভাগ	জনাব মোঃ আবদুল মান্নান
	জনাব মোঃ আবদুস সালাম
কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ	জনাব এস, এম, খলিলুর রহমান
গবেষণা বিভাগ	জনাব মুহম্মদ মহসিন আলি
	জনাব মোঃ ওয়াসিউল ইসলাম
	জনাব কাজী রফিক উদ্দিন
জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ	জনাব যাহিদ হোসেন
নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিভাগ	মেজর (অবঃ) মোঃ আবুল হোসেন
নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ	জনাব মলয় কান্তি বর্মন
পরিদর্শন বাস্তবায়ন বিভাগ	জনাব এম, রুহুল আমিন
পরিসংখ্যান বিভাগ	জনাব নূরউল ইসলাম
	জনাব আবু ওমর
পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ	জনাব মোঃ হারুনর রশীদ ভূঁঞা
প্রকৌশল বিভাগ	জনাব মোঃ মহিবুর রহমান
প্রশাসন বিভাগ	জনাব আবদুস সোবহান
প্রশিক্ষণ একাডেমী	জনাব আই, আই, খান
ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ	জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ
ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	জনাব হরিনারায়ণ মজুমদার
	জনাব সুলতান আহমদ মোল্লা
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ	জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ	জনাব সিরাজুল ইসলাম
	জনাব এম, মোহসীনুর রহমান
শিল্প ঋণ বিভাগ	জনাব আর, কে, সেনগুপ্ত
সচিব বিভাগ	জনাব সৈয়দ জিনা হুসেইন
হিসাব বিভাগ	জনাব আশরাফ উল্লাহ
	জনাব কাজী আনোয়ারুল মাহবুব

[1] বর্ণক্রম অনুযায়ী

শাখা অফিসসমূহ*
এবং
শাখা অফিস প্রধান/মহাব্যবস্থাপকগণ

খুলনা অফিস	জনাব সৈয়দ আশরাফ আলী
চট্টগ্রাম অফিস	জনাব এম, এ, মজিদ খান
বগুড়া অফিস	জনাব আতাউল হক
মতিঝিল অফিস, ঢাকা	জনাব এ, এইচ, তৌফিক আহমেদ
রাজশাহী অফিস	জনাব মহিউদ্দীন জহুর আমীন
সদরঘাট অফিস, ঢাকা	জনাব আবদুস সালাম মিয়া
সিলেট অফিস	জনাব মোঃ বুজরুচ মেহের

* বর্ণক্রম অনুযায়ী।

প্রেরণ পত্র
বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা
১৮ই মাঘ, ১৩৯৮
———————
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২

সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

মহোদয়,

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশের ৪০ (২) নম্বর ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের ১৯৯১ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হিসাব বছরের রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট প্রেরণ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,
শেগুফতা বখ্‌ত্‌ চৌধুরী
গভর্নর

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা	১
পুনর্বিন্যাসমূলক ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ	৩
অর্থ, ঋণ ও মূল্য পরিস্থিতি	৬
বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৭
স্বল্প-মেয়াদী সম্ভাবনা	৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রধান খাতসমূহ	১১
মোট দেশজ উৎপাদন	১১
কৃষি খাত	১২
শিল্প খাত	১২
সরকারী খাতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ	১৫
বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ	১৬
খাদ্য পরিস্থিতি	১৭
মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক	১৯
মজুরী	২০
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ	২০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থ ও ব্যাংকিং	২৩
অর্থ সরবরাহ (এম-১)	২৪
অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ-সূচক উপাদানসমূহ	২৬
ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২)	২৭
রিজার্ভ মুদ্রা	২৮
অর্থের আয়-গতি	৩০
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৩০
ব্যাংক ঋণ	৩১
ব্যাংক আমানত	৩২
শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত	৩৩
ঋণ/আমানত অনুপাত	৩৪
বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহের কর্জ	৩৪
বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল	৩৫
ব্যাংক রেট	৩৫

পরিচ্ছেদসমূহ		পৃষ্ঠা
	১৯৯০-৯১ সালে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ	৩৫
	সুদের হার নীতি	৩৬
	তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ এবং তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতার হারসমূহ	৩৯
	ডিপোজিট পেনশন স্কীম	৩৯
	ঋণ নীতি	৪০
	ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ	৪১
	পুনঃঅর্থসংস্থান নীতি	৪৬
	পুনঃবাট্টা সুবিধা	৪৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ	ব্যাংকিং সুবিধাদি ও অর্থসংস্থান	৪৭
	ব্যাংক শাখার সম্প্রসারণ	৪৭
	শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা	৪৭
	ব্যাংক পরিদর্শন	৪৯
	অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন	৪৯
	পুনঃবাট্টা সুবিধা	৪৯
	পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা	৫০
	ডিউটি-ড্র-ব্যাক ক্রেডিট স্কীম (সুদমুক্ত)	৫০
	বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (SEZ) অর্থায়ন	৫০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ	মূলধন বাজার এবং শিল্পে অর্থসংস্থান	৫১
	ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ	৫১
	বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৫১
	বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই, সি, বি)	৫২
	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি,এস, বি)	৫৩
	বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি, এস, আর, এস)	৫৩
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ	কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান	৫৫
	বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী	৫৫
	কৃষি ঋণ পাশ বই	৫৭
	বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ	৫৮
	কৃষি ঋণ আদায়	৫৮
	কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান	৬২
	কৃষি ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি	৬৪

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৬৫
পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ	৬৯
পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের কর্মসূচীসমূহ	৭১
গ্রামীণ ব্যাংক	৭২
ব্যাংক শাখা ও সমবায়সমূহ পরিদর্শন	৭৩
সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থসংস্থান	৭৫
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ	৭৫
ঋণ গ্যারান্টি (ক্ষুদ্র ঋণ) স্কীম	৭৬
ধোলাই খাল-জিঞ্জিরা এলাকায় ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ	৭৬
ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক	৭৬
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ	৭৭
বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ	৭৭
এ, ডি, বি, ঋণ নং- ৭৭৩-বি, এ, এন (এস, এফ,) এর অধীনে গ্রামীণ ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে অর্থসংস্থান	৭৭
নোরাড (NORAD) অনুদান বিজিডি-০২০ এর অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান	৭৮
নোরাড (NORAD) অনুদানের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প বিজিডি-০৪১	৭৮
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান	৮১
বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা	৮১
ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ	৮১
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান	৮২
নবম পরিচ্ছেদ ঃ সরকারী অর্থসংস্থান	৮৩
জাতীয় বাজেট ও রাজস্ব নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ	৮৩
১৯৯০-৯১ সালের বাজেট	৮৩
১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৮৫
১৯৯১-৯২ সালের প্রাক্কলিত বাজেট	৮৫
মূল্য সংযোজন কর (VAT)	৮৬
১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৮৬
সরকারের ঋণ	৮৭
শতকরা ১১ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-১৯৯২	৮৭

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
শতকরা ১১.৫ ভাগ বাট্টাযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল	৮৭
ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ন্যাশনাল বন্ড'	৮৭
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'ইনকাম ট্যাক্স বন্ড'	৮৭
জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট	৮৮
শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'নন্-নেগোশিয়েবল বন্ড'	৮৮
শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত 'সেভিংস বন্ড'	৮৮
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর জন্য বিশেষ বন্ড	৮৮
সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমসমূহ	৮৯
প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র	৮৯
বোনাস সঞ্চয় পত্র	৮৯
৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র	৮৯
৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্র	৮৯
বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড	৯০
প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে সঞ্চয় পত্র/প্রাইজ বন্ড বিক্রয়	৯১
ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড	৯১
দশম পরিচ্ছেদ ঃ বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য	৯৩
বাণিজ্যের ভারসাম্য	৯৩
আমদানী ব্যয়	৯৩
রপ্তানী আয়	৯৫
সেবা খাতের হিসাব	৯৬
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	৯৬
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ	৯৬
বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ	৯৬
পণ্য-বাণিজ্য শর্ত	৯৭
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ বৈদেশিক সাহায্য	৯৯
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন	১০১
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ বাণিজ্য নীতি	১০৩
রপ্তানী নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা	১০৩
আমদানী নীতি ও কর্মসূচী	১০৫
আমদানী লাইসেন্স	১০৫
আমদানী মূল্য	১০৬

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : বাণিজ্য ও বিনিময় চুক্তি	১০৯
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ	১১১
প্রচলিত রপ্তানী পণ্য	১১১
কাঁচা পাট	১১১
পাটজাত দ্রব্য	১১৩
চা	১১৪
অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্য	১১৫
তৈরী পোশাক	১১৫
কাঁচা চামড়া	১১৫
হিমায়িত খাদ্য	১১৬
হোসিয়ারী দ্রব্য	১১৬
নিউজপ্রিন্ট	১১৬
ন্যাপ্থা ও ফারনেস অয়েল	১১৬
হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	১১৬
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	১১৭
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি	১১৭
বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার এবং এক্সপিবি প্রিমিয়ামের হার	১১৮
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ	১১৯
বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধি ব্যবস্থার উদারীকরণ/শিথিলকরণ	১২১
বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিদর্শন	১২৩
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন	১২৫
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : নোট ও ধাতব মুদ্রা	১২৭
ব্যাংক নোট	১২৭
অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ	১২৭
দু'টাকার নোট	১২৭
এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা	১২৭
অন্যান্য ধাতব মুদ্রাসমূহ	১২৭
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ : প্রশাসন	১২৯
পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন	১২৯

পরিচ্ছেদসমূহ	পৃষ্ঠা
পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা	১২৯
বিভিন্ন পদে নিয়োগ	১২৯
বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস	১২৯
সৃষ্ট পদসংখ্যা	১৩০
ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা	১৩০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৩০
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৩১
ব্যাংকের প্রকাশনাসমূহ	১৩১
দপ্তর/বাসস্থান সংস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড	১৩১
কল্যাণমূলক কার্যাবলী ও বৃত্তি অনুমোদন	১৩১
বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ বার্ষিক হিসাব	১৩৩
ইস্যু বিভাগঃ দায় ও সম্পদ	১৩৩
ব্যাংকিং বিভাগঃ দায় ও সম্পদ	১৩৩
লাভ–ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব	১৩৪
হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ	১৩৬
প্রশংসা জ্ঞাপন	১৩৬
স্থিতিপত্র ও লাভ–ক্ষতির হিসাব (Balance Sheet and Profit and Loss Account)	১৩৭
ইস্যু বিভাগ	১৩৮
ব্যাংকিং বিভাগ	১৪০
লাভ–ক্ষতির হিসাব	১৪২
হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন	১৪৪
Report of The Auditors	১৪৫

পরিশিষ্ট
APPENDICES

		পৃষ্ঠা
TRENDS IN THE ECONOMY OF BANGLADESH DURING 1990-91		১৪৯
	Adjustment and Support Measures	১৫১
	Money, Credit and Price Situation	১৫১
	Balance of Trade and Payments	১৫৫
	Short-term Prospects	১৫৬
বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান BANGLADESH : SOME SELECTED STATISTICS		১৫৭
১।	আয়তন ও জনসংখ্যা Area and Population	১৫৭
২।	জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ National Income, Savings and Investment	১৫৮
৩।	সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) Government Finance and Annual Development Programme (ADP)	১৫৯
৪।	মুদ্রা, ঋণ এবং মূল্য সূচক Money, Credit and Price Index	১৬০
৫।	রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ Reserve Money and Its Components	১৬১
৬।	রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ Sources of Reserve Money	১৬২
৭।	সরকারী এবং বেসরকারী খাতে আমানতসমূহ Deposits of Public and Private Sectors	১৬৩
৮।	তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা Comparative Position of Scheduled Banks	১৬৪
৯।	বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো Interest Rates Structure of the Banking Sector in Bangladesh	১৬৫
১০।	বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য Balance of Payments	১৬৯
১১।	পণ্য রপ্তানী (আয়) Merchandise Exports (Receipts)	১৭২

		পৃষ্ঠা
১২।	পণ্য আমদানী (ব্যয়) Merchandise Imports (Payments)	১৭৩
১৩।	বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধ Foreign Aid, External Debt and Debt Service	১৭৪
১৪।	বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ Foreign Exchange Reserves	১৭৫
১৫।	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার Exchange Rates	১৭৬
১৬।	প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থপ্রেরণ Wage Earners' Remittance	১৭৮
১৭।	বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ Offices of the Bangladesh Bank	১৭৯
১৮।	তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা List of the Scheduled Banks	১৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা

১.১। ১৯৯০-৯১ সাল ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি ঘটনাবহুল বছর। বছরের প্রথমার্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিরাজমান মন্দাভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময়েও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বভাবতই সামগ্রিকভাবে ব্যাহত হয়। পরবর্তীতে অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চার সূচিত হয়। কিন্তু, বছরের শেষদিকে ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে দেশের সমগ্র উপকূল অঞ্চল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেখানকার কৃষি ও শিল্প অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে টর্ণেডো ও বন্যার ফলে উঠতি ফসল ও জানমালের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও ১৯৯০-৯১ সালে নবনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৬[*] ভাগে ধরে রাখা সম্ভবপর হয়। প্রধানতঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ১৯৯০-৯১ সালে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৬ ভাগ থেকে শতকরা ২.৪[*] ভাগে নেমে আসার ফলেই মূলতঃ মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়। শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হারও পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৮.৪ ভাগের তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে দাঁড়ায় শতকরা ৭.৯[*] ভাগে এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৭ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৫.৭[*] ভাগে দাঁড়ায়।

১.২। উপসাগরীয় যুদ্ধের প্রভাবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে বাণিজ্য কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে স্থগিত থাকার কারণে বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য চাপের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসরণ ও রপ্তানী বৃদ্ধিতে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের কারণে ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয় বেশ বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে তৈরী পোশাক খাতে অর্জিত আয়ের যে অংশ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে কাপড় আমদানী বাবদ পরিশোধের প্রয়োজন তা টাকায় রূপান্তর না করে রপ্তানীকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখার সুবিধা প্রদান, হিমায়িত খাদ্য ও

---

[*] পরিকল্পনা কমিশনের সাময়িক হিসেব অনুসারে।

ইলেকট্রনিক্স খাতকে 'অগ্রণী রপ্তানী খাত' (Thrust Sector) হিসেবে চিহ্নিতকরণ এবং 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' এর আওতাধীন পণ্যের ক্ষেত্রে 'বিশেষ শুল্ক বন্ড ব্যবস্থা' চালুকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অপরপক্ষে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিছুটা শ্লথ হওয়ায় আমদানী ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে, আলোচ্য বছরে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি কমে আসে। ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ* পূর্ববর্তী বছরের ১,৪৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে শতকরা ১২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৬৯ মিলিয়ন** ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ* পূর্ববর্তী বছরের ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ২৮৯ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৭.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ৩,৪৭০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ফলে, বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ২,২৭৩ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯০-৯১ সালে ৪৭২ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১,৮০১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি এবং আমদানী ব্যয় হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে রপ্তানী আয় আমদানী ব্যয়ের অংশ হিসেবে পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩৯.৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪৮.১ ভাগে দাঁড়ায়।

১.৩। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৯ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ১২.১ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরের জন্য ব্যাপক অর্থ সরবরাহের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির হারও ১৯৮৯-৯০ সালের শতকরা ১৮.৯ ভাগের তুলনায় শতকরা ১০.১ ভাগে নেমে আসে, যা প্রক্ষেপিত হার শতকরা ১৬.৭ ভাগের তুলনায় অনেক কম। ১৯৯০-৯১ সালের প্রথমার্ধে উপসাগরীয় সংকটের প্রেক্ষাপটে এবং দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ড কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ায় ঋণ চাহিদা কমে যায়। ফলে, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯০ সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ৯৭৬.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে শতকরা ১৪.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বছরের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশমিত হওয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারিত হয় এবং ঋণ চাহিদা বাড়ে। এ সময়ে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ১,৩৫৯.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

১.৪। মূলতঃ রপ্তানী আয় বৃদ্ধি ও আমদানী ব্যয় হ্রাসের কারণে আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ জুন, ১৯৯০ শেষের ৫২০ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩৬০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে জুন, ১৯৯১ শেষে ৮৮০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্য বিপণনে

---

* উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

** রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর হিসেবমতে এ বছরে রপ্তানী আয় শতকরা ১২.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭১৮ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বজায় রাখা, লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবের উন্নয়ন, টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল রাখা এবং সরকারী ও বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারের মধ্যে তারতম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসরণ আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯০-৯১ সালে দেশের "মধ্যস্থতাকারী মুদ্রা" (Intervention Currency) মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার মোট তিন বার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এর ফলে, প্রতি মার্কিন ডলারের সাথে টাকার সরকারী বিনিময় হার জুন, ১৯৯০ এর ৩৪.৯০ টাকার তুলনায় জুন, ১৯৯১-এ ৩৫.৭৯ টাকায় দাঁড়ায়, যা এ বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মোট শতকরা ২.৫ ভাগ অবমূল্যায়ন নির্দেশ করে।

পুনর্বিন্যাসমূলক ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

১.৫। একটি বাজারমুখীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাংক ব্যবস্থার অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক খাতের নীতি নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনের জন্য পূর্ববর্তী বছর যে "আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী" (Financial Sector Reform Programme) গ্রহণ করা হয়, ১৯৯০-৯১ সালে তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকে। ১৯৯০-৯১ সালে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

(১) ব্যাংকিং খাতে সম্পদের ব্যবহার অধিকতর সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রবর্তিত সুদ কাঠামোকে আরো বাজারমুখীন করার জন্য প্রয়োজনের নিরিখে আলোচ্য বছরে কতিপয় পরিবর্তন ও সমন্বয় সাধন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্য যে ব্যাংকসমূহ নির্ধারিত পরিসীমাসমূহের মধ্যে তাদের স্বনির্ধারিত সুদ হারসমূহ প্রতি পঞ্জিকা মাসে একবার পরিবর্তন/ পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে;

(২) ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতি এবং ব্যাংকসমূহের মূলধনের পুনর্গঠন বিষয়ে আলোচ্য বছরে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের চিহ্নিত বৃহৎ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের ঋণ আদায়ের ব্যাপারে জোর তৎপরতা চালানো হয়। এ লক্ষ্যে খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নাম পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। বহু সংখ্যক খেলাপী ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের করা হয় এবং খেলাপী ঋণগ্রহীতাদেরকে নতুন ঋণ না দেয়ার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদুপরি, ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতিসহ সার্বিক আর্থিক শৃংখলা জোরদারকরণের লক্ষ্যে ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে একটি নতুন ব্যাংক কোম্পানী অধ্যাদেশ জারী

করা হয়, যা পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে 'ব্যাংক কোম্পানী আইন-১৯৯১' হিসেবে কার্যকর হয়। এ আইনের আওতায় ব্যাংকসমূহের সকল কর্মকান্ড পরিচালনার ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংককে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে;

(৩) তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, যথা- সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের ১৯৮৯ সালের বার্ষিক হিসাব অনুসারে আবশ্যকীয় প্রভিশনের ঘাটতির পূরণ এবং তাদের মূলধন মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগে উন্নীতকরণের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের যোগান হিসেবে সরকার কর্তৃক উক্ত ব্যাংকগুলোর অনুকূলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশেষ বন্ড ইস্যু করা হয় এবং

(৪) মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর নিয়ন্ত্রণ অনুসরণে একটি অতিরিক্ত মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক "৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল" ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে চালু করে। এ বিল চালু হবার পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত সময়ে ৭টি মাসিক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে এ বিলের স্থিতির পরিমাণ ছিল অভিহিত মূল্যে ২৬.০০ কোটি টাকা। দেশে বিদ্যমান মূলধন বাজার সুগঠিত নয় বিধায় এ বিলের প্রচলন ও ব্যবহার এ পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতের মধ্যেই সীমিত রয়েছে।

১.৬। উপরোক্ত সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি ছাড়াও উৎপাদনশীল খাতসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করা, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে ১৯৯০-৯১ সালে ঋণ ব্যবস্থাপনায় যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

(১) ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখ হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ (বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ বাদে) কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ অর্থ সংরক্ষণের হার এবং তাদের জন্য আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা মোট আমানত দায়ের পূর্বতন হার যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও শতকরা ২৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৯ ভাগ ও শতকরা ২৪ ভাগে এবং পরবর্তীতে ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখ হতে তা পুনরায় হ্রাস করে যথাক্রমে শতকরা ৮ ভাগ ও শতকরা ২৩ ভাগ নির্ধারণ;

(২) শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত স্থানীয় মুদ্রার পুঁজি সংবলিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করার ক্ষমতা প্রদান এবং

(৩) বিভিন্ন শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে একটি অভিন্ন খাতওয়ারী ঋণ নিয়মাচার (Credit norms) প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক আরো ২৩টি খাতের জন্য ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন।

১.৭। বাস্তবায়নাধীন আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে আদায় পরিস্থিতির উন্নতি, ঋণের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ঋণ নিয়মাচার যথাযথভাবে পালন এবং ঋণ কার্যক্রমের তদারকীর ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯০-৯১ সালে মোট কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯৫.৬০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বিতরণ ৬৮৬.৭৮ কোটি টাকার তুলনায় ৯১.১৮ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৩ ভাগ কম। কৃষি ঋণগ্রহীতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় তারা নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা হারায়। ফলে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বেশ হ্রাস পায়। মূলতঃ নতুন ঋণ পাওয়ার যোগ্য ঋণগ্রহীতার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণে আলোচ্য বছরে প্রকৃত ঋণ বিতরণের পরিমাণ কম হয়েছে। আলোচ্য বছরে আদায়কৃত মোট কৃষি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২৫.৩২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের আদায়কৃত ঋণ ৭০১.৯৪ কোটি টাকার তুলনায় ৭৬.৬২ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.৯ ভাগ কম। বন্যাজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে দরিদ্র ভূমিহীন চাষী এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘব করে তাদেরকে উৎপাদনে অধিকতর উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১লা মার্চ, ১৯৯১ তারিখ পর্যন্ত যে সব কৃষক মোট ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণ ও তার উপর প্রদেয় সুদ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মওকুফ করা হয়।

১.৮। বর্ধিত হারে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, শিল্প ও রপ্তানী খাতের উন্নয়ন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং আমদানীর বিকল্প সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯০-৯১ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতের সুদের উপর ও বীমা পলিসি সংগ্রহের জন্য বীমা কোম্পানী কর্তৃক এজেন্টদেরকে প্রদত্ত কমিশনের উপর, উভয় ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে উৎসে অগ্রিম কর কর্তন এবং রেয়াতী শুল্ক হারে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি এবং বিনিয়োগ বোর্ড ও বিসিক কর্তৃক অনুমোদিত শিল্পের আমদানীকৃত কাঁচামাল ব্যতীত অন্যান্য সকল দ্রব্যের আমদানী মূল্যের উপর ২.৫ শতাংশ হারে উৎসে অগ্রিম কর সংগ্রহ; (২) আমদানীকৃত বস্ত্র ও পুরাতন কাপড়ের উপর বিক্রয় কর মওকুফ সুবিধা প্রত্যাহার; (৩) স্থানীয় ফল উৎপাদনকারী কৃষকগণকে ফল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করার লক্ষ্যে ফল আমদানীর উপর আমদানী শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১০০ শতাংশে ধার্যকরণ; (৪) চিনির উপর আবগারী শুল্কের হার ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশে নির্ধারণ; (৫) প্রতি মেট্রিক টন সিমেন্টের আবগারী শুল্ক ২০৩ টাকার স্থলে ৪০০ টাকায় বৃদ্ধিকরণ; (৬) সকল প্রকার আমদানীকৃত

পরিশোধিত ভোজ্য তেলের উপর আরোপিত শুল্ক ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশে বৃদ্ধিকরণ এবং (৭) পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি ও প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধিকরণ।

১.৯। সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে শিল্পায়নের ক্রমবর্ধমান সরকারী প্রচেষ্টা ১৯৯০–৯১ সালেও অব্যাহত থাকে। মৌলিক ও বৃহৎ শিল্পের ৭টি উপ–খাতকে সরকারী খাতে সীমাবদ্ধ রেখে বেসরকারী খাতের ভূমিকা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে অবাধ শিল্প তালিকা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হয়। শিল্প অনুমোদনের পদ্ধতি ও শিল্প ঋণ অনুমোদন সহজীকরণ, অনুমোদন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও আর্থিক অনুমোদনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং যৌথ উদ্যোগে বেসরকারী খাতে বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগে অধিকতর উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৯০–৯১ সালে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) বিনিয়োগ বোর্ডের বিনিয়োগ কমিটি কর্তৃক পূর্বের ১০ কোটি টাকার পরিবর্তে ৩০ কোটি টাকা (প্রকল্পমূল্য) পর্যন্ত অবাধ তালিকা, বিসিক, বেপজা ও অন্যান্য শিল্প অনুমোদন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার আওতাধীন শিল্প ব্যতীত স্থানীয় ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সংবলিত সকল শিল্প প্রকল্প অনুমোদন; (২) নতুন মৎস্য ট্রলার সংগ্রহের অনুমোদন, অনুমতি বাতিলকরণ, আধুনিকীকরণ, সুষমকরণ, আমদানী শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ডের উপর প্রত্যার্পণ; (৩) ক্রাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল (Venture Capital)/সীড মানি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ; (৪) জিপি শীট এবং ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজেনেশন উপ–খাত ২টি উদ্যোক্তার নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ শর্ত সাপেক্ষে নিরুৎসাহিত তালিকা থেকে অবাধ তালিকায় আনয়ন ইত্যাদি।

অর্থ, ঋণ ও মূল্য পরিস্থিতি

১.১০। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অধিকতর গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা ১৯৯০–৯১ সালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯০–৯১ সালে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির হার প্রক্ষেপিত শতকরা ১৬.৫ ভাগের তুলনায় মাত্র শতকরা ১২.১ ভাগ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,০০৪.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৯ ভাগ। ১৯৯০–৯১ সালে রিজার্ভ মুদ্রা বা "হাই পাওয়ার্ড মানি" শতকরা ৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৫২৬.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৫.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে অর্থ-গুণক (Money Multiplier) পূর্ববর্তী বছর শেষের ৩.৫৩ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৩–এ দাঁড়ায়।

১.১১। ১৯৯০–৯১ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধির হার শতকরা ১৬.৭ ভাগে প্রক্ষেপণ করা হয়। আলোচ্য বছরে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ২,৩৩৫.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.১ ভাগ বৃদ্ধি

পেয়ে ২৫,৩৬৮.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা প্রক্ষেপিত পরিমাণের চেয়ে ১,৫১৩.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। আলোচ্য বছরের প্রথমার্ধে উপসাগরীয় সংকট এবং দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ার ফলে ঋণ চাহিদা হ্রাস পায়। বছরের প্রথমার্ধে (জুলাই–ডিসেম্বর, ১৯৯০) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৯৭৬.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৪.৪ ভাগ। এ বৃদ্ধির মধ্যে বেসরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৮০৫.৩০ কোটি টাকা (+৫.০%) এবং ১৯৮.০০ কোটি টাকা (+৪.০%)। এ সময়ে সরকারী খাতে ঋণ ২৭.০০ কোটি টাকা (-১.৩%) হ্রাস পায়। অন্যদিকে, আলোচ্য বছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারী–জুন, ১৯৯১) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১,৩৫৯.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৮৬৯.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩.৯ ভাগ। এ বৃদ্ধির মধ্যে বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ১,০১৩.১০ কোটি টাকা (+৬.০ %), সরকারী খাতের ১৯৮.১০ কোটি টাকা (+১০.০%) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ১৪৮.১০ কোটি টাকা (+২.৮%)।

১.১২। ১৯৯০–৯১ সালে আর্থিক সম্পদের চাহিদা (Asset Demand for Money*) পূর্ববর্তী বছরের পর্যায়ে থাকায় এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। আলোচ্য বছরে ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৯.৩ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

১.১৩। ১৯৯০–৯১ সালে বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (Trade Balance) ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে পণ্য খাতে (Merchandise Account) ঘাটতির পরিমাণ ৪৭২ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১,৮০১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ১৭৯ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৭৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯০–৯১ সালে আমদানী ব্যয় হ্রাস এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধি বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাসে ভূমিকা রাখে। ১৯৯০–৯১ সালে আমদানী ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ২৮৯ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ৩,৪৭০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

---

* ব্যাপক অর্থ সরবরাহে মেয়াদি আমানতের অংশ

পেয়ে ২৫,৩৬৮.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা প্রক্ষেপিত পরিমাণের চেয়ে ১,৫১৩.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৬.৬ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৮.৯ ভাগ বৃদ্ধির চেয়ে অনেক কম। আলোচ্য বছরের প্রথমার্ধে উপসাগরীয় সংকট এবং দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ার ফলে ঋণ চাহিদা হ্রাস পায়। বছরের প্রথমার্ধে (জুলাই–ডিসেম্বর, ১৯৯০) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ৯৭৬.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৪.৪ ভাগ। এ বৃদ্ধির মধ্যে বেসরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ৮০৫.৩০ কোটি টাকা (+৫.০%) এবং ১৯৮.০০ কোটি টাকা (+৪.০%)। এ সময়ে সরকারী খাতে ঋণ ২৭.০০ কোটি টাকা (−১.৩%) হ্রাস পায়। অন্যদিকে, আলোচ্য বছরের দ্বিতীয়ার্ধে (জানুয়ারী–জুন, ১৯৯১) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১,৩৫৯.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৮৬৯.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩.৯ ভাগ। এ বৃদ্ধির মধ্যে বেসরকারী খাতের অংশ ছিল ১,০১৩.১০ কোটি টাকা (+৬.০ %), সরকারী খাতের ১৯৮.১০ কোটি টাকা (+১০.০%) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ১৪৮.১০ কোটি টাকা (+২.৮%)।

১.১২। ১৯৯০–৯১ সালে আর্থিক সম্পদের চাহিদা (Asset Demand for Money*) পূর্ববর্তী বছরের পর্যায়ে থাকায় এবং অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির হার হ্রাস পাওয়ায় মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে ইতিবাচক প্রভাব রাখে। আলোচ্য বছরে ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৯.৩ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৮.৯ ভাগে দাঁড়ায়।

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

১.১৩। ১৯৯০–৯১ সালে বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (Trade Balance) ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে পণ্য খাতে (Merchandise Account) ঘাটতির পরিমাণ ৪৭২ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১,৮০১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ১৭৯ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ২,২৭৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯০–৯১ সালে আমদানী ব্যয় হ্রাস এবং রপ্তানী আয় বৃদ্ধি বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাসে ভূমিকা রাখে। ১৯৯০–৯১ সালে আমদানী ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ২৮৯ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ৩,৪৭০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়।

---

* ব্যাপক অর্থ সরবরাহে মেয়াদী আমানতের অংশ।

১.১৪। ১৯৯০-৯১ সালে মোট রপ্তানী আয় ১৮৩ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৬৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে ২০৫ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোট রপ্তানী আয়ে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যের অবদান ছিল যথাক্রমে ৪৪৩.০ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ২৬.৫ ভাগ এবং ১,২২৬ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৭৩.৫ ভাগ। রপ্তানী আয়ে পণ্য ভিত্তিক অবদান ছিলঃ কাঁচা পাট ১২০ মিলিয়ন ডলার, পাটজাত দ্রব্য ২৮৩ মিলিয়ন ডলার, চা ৪০ মিলিয়ন ডলার, তৈরী পোশাক ৭৮৮ মিলিয়ন ডলার, হিমায়িত খাদ্য ১৭১ মিলিয়ন ডলার, চামড়া ১৩৮ মিলিয়ন ডলার এবং অন্যান্য পণ্য ১২৯ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯০-৯১ সালে সেবা খাতে প্রাপ্তির পরিমাণ ১৪ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, এ খাতে বহিঃপ্রবাহের পরিমাণ ৬৮ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ৪৮৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। সেবা খাতে প্রাপ্তি বৃদ্ধি এবং বহিঃপ্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় উক্ত খাতে নীট্ ঘাটতির পরিমাণ ৮২ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে "অপরিশোধের বেসরকারী হস্তান্তর" (Private Unrequited Transfers) খাতে প্রাপ্তির পরিমাণ ৪৪ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪৬ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এর মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৬৪ মিলিয়ন ডলার। ১৯৯০-৯১ সালে বহির্বাণিজ্যের চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ ৫৭৮ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ৯৮১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। বাণিজ্য ও সেবা খাতসমূহে ঘাটতি হ্রাস ও অপরিশোধের বেসরকারী হস্তান্তর খাতে প্রাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে পূর্ববর্তী বছরের ১০০ মিলিয়ন ডলার ঘাটতির তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে ৩৪৭ মিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্ত দেখা দেয়।

১.১৫। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ১,৩৭১ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ প্রতিশ্রুত সর্বমোট ২৭,৪৬৩ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১২,৬২৯ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৬.০ ভাগ ছিল অনুদান। উপরোক্ত সময়ে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২২,৪৬১ মিলিয়ন ডলার, যা ছিল মোট প্রতিশ্রুতির শতকরা ৮১.৮ ভাগ। অবমুক্ত সাহায্যের এ ঘাটতির অন্যান্য কারণ বাদে প্রধান একটি কারণ হলো স্থানীয় মুদ্রায় সম্পূরক সম্পদের অপ্রতুলতা। মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১১,৫২৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৩ ভাগ ছিল ঋণ এবং অবশিষ্ট ১০,৯৩৩ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৭ ভাগ ছিল অনুদান। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে বাংলাদেশের মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৭০৪ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১১,০৫২ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। ১৯৯০-৯১ সালে বৈদেশিক ঋণের আসল ও সুদ বাবদ মোট ৩১৭ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়, যা রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৯.০ ভাগ। ১৯৮৯-৯০ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৯০ মিলিয়ন ডলার বা রপ্তানী আয়ের শতকরা ১৯.৫ ভাগ।

স্বল্প-মেয়াদী সম্ভাবনা

১.১৬। ১৯৯০-৯১ সালের প্রথমার্ধে উপসাগরীয় যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহতম ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। নবনির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে পরবর্তীতে এ পরিস্থিতির সফল মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। নিরপেক্ষ নির্বাচনের ফলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চার হয়। বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে আশানুরূপ বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি ও আবহাওয়ার আনুকূল্য সাপেক্ষে ১৯৯১-৯২ সালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা যায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও একটি বাজারমুখীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে ১৯৯১-৯২ সালে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রধান খাতসমূহ

মোট দেশজ উৎপাদন

২.১। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৮* ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯০–৯১ সালে শতকরা ৩.৬** ভাগে দাঁড়ায়। বছরের প্রথমার্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা, শ্রমিক অসন্তোষ এবং শেষার্ধে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার কারণে আলোচ্য বছরে সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়। ১৯৯০–৯১ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৬ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৪ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৮.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়। নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হারও পূর্ববর্তী বছরের শতকরা

*১৯৮৪–৮৫ সালের স্থির উৎপাদন খরচে।

**১৯৮৯–৯০ সালের স্থির উৎপাদন খরচে।

৯.০ ভাগ থেকে ১৯৯০-৯১ সালে শতকরা ৫.১ ভাগে হ্রাস পায়। বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতের প্রবৃদ্ধির হারও পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৭ ভাগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৫.৭ ভাগে দাঁড়ায়। অবশিষ্ট খাতসমূহের সম্মিলিত প্রবৃদ্ধির হার ১৯৮৯-৯০ সালের শতকরা ৪.৯ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালে শতকরা ৩.৭ ভাগে দাঁড়ায়।

কৃষি খাত

২.২। ১৯৯০-৯১ সালে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫.৬ ভাগের তুলনায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ২.৪ ভাগে নেমে আসার মূল কারণ হিসেবে আমন ফসলের উৎপাদন হ্রাসকে উল্লেখ করা যায়। আমন ফসলের উৎপাদন যা পূর্ববর্তী বছরে শতকরা ৩৪.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল আলোচ্য বছরে তা শতকরা ০.০২ ভাগ হ্রাস পায়। সার্বিকভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৩.২ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে শতকরা ২.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। আউশ চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় আউশের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের ২৪.৮৭ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৬.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ২৩.২৮ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে আমন ফসলের উৎপাদন ৯২.০০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ৯২.০২* লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ০.০২ ভাগ কম। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস-এর কারণে ইরি/বোরোর উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯০-৯১ সালে এর উৎপাদন ১৯৮৯-৯০ সালের ৬১.৬৭* লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.০০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে মোট ১৮২.২৮ লক্ষ টন চাল উৎপাদিত হয়, যা ১৯৮৯-৯০ সালের ১৭৮.৫৬* লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ২.১ ভাগ বেশী। ১৯৯০-৯১ সালে গম উৎপাদনের পরিমাণ ৯.০০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরে উৎপাদিত ৮.৯০* লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ১.১ ভাগ বেশী। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে আলু, শাকসব্জি, তামাক ও মিষ্টি আলুর উৎপাদন আলোচ্য বছরে কিছুটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ সালে যে সব কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পায় তার মধ্যে রয়েছে পাট, তুলা, ডাল ও তেলবীজ।

শিল্প খাত

২.৩। ১৯৯০-৯১ সালে শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৮.৪ ভাগ থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে শতকরা ৭.৯ ভাগে দাঁড়ায়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর হিসেবে আলোচ্য বছরে শিল্পোৎপাদনে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল শতকরা ৯.১ ভাগ। আলোচ্য বছরে শিল্প খাতে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রপ্তানী শিল্পের উন্নয়ন সাধন, স্থাপিত শিল্পের ক্ষমতার ব্যবহার

---

* সংশোধিত।

বৃদ্ধিকরণ, ব্যক্তিগত খাতকে উৎসাহ প্রদান, শিল্পোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর হতে আমদানী শুল্ক কমিয়ে আনা, আমদানী লাইসেন্স প্রদান ও ঋণ মঞ্জুরী এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ, শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ পরিহার, সম্পদ মঞ্জুরীদানকারী সংস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাজার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও প্রসার জোরদারকরণ, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার এবং শিল্প এলাকার ও এস্টেটের উন্নয়ন সাধনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২.৪। আলোচ্য বছরে উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রধান প্রধান শিল্পজাত পণ্যের@ মধ্যে রয়েছেঃ চিনি (শতকরা ৩৩.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪৬ লক্ষ টন), চা** (শতকরা ৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪.৬৫ মিলিয়ন কেজি), প্রাকৃতিক গ্যাস (শতকরা ১০.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,২৩৫ মিলিয়ন ঘন মিটার), নিউজপ্রিন্ট (শতকরা ১.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭.০০ হাজার টন), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ৯.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২২.৫৩ হাজার টন), সিগারেট (শতকরা ২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৬৪.৫ কোটি শলাকা)। অপরপক্ষে, যে সব শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ ইস্পাত (শতকরা ৩০.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.১৩ লক্ষ টন), সিমেন্ট (শতকরা ১৮.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২.৭৫ লক্ষ টন), পাটজাত দ্রব্য (শতকরা ১৭.৮ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪.৩৪ লক্ষ টন), সূতী বস্ত্র (শতকরা ১৩.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৬.০০ কোটি মিটার), ভোজ্য তেল (শতকরা ৬.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ০.৩১ লক্ষ টন), দিয়াশলাই (শতকরা ১০.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১.০১ কোটি গ্রস বক্স), কাগজ (শতকরা ৮.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৩.০৯ হাজার টন), কার্পাস সূতা (শতকরা ৩.২ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪.৯০ কোটি কেজি) এবং রাসায়নিক সার (শতকরা ৫.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৫.৩৩ লক্ষ টন)।

২.৫। বেসরকারী খাতে অধিক হারে শিল্প প্রতিষ্ঠা সরকারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নীতি। বেসরকারী খাতের সম্প্রসারণ ও সরকারী খাতের সংকোচনের নীতি হিসেবে ইতিমধ্যেই সরকার বহুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে পুঁজি প্রত্যাহার করেছে এবং বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে একাধিক পাট ও বস্ত্রকল বাংলাদেশী মালিকদের নিকট প্রত্যার্পণ করেছে। তদুপরি, সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে শিল্প উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সরকারী খাতের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যাও সীমিত করা হয়েছে। বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে এবং তৎসংগে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের

@ উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

** উৎসঃ বাংলাদেশ চা বোর্ড।

সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য রেয়াতী হারে বহিঃশুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা এবং বিক্রয় কর মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিল্প উন্নয়নে আঞ্চলিক সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সচেষ্ট; এ উদ্দেশ্যে অনুন্নত অথবা স্বল্পোন্নত এলাকায় শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সুবিধা দেয়া হয়, যথা– বিশেষ কর অবকাশ (Special Tax Holiday), রেয়াতী সুদে ঋণ, পুঁজি ও ঋণের সুবিধাজনক অনুপাত ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকার জন্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ঋণপ্রদানযোগ্য সম্পদের একটি অংশ নির্ধারিত রাখার সিদ্ধান্ত আলোচ্য বছরে গৃহীত হয়েছে। দেশের বেসরকারী খাতে শিল্পায়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে গৃহীত শিল্পনীতিতে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, ১৯৯০–৯১ সালে সেগুলোর কিছু সংশোধন করা হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডের বিনিয়োগ কমিটি ৩০.০০ কোটি টাকা প্রকল্পমূল্য পর্যন্ত (অবাধ তালিকা, বিসিক, বেপজা ও অন্যান্য শিল্প অনুমোদন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থার আওতাধীন শিল্প ব্যতীত) স্থানীয় ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সংবলিত সকল শিল্প প্রকল্প অনুমোদন করতে পারবে। নতুন মৎস্য ট্রলার সংগ্রহের অনুমোদন, অনুমতি বাতিলকরণ, আধুনিকীকরণ, সুষমকরণ, আমদানীস্বত্ব নির্ধারণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ডের উপর প্রত্যার্পণ করা হয়েছে। জিপি শীট ও ভোজ্যতেল পরিশোধন ও হাইড্রোজেনেশন উপ–খাত ২টি উদ্যোক্তার নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ শর্ত সাপেক্ষে নিরুৎসাহিত তালিকা থেকে অবাধ তালিকায় আনা হয়েছে।

২.৬। সরকারের শিল্পনীতির আওতায় কর সুবিধার পাশাপাশি ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি অব্যাহত রাখা হয়। চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্প খাতে, বিশেষ করে রপ্তানীমুখী শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। উন্নয়ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সম্পন্ন এবং বেসরকারী ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বা সরকারী অনুমতি ছাড়াই যে কোন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এবং বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় গঠিত ৩০ মিলিয়ন ডলারের "রপ্তানী উন্নয়ন তহবিল"–এর আওতায় অপ্রচলিত পণ্যের রপ্তানীকারকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ আমদানীর জন্য রপ্তানী মূল্যের শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত রেয়াতী হারে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

২.৭। ১৯৯০–৯১ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ* পূর্ববর্তী বছরের ৫০৩.৯৫ কোটি টাকা এবং ৬৯৩.১৯ কোটি টাকার তুলনায় যথাক্রমে ২০১.৬৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৪০.০ ভাগ ও ৪৯৪.০২ কোটি

* উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন।

টাকা বা শতকরা ৭১.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩০২.৩২ কোটি টাকা এবং ১৯৯.১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিশিল্প দেশকে শিল্পায়িত করার লক্ষ্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১,৩৬০.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ সংবলিত বেসরকারী খাতে একটি বিনিয়োগ তফসিলের খসড়া প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত তফসিলের আওতায় ১৯৯০-৯১ সালে ১,৮৩৬টি নতুন ক্ষুদ্র শিল্প ও ৯৮৫টি বিদ্যমান ক্ষুদ্র শিল্প এবং কুটির শিল্প তফসিলের আওতায় ৬,৮৫৪টি নতুন কুটির শিল্প ও ৪,১৪৮টি বিদ্যমান কুটির শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২৪৯.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ মঞ্জুরী দেয়া হয়।

২.৮। বিদেশী বেসরকারী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রেখে আলোচ্য বছরে কয়েকটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সর্বশেষ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের লক্ষ্যে জাপান, হংকং ও কোরিয়ায় দূতাবাসসমূহে বিনিয়োগ কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করা এবং বেসরকারী খাতে শিল্পের জন্য রয়ালটি, কারিগরি প্রজ্ঞা ও সহায়তা ফি সর্বসাকুল্যে পূর্বের প্রচলিত হার শতকরা ৪ ভাগ থেকে বাড়িয়ে (বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে) শতকরা ৬ ভাগে উন্নীত করা।

সরকারী খাতে উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ

২.৯। ১৯৯০-৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকারী খাতে প্রাথমিকভাবে ৫,৬৬৮.০০ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ নীট মূলধন ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস এবং বাজেট বহির্ভূত সম্পদ বৃদ্ধির ফলে সংশোধিত বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫৩.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,১২১.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের এ পরিমাণ ছিল পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের তুলনায় ১,০১৮.২৪ কোটি টাকা বা শতকরা ২০.০ ভাগ বেশী। ১৯৯০-৯১ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৭০.৬২ কোটি টাকা এবং ৫,৩৫০.৩৮ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১২.৬ ভাগ ও শতকরা ৮৭.৪ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকারী খাতে সংশোধিত উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭২.৭৬ কোটি টাকা এবং ৫,০৩০.০০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ১.৪ ভাগ ও শতকরা ৯৮.৬ ভাগ।

২.১০। ১৯৯০-৯১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খাত-ওয়ারী ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ঃ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থ সংস্থানে পরিচালিত প্রকল্পসমূহ ৮৬২.৯৮

কোটি টাকা; পানি সম্পদ ৭০৩.৩৭ কোটি টাকা; বিদ্যুৎ ৬৪৪.৩১ কোটি টাকা; পরিবহন ৬২২.৬৪ কোটি টাকা; তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৪৯৫.২২ কোটি টাকা; কৃষি ৪২৪.৯২ কোটি টাকা; শিক্ষা ও ধর্ম ৩০৭.১৮ কোটি টাকা; জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ২৯৫.৩৯ কোটি টাকা; পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান ২৮৩.০৯ কোটি টাকা; ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ২৫১.০৪ কোটি টাকা; কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী ২২৭.২২ কোটি টাকা; শুল্ক, আবগারী ও বিক্রয় কর ২০০.০০ কোটি টাকা; স্বাস্থ্য ১৬৪.৯৫ কোটি টাকা; উপজেলা অবকাঠামো ও উপজেলা পরিষদকে সহায়তা ১২০.০০ কোটি টাকা; শিল্প ১০২.৯৪ কোটি টাকা; বিভিন্ন সেক্টরসমূহের জন্য থোক বরাদ্দ ১০০.০০ কোটি টাকা এবং যোগাযোগ খাতে ৯২.৪০ কোটি টাকা। অন্যান্য খাতসমূহে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৪০.৩৫ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে পল্লী উন্নয়নের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত খাতসমূহ যথা ঃ কৃষি, পানি সম্পদ, উপজেলা অবকাঠামো, পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান এবং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা খাতসমূহের জন্য সম্মিলিত বরাদ্দের পরিমাণ ছিল সরকারী খাতে মোট উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ২৯.৯ ভাগ। ১৯৮৯–৯০ সালের সংশোধিত বাজেটে উপরোক্ত খাতসমূহের সম্মিলিত বরাদ্দের অংশ ছিল মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৩৫.৫ ভাগ।

বেসরকারী শিল্প খাতে বিনিয়োগ*

২.১১। ১৯৯০–৯১ সালে বেসরকারী শিল্প খাতে ৭৫৩.০২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১১,০৪৮.২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ সংবলিত ৫,৮৬৭টি শিল্প প্রকল্প (ক্ষুদ্র শিল্পসহ) অনুমোদন ও নিবন্ধন করা হয়। পূর্ববর্তী বছরে এখাতে ১,৬৬২.১৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৩,৯৯৮.৭৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ সংবলিত ৫,০১৮টি প্রকল্প অনুমোদন ও নিবন্ধন করা হয়েছিল। আলোচ্য বছরে অনুমোদনপ্রাপ্ত ও নিবন্ধনকৃত শিল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্প (৩১২.০১ কোটি টাকা); বস্ত্র শিল্প (২৯৫.৩৪ কোটি টাকা); পাট ও পাটজাত শিল্প (৩.৩২ কোটি টাকা); বন ও বনজাত শিল্প (২৪.১৯ কোটি টাকা); কাগজ বোর্ড, মুদ্রণ ও মোড়ক শিল্প (১১৬.৮২ কোটি টাকা); চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্য ও রাবার শিল্প (৭১.৫৭ কোটি টাকা); রসায়ন শিল্প (১৯১.৪১ কোটি টাকা); কাচ, সিরামিক ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাদি (১০১.১৫ কোটি টাকা); প্রকৌশল শিল্প (৭৪২.২৪ কোটি টাকা) এবং বিবিধ শিল্প (৯,১৯০.২২ কোটি টাকা)।

---

* উৎসঃ বিনিয়োগ বোর্ড।

খাদ্য পরিস্থিতি

২.১২। ১৯৯০–৯১ সালে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং সরকারী মজুদ থেকে বিতরণ অব্যাহত থাকায় দেশে খাদ্যশস্যের সার্বিক প্রাপ্যতা সন্তোষজনক ছিল। আলোচ্য বছরে খাদ্যশস্যের মোট প্রাপ্যতা ছিল ১৮৮.০৪ লক্ষ টন। এ পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৮০.৭৪ লক্ষ টনের তুলনায় ৭.৩০ লক্ষ টন বা শতকরা ৪.০ ভাগ বেশী। ১৯৯০–৯১ সালে খাদ্যশস্যের জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা পূর্ববর্তী বছরের ৪৬৪.৯৬ 'গ্রাম' এর তুলনায় ৯.৮৬ 'গ্রাম' বা শতকরা ২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৪.৮২ 'গ্রাম'-এ দাঁড়ায়। খাদ্যশস্যের মোট ও জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতার বিবরণ সারণী–২.১ এ দেখানো হলো।

সারণী–২.১

বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের মোট ও জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য প্রাপ্যতার উৎস	১৯৮৯–৯০	১৯৯০–৯১
১। নীট্ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (শতকরা ১০ ভাগ বীজ, গো-খাদ্য ও অপচয় বাদে)	১৬৮.৭১	১৭২.১৫ (+২.০৪)
২। সরকারী গুদাম থেকে বিতরণ	২১.৬৩	২৩.৭২ (+৯.৬৬)
৩। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	৯.৬০	৭.৮৩ (–১৮.৪৪)
৪। মোট প্রাপ্যতা (১+২–৩)	১৮০.৭৪	১৮৮.০৪ (+৪.০৪)
৫। মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)*	১০৬.৫০	১০৮.৫০ (+১.৮৮)
৬। জনপ্রতি দৈনিক গড় প্রাপ্যতা (গ্রাম)	৪৬৪.৯৬	৪৭৪.৮২ (+২.১২)

টিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।

সূত্রঃ ১) খাদ্য মন্ত্রণালয়; (২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

* ১৯৯১ সালের আদম শুমারীর ভিত্তিতে সংশোধিত।

২.১৩। ১৯৯০-৯১ সালে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় দেশে খাদ্যশস্যের বাজার দরে কিছুটা ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়। মোটা চালের গড় ন্যূনতম খুচরা দর ১৯৯০ সালের জুন শেষে প্রতি কুইন্টাল ৯২১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুলাই, ১৯৯০ শেষে প্রতি কুইন্টাল ৯৬০ টাকায় দাঁড়ায়। এক বছর পূর্বের তুলনায় এ দর ছিল শতকরা ২.৭ ভাগ বেশী। ১৯৯০ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এ মূল্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু, অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এ মূল্য বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে কুইন্টাল প্রতি ১,০৫৪ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে আমন ধান ওঠার সাথে সাথে বাজার মূল্যে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। ফলে, ডিসেম্বর মাসের শেষে সর্বনিম্ন মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৯৬৯ টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু,১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে পুনরায় বাজার দর বৃদ্ধি পেয়ে কুইন্টাল প্রতি ১,০১৯ টাকায় দাঁড়ায়, যা ১৯৯১ সালের মার্চে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ কুইন্টাল প্রতি ১,০৮৮ টাকায় পৌঁছে। তবে, সরকার কর্তৃক বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ জোরদারকরণের ফলে এবং ইরি/বোরো বাজারে ওঠার প্রেক্ষিতে খোলাবাজারে চালের মূল্যে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয় এবং তা ১৯৯১ সালের জুন মাসে কুইন্টাল প্রতি ১,০২৪ টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২.৭ ভাগ বৃদ্ধির বিপরীতে ১৯৯০-৯১ সালে মোটা চালের গড় ন্যূনতম খুচরা দর শতকরা ১১.২ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

২.১৪। ১৯৯০-৯১ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রা ২০.৩০ লক্ষ টনে ধার্য করা হয়। এর বিপরীতে, আলোচ্য বছরে মোট ১৫.৭৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য (চাল ০.১০ লক্ষ টন ও গম ১৫.৬৭ লক্ষ টন) আমদানী করা হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৫.৩৪ লক্ষ টন (চাল ৩.০০ লক্ষ টন ও গম ১২.৩৪ লক্ষ টন)।

২.১৫। ১৯৯০-৯১ সালে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৯.০০ লক্ষ টন। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ৭.৮৩ লক্ষ টনে দাঁড়ায় (চাল ৭.২৭ লক্ষ টন ও গম ০.৫৬ লক্ষ টন)। পূর্ববর্তী বছরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৯.৬০ লক্ষ টন (চাল ৯.১৮ লক্ষ টন ও গম ০.৪২ লক্ষ টন)।

২.১৬। আলোচ্য বছরে আমন ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য ১৯৮৯ সালের ১৫ই নভেম্বরের নির্ধারিত যথাক্রমে প্রতি কুইন্টাল ৫৮৯.৪৩ টাকা ও ৯০৭.১২ টাকার স্থলে প্রান্তিক বৃদ্ধি করে ১৯৯০ সালের ১৫ই নভেম্বরে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৯০.০০ টাকা ও ৯০৭.৫০ টাকায় ধার্য করা হয়। ইরি/বোরো ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্যও ১৯৯০ সালের ১৫ই মার্চে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৫৯০.০০ টাকা ও ৯০৭.৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯১ সালের ১৫ই এপ্রিলে প্রতি কুইন্টাল যথাক্রমে ৬৪৩.০০ টাকা ও ৯৯০.০০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। গমের সংগ্রহ মূল্য

১৯৮৯ সালের ১৫ই মার্চে নির্ধারণকৃত প্রতি কুইন্টাল ৫৬২.৬৪ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৯৯০ সালের ১৫ই মার্চে ৫৮৯.৪০ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

২.১৭। খাদ্যশস্যের মূল্যের উর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাধীনে ১৯৯০-৯১ সালে সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়েন। পল্লী রেশনিংসহ রেশন ব্যবস্থায় ৭.১৪ লক্ষ টন, অগ্রাধিকার খাত রেশন ব্যবস্থায় ৭.৬১ লক্ষ টন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচীতে ৪.৫৮ লক্ষ টন, দুঃস্থজনে খাদ্য যোগান কর্মসূচীসহ ত্রাণ কার্যক্রম ৩.৪০ লক্ষ টন ও খোলাবাজার বিক্রয় কার্যক্রমসহ গণবিক্রয় মাধ্যম ০.৯৮ লক্ষ টনসহ আলোচ্য বছরে মোট ২৩.৭১ লক্ষ টন (চাল ৯.৭০ লক্ষ টন ও গম ১৪.০১ লক্ষ টন) খাদ্যশস্য সরকারী মজুদ থেকে বিতরণ করা হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে বিতরণকৃত ২১.৬৪ লক্ষ টনের (চাল ৬.৭৫ লক্ষ টন ও গম ১৪.৮৯ লক্ষ টন) তুলনায় এ পরিমাণ ছিল শতকরা ৯.৬ ভাগ বেশী।

২.১৮। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় সরকারের কাছে খাদ্যশস্য মজুদের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ১১.৪৮ লক্ষ টনের (চাল ৮.১৮ লক্ষ টন ও গম ৩.৩০ লক্ষ টন) তুলনায় শতকরা ৯.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালের জুন শেষে ১০.৪০ লক্ষ টনে (চাল ৫.২৮ লক্ষ টন ও গম ৫.১২ লক্ষ টনে) দাঁড়ায়।

মূল্য পরিস্থিতি/ভোক্তা মূল্য সূচক

২.১৯। ১৯৯০-৯১ সালে সার্বিক মূল্য পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ও মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে জ্বালানির উচ্চমূল্য নির্ধারণের ফলে দ্রব্যমূল্যের উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মূল্য স্থিতিশীলকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখায় মূল্যস্তর বৃদ্ধির হার দু'অংকের (double digit) নিচে ধরে রাখা সম্ভবপর হয়। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের বারো মাসের গড় ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচক* (১৯৭৩-৭৪=১০০) দ্বারা নিরূপিত মূল্যস্ফীতির হার ১৯৯০-৯১ সালে শতকরা ৮.৯ ভাগে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল শতকরা ৯.৩ ভাগ। আলোচ্য বছরে এ মূল্যস্ফীতি খাদ্য দ্রব্যের চেয়ে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় প্রতিফলিত হয়। ভোক্তা মূল্যের 'খাদ্য' উপ-সূচকে শতকরা ৬.৯ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপ-সূচকগুলো গড়ে শতকরা ১২.০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, ১৯৮৯-৯০ সালে যা যথাক্রমে শতকরা ৭.১ ভাগ এবং শতকরা ১২.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯০-৯১ সালে ভোক্তা মূল্যের বিভিন্ন উপ-সূচকগুলোর মধ্যে 'খাদ্য' শতকরা ৬.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৪৭.৯৩-এ,

---

* উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

'জ্বালানি ও বিদ্যুৎ' শতকরা ৪০.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪৫.১১–এ, 'গৃহায়ণ ও গৃহস্থালী সামগ্রী' শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬৭.১৭–এ, 'বস্ত্র ও পাদুকা' শতকরা ৬.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯৯.৪২–এ এবং 'বিবিধ' শতকরা ১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭২০.৫৩–এ দাঁড়ায়।

মজুরী

২.২০। ১৯৯০–৯১ সালে দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরী সূচক কিছুটা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সংকলিত আর্থিক মজুরীর গড় সূচক (১৯৬৯–৭০=১০০) ১৯৮৯–৯০ সালে ছিল ১,৪২৫.৭৪। এ সূচক ১৯৯০–৯১ সালে শতকরা ৩.৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৭৭.৫৮–এ দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে মজুরীর নিম্নলিখিত উপ–সূচকগুলো, যথা : 'শিল্প' শতকরা ৪.৬ ভাগ (১,৫০২.৩৬ হতে ১,৫৭০.৮৮); 'নির্মাণ' শতকরা ০.৮ ভাগ (১,৪১৫.৪০ হতে ১,৪২৬.৪৬); 'কৃষি' শতকরা ৫.৫ ভাগ (১,২৪৫.১১ হতে ১,৩১৩.৮৭) এবং 'মৎস্য' শতকরা ৩.৩ ভাগ (১,৪০০.৪৮ হতে ১,৪৪৫.৮৩) বৃদ্ধি পায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

২.২১। পরিকল্পনা কমিশনের সাময়িক হিসেব অনুযায়ী ১৯৯০–৯১ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ ৬১৩ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৪০৭

কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়/মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩.৮* ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরে শতকরা ৪.২ ভাগ-এ উন্নীত হয়। ১৯৯০–৯১ সালে চলতি বাজার মূল্যে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮১ কোটি টাকা বা শতকরা ৪.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৮,৯০২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, আলোচ্য বছরে মোট বিনিয়োগ/মোট দেশজ উৎপাদন অনুপাত পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১২.৬* ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১১.০ ভাগে দাঁড়ায়।

---

* সংশোধিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অর্থ ও ব্যাংকিং

৩.১। ১৯৯০-৯১ সালে অর্থ সরবরাহ বা 'ন্যারো মানি' (এম-১) ৮৩৫.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৭,২০৩.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে অর্থ সরবরাহ (এম-১) বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৬ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ বা 'ব্রড মানি' (এম-২) ২,৭০৬.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,০০৪.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৫ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরে এর প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৯ ভাগ।

৩.২। ১৯৯০-৯১ সালে রিজার্ভ মুদ্রা* শতকরা ৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৫২৬.৭০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৫.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে অর্থ-গুণক (Money Multiplier) ০.৩০ বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৩-এ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ০.০৪ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য বছরে মুদ্রা/আমানত অনুপাত (Currency/Deposit Ratio) পূর্ববর্তী বছরের ০.১৬-এ অপরিবর্তিত থাকার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহের রিজার্ভ/আমানত অনুপাত (Reserve/Deposit Ratio) ০.১৫ হতে ০.১৩-এ হ্রাস আলোচ্য বছরে অর্থ-গুণক বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অর্থ-গুণক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধির হার আলোচ্য বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাওয়ায় অর্থ সরবরাহ কম হারে বেড়েছে।

৩.৩। ১৯৯০-৯১ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১০.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৩৬৮.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রক্ষেপিত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৬.৭ ভাগ এবং পূর্ববর্তী বছরে এর প্রকৃত বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৮.৯ ভাগ।

---

*রিজার্ভ মুদ্রা = ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা + ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকে সঞ্চিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমা + তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল + বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা + ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি।

অর্থ সরবরাহ (এম—১)

৩.৪। ১৯৯০–৯১ সালে অর্থ সরবরাহের উপাদানসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা ৪২৩.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬১১.৮০ কোটি টাকায় এবং তলবী আমানত ৪১১.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫৯১.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০–৯১ সালে অর্থ সরবরাহ এবং তার উপাদানসমূহের হ্রাস/বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৩.১

অর্থ সরবরাহ (এম-১)

(কোটি টাকায়)

তারিখ	ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	তলবী আমানত*	অর্থ সরবরাহ (এম-১)	অর্থ সরবরাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি (+)/হ্রাস(-)
জুন ৩০, ১৯৯০	৩,১৮৮.৩০	৩,১৮০.৪০	৬,৩৬৮.৭০	–
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯০	৩,১৯১.৩০	২,৯২১.৯০	৬,১১৩.২০	–২৫৫.৫০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯০	২,৯৯৫.০০	৩,৫৭৮.৭০	৬,৫৭৩.৭০	+৪৬০.৫০
মার্চ ৩১, ১৯৯১	৩,১৫২.৪০	৩,০৬০.৫০	৬,২১২.৯০	–৩৬০.৮০
জুন ৩০, ১৯৯১	৩,৬১১.৮০	৩,৫৯১.৯০	৭,২০৩.৭০	+৯৯০.৮০

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানতসহ।

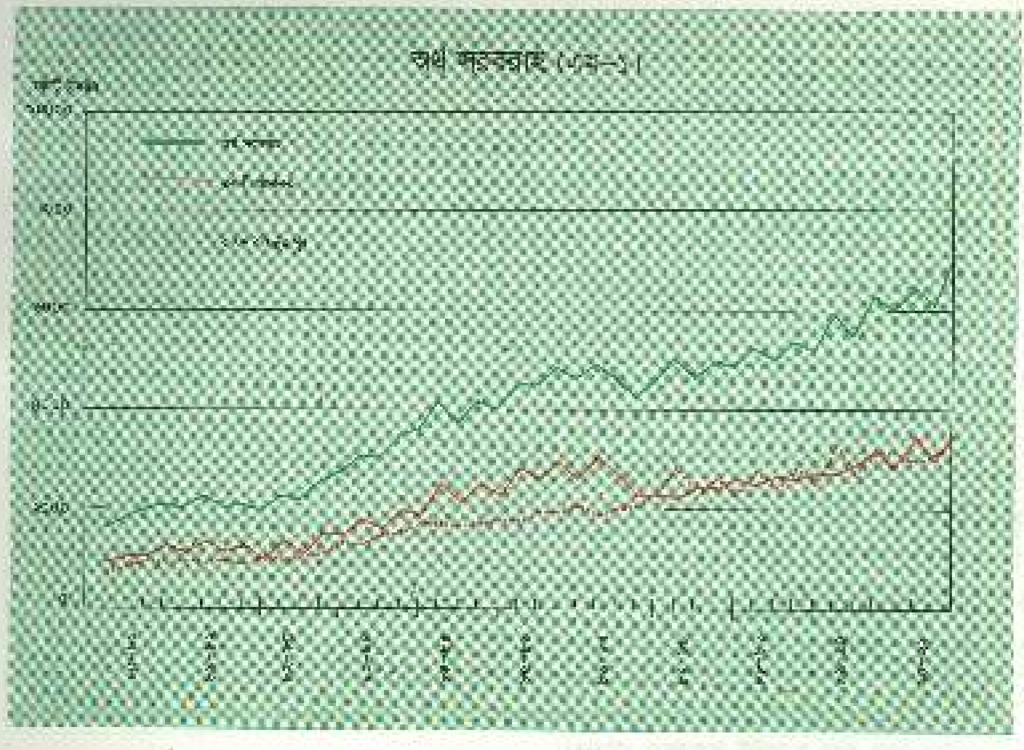

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ-সূচক উপাদানসমূহ

৩.৫। ১৯৯০–৯১ সালে অর্থ সরবরাহ (এম–১) পরিবর্তনের কারণ–সূচক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেসরকারী খাতে ১,৮১৮.৪০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ৩৪৬.১০ কোটি টাকা এবং সরকারী খাতে (নীট) ১৭১.১০ কোটি টাকা ঋণ বৃদ্ধি ও বৈদেশিক খাতে ১,১২১.২০ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধিতে মোট ৩,৪৫৬.৮০ কোটি টাকার সম্প্রসারণমূলক প্রভাব রাখে। কিন্তু, মেয়াদী আমানতে ১,৮৭১.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য পরিসম্পদে (নীট) ৭৫০.১০ কোটি টাকা হ্রাসের কারণে উপরোক্ত সম্প্রসারণমূলক প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে, অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির নীট পরিমাণ ৮৩৫.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ–সূচক উপাদানসমূহ ৩.২ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী–৩.২

অর্থ সরবরাহ পরিবর্তনের কারণ - সূচক উপাদানসমূহ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৯১	জুন ৩০, ১৯৯০	পরিবর্তন
১। ব্যাংকে বহির্ভূত মুদ্রা	৩,৬১১.৮০	৩,১৮৮.৩০	+৪২৩.৫০
২। তলবী আমানত *	৩,৫৯১.৯০	৩,১৮০.৪০	+৪১১.৫০
মোট অর্থ সরবরাহ (এম–১)	**৭,২০৩.৭০**	**৬,৩৬৮.৭০**	**+৮৩৫.০০**
৩। কারণ - সূচক উপাদানসমূহ			
সম্প্রসারণ (+)			
সংকোচন (–)			
১। সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ)			+৫১৭.২০
(ক) সরকারী খাত (নীট)			+১৭১.১০
(খ) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত			+৩৪৬.১০
২। বেসরকারী খাত			+১,৮১৮.৪০
৩। মেয়াদী আমানত (বৃদ্ধি–)			–১,৮৭১.৭০
৪। বৈদেশিক খাত (নীট)			+১,১২১.২০
৫। অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট)			–৭৫০.১০
মোট ঃ			+৮৩৫.০০

* বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানতসহ।

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম–২)

৩.৬। ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম–২) পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৬.৯ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় ১৯৯০–৯১ সালে শতকরা ১২.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,০০৪.৩০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এর মধ্যে, মেয়াদী আমানত শতকরা ১১.৮ ভাগ, তলবী আমানত শতকরা ১২.৯ ভাগ এবং ব্যাংকে বহির্ভূত মুদ্রা শতকরা ১৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এগুলোর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৭.০ ভাগ, ১১.৮ ভাগ এবং ২১.৯ ভাগ। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ব্যাপক অর্থ সরবরাহে মেয়াদী আমানত, তলবী আমানত এবং ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রার অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৭১.২ ভাগ, ১৪.৪ ভাগ এবং ১৪.৪ ভাগ। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এগুলোর তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭১.৪ ভাগ, ১৪.৩ ভাগ এবং ১৪.৩ ভাগ। ৩.৩ নম্বর সারণীতে ১৯৮৯–৯০ ও ১৯৯০–৯১ সালের ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম–২) এবং এর বিভিন্ন উপাদানের পরিবর্তন দেখানো হলো।

সারণী–৩.৩

ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম–২)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	জুন ৩০, ১৯৮৯	জুন ৩০, ১৯৯০	জুন ৩০, ১৯৯১	শতকরা পরিবর্তন	
				১৯৮৯–৯০	১৯৯০–৯১
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	২,৬১৫.৬০	৩,১৮৮.৩০	৩,৬১১.৮০	+২১.৯	+১৩.৩
২। তলবী আমানত*	২,৮৪৫.১০	৩,১৮০.৪০	৩,৫৯১.৯০	+১১.৮	+১২.৯
৩। মেয়াদী আমানত*	১৩,৬১৭.৪০	১৫,৯২৮.৯০	১৭,৮০০.৬০	+১৭.০	+১১.৮
মোট :	১৯,০৭৮.১০	২২,২৯৭.৬০	২৫,০০৪.৩০	+১৬.৯	+১২.১

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে গচ্ছিত অ-তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত তলবী আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

রিজার্ভ মুদ্রা

৩.৭। ১৯৯০–৯১ সালে রিজার্ভ মুদ্রা ২০৯.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৮৪৮.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৫.৫ ভাগ। রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহের মধ্যে আলোচ্য বছরে ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা বৃদ্ধি পায় ৪২৩.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৩ ভাগ, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৫৭২.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.৯ ভাগ। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য বাধ্যতামূলক জমার হার হ্রাসের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ জমার পরিমাণ আলোচ্য বছরে ৩৫৮.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৬ ভাগ হ্রাস পায়; পূর্ববর্তী বছরে যা ২০২.৩০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ৯১–দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল যা ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে চালু করা হয়, বছর শেষে এর স্থিতির পরিমাণ ২৬.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল এ সময়ে ১১৭.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ২৩.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী বছরে যা ৭৩.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। নীট্ বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধি ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তফসিলী ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্জের আকারে বর্ধিত অর্থসংস্থান আলোচ্য বছরে রিজার্ভ মুদ্রা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। ৩.৪ নম্বর সারণীতে রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান এবং উৎস ভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

সারণী-৩.৪

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান ও উৎস ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বার্ষিক পরিবর্তন : বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(−)	
	১৯৯০-৯১	১৯৮৯-৯০
রিজার্ভ মুদ্রা	+২০৯.৪০	+৮৪৮.৫০
	(+৩.৩)	(+১৫.৫)
রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ		
১। ব্যাংক বহির্ভূত মুদ্রা	+৬২৩.৫০	+৫৭২.৭০
	(+১৩.৩)	(+২১.৯)
২। বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ*	−৩৫৮.০০	+২০২.৩০
	(−১৩.৬)	(+৮.৪)
৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল	+১১৭.৯০	+৭৩.৫০
	(+২৩.৩)	(+১৭.০)
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নগদ জমা	(০)	(০)
৫। ৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের** স্থিতির পরিমাণ	+২৬.০০	(০)
রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ		
১। সরকারী খাতে প্রদত্ত নীট্ ঋণ	−০.৬০	+৬৬২.৩০
	(−০.০৪)	(+৭০.২)
২। তফসিলী ব্যাংকসমূহকে দেয়া কর্জ	+১৮.০০	+৭৮৪.৬০
	(+০.৫)	(+২৫.০)
৩। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেয়া কর্জ	+৪.৫০	−৫.৭০
	(+০.৫)	(−০.৬)
৪। নীট্ বৈদেশিক সম্পদ	+১,৪০২.১০	−৭২১.১০
	(+৫২৯.৩)	(−১৫৮.১)
৫। বিবিধ	−১,২১৪.৬০	+৯৮.৪০
	(−২,২১৬.৪)	(+২২৫.৭)

* ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং এ্যাকাউন্টে জমাসহ।

** ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে এ বিল চালু করা হয়।

নোট : বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

অর্থের আয়–গতি

৩.৮। অর্থের আয়–গতি (মোট দেশজ উৎপাদন ÷ ব্যাপক অর্থ সরবরাহ) হ্রাস/বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতি ও দেশজ উৎপাদনের উপর প্রভাব রাখে। অর্থের আয়–গতি বৃদ্ধি পেলে দেশে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা থাকে এবং সে প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। অর্থ সরবরাহ এবং আয়–গতির প্রক্ষেপণের মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার প্রক্ষেপণ করা যায়। অর্থের আয়–গতি অন্যান্য অর্থনৈতিক চলক ছাড়াও সুদের হারের সাথেও জড়িত। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে আমানতের উপর সুদের হারের পরিবর্তনের ফলে আয়–গতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯০–৯১ সালে অর্থের আয়–গতি পূর্ববর্তী বছরের ৩.৩১ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.২৩–এ দাঁড়ায়। ৩.৫ নম্বর সারণীতে অর্থের আয়–গতি দেখানো হলো।

সারণী–৩.৫

অর্থের আয়–গতি

(কোটি টাকায়)

বছর/বিবরণ	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন*	ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম–২)	অর্থের আয়–গতি (২ ÷ ৩)
১	২	৩	৪
১৯৮৯–৯০	৭৩,৭৫৭	২২,২৯৭.৬০	৩.৩১**
১৯৯০–৯১	৮০,৭৪৯ সা	২৫,০০৪.৩০	৩.২৩ সা

* উৎস ঃ পরিকল্পনা কমিশন। ** সংশোধিত। সা = সাময়িক।

অভ্যন্তরীণ ঋণ

৩.৯। ১৯৯০–৯১ সালে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ২,৩৩৫.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ১০.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫,৩৬৮.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ১৮.৯ ভাগ। বেসরকারী খাত, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও সরকারী খাতে ঋণ বৃদ্ধি যথাক্রমে ১,৮১৮.৪০ কোটি টাকা (১১.৪%), ৩৪৬.১০ কোটি টাকা (৬.৯%) ও ১৭১.১০ কোটি টাকা (৮.৫%) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। পূর্ববর্তী বছরে সরকারী খাত, বেসরকারী খাত ও রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে যথাক্রমে শতকরা ৪৬.৯ ভাগ, ১৯.৮ ভাগ এবং ৮.২ ভাগ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাংক ঋণ

৩.১০। ১৯৯০-৯১ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত) স্থিতির পরিমাণ ২,৩১০.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংক ঋণের স্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ৩,১৯৩.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে ব্যাংক ঋণের উপাদানসমূহের মধ্যে আগামসমূহ বৃদ্ধি পায় ২,২১৬.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৬ ভাগ এবং ক্রয়কৃত ও বাট্টাকৃত বিলসমূহ বৃদ্ধি পায় ৯৪.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৭.২ ভাগ। ব্যাংক ঋণের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৩.৬

ব্যাংক ঋণ@

(কোটি টাকায়)

তারিখ	আগামসমূহ	বিলসমূহ	মোট ঋণ	মোট ব্যাংক ঋণে আগামসমূহের শতকরা অংশ	মোট ব্যাংক ঋণে বিলসমূহের শতকরা অংশ
জুন ৩০, ১৯৯০	১৯,০৪১.৬০	৫৪৬.৫০	১৯,৫৮৮.১০	৯৭.২	২.৮
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯০	১৯,১১৫.৭০	৪৪৬.৪০	১৯,৫৬২.১০	৯৭.৭	২.৩
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯০	২০,০৪৯.৯০	৫০১.৭০	২০,৫৫১.৬০	৯৭.৪	২.৬
মার্চ ৩১, ১৯৯১	২০,৩১১.৯০	৫১৯.৫০	২০,৮৩১.৪০	৯৭.৫	২.৫
জুন ৩০, ১৯৯১	২১,২৫৮.১০	৬৪০.৭০	২১,৮৯৮.৮০	৯৭.১	২.৯

@ বৈদেশিক বিল ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।

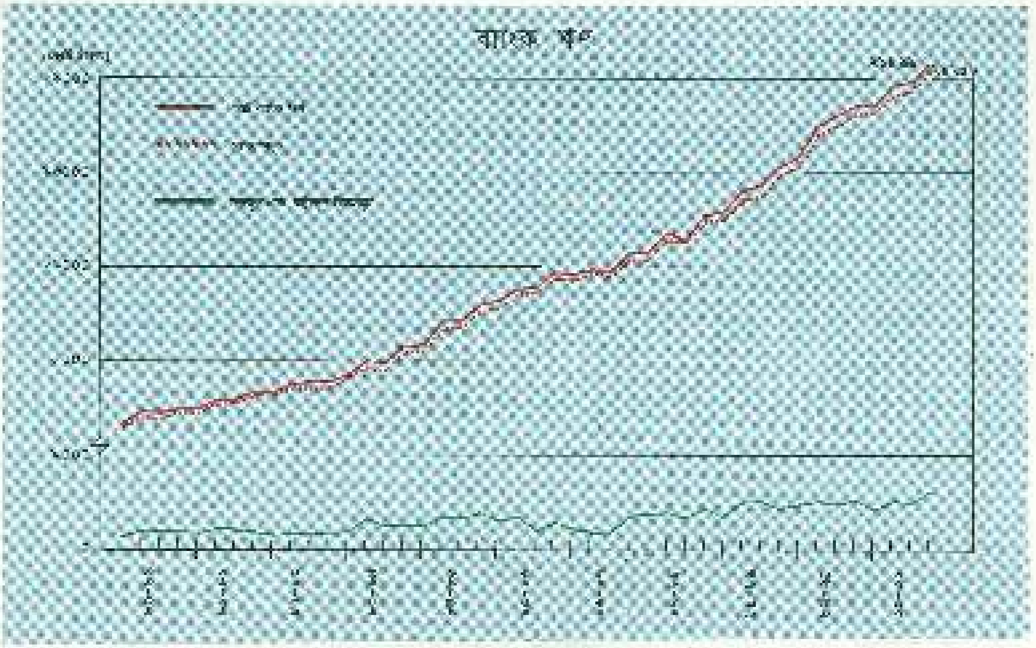

ব্যাংক আমানত

৩.১১। ১৯৯০–৯১ সালে ব্যাংকে আমানত (আন্তঃব্যাংক লেনদেন ও সরকারী আমানত ব্যতীত) ২,২৮২.৮০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী বছরে ব্যাংকে আমানত বৃদ্ধির

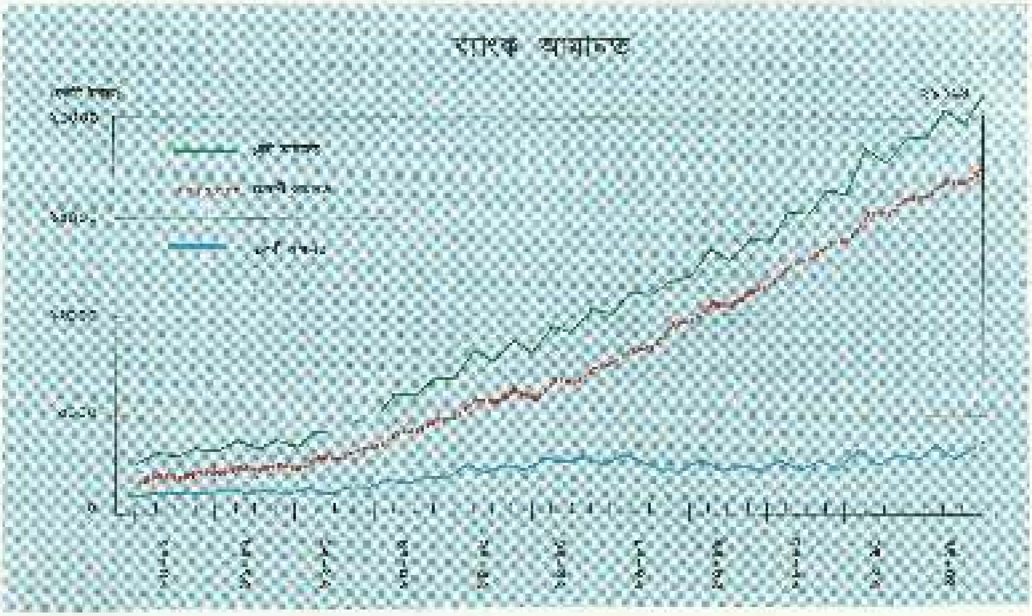

পরিমাণ ছিল ২,৬৪৬.৯০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৬.১ ভাগ। আলোচ্য বছরে মোট ব্যাংক আমানতের মধ্যে তলবী আমানত ৪১১.৫০ কোটি টাকা বা শতকরা ১২.৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫৯১.৯০ কোটি টাকায় এবং মেয়াদী আমানত ১,৮৭১.৭০ কোটি টাকা বা শতকরা ১১.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৮০০.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংক আমানতের ত্রৈমাসিক গতিধারা ৩.৭ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী—৩.৭

ব্যাংক আমানত *

(কোটি টাকায়)

তারিখ	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট** আমানত	মোট আমানতে তলবী আমানতের শতকরা অংশ	মোট আমানতে মেয়াদী আমানতের শতকরা অংশ
জুন ৩০, ১৯৯০	৩,১৮০.৪০	১৫,৯২৮.৯০	১৯,১১০.৮০	১৬.৬	৮৩.৪
সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৯০	২,৯২১.৯০	১৬,১৬৯.২০	১৯,০৯২.৪০	১৫.৩	৮৪.৭
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯০	৩,৫৭৮.৭০	১৬,৮৪৭.৫০	২০,৪২৭.৩০	১৭.৫	৮২.৫
মার্চ ৩১, ১৯৯১	৩,০৬০.৫০	১৬,৭৮৭.১০	১৯,৮৪৮.৭০	১৫.৪	৮৪.৬
জুন ৩০, ১৯৯১	৩,৫৯১.৯০	১৭,৮০০.৬০	২১,৩৯৩.৬০	১৬.৮	৮৩.২

* ব্যাংকসমূহে গচ্ছিত সরকারী আমানত এবং আন্তঃব্যাংক লেনদেন বাদে।

** নিয়ন্ত্রিত আমানত (Restricted Deposit) সহ।

শহর ও পল্লী এলাকায় আগাম ও আমানত

৩.১২। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে মোট আমানতে পল্লী এলাকায় আমানতের অংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় শতকরা ২১.২ ভাগ। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ২০.৩ ভাগ। মোট আগামসমূহের মধ্যে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত আগামসমূহের অংশ ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষের শতকরা ২৩.২ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালের জুন শেষে শতকরা ২৪.০ ভাগে এবং পরবর্তীতে কৃষি ঋণ প্রবাহে মন্থরতার কারণে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর শেষে তা হ্রাস পেয়ে শতকরা ২৩.৪ ভাগে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর শেষে পল্লী এলাকায় প্রদত্ত আগাম এবং সংগৃহীত আমানতের স্থিতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৯২৫.৭৭ কোটি টাকা এবং ৪,৬২৪.৪২ কোটি টাকা, ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর শেষে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,২৫৪.৯৪ কোটি টাকা ও ৩,৯৭৭.৯৬ কোটি টাকা। ৩.৮ নম্বর সারণীতে শহর ও পল্লী এলাকায় ব্যাংক আগাম ও ব্যাংক আমানতের শতকরা হার দেখানো হলো।

সারণী–৩.৮

শহর ও পল্লী এলাকায় ব্যাংক আগাম ও ব্যাংক আমানতের শতকরা হার

তারিখ	আগামের শতকরা হার		আমানতের শতকরা হার	
	পল্লী	শহর	পল্লী	শহর
জুন ৩০, ১৯৮৭	২৩.২	৭৬.৮	১৯.১	৮০.৯
জুন ৩০, ১৯৮৮	২৩.১	৭৬.৯	১৯.৭	৮০.৩
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮৮	২৩.১	৭৬.৯	২০.৪	৭৯.৬
জুন ৩০, ১৯৮৯	২৪.০	৭৬.০	২০.০	৮০.০
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৮৯	২৩.২	৭৬.৮	২০.৩	৭৯.৭
জুন ৩০, ১৯৯০	২৪.০	৭৬.০	২০.৪	৭৯.৬
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯০	২৩.৪	৭৬.৬	২১.২	৭৮.৮

ঋণ/আমানত অনুপাত

৩.১৩। তফসিলী ব্যাংকসমূহের ঋণ/আমানত অনুপাত (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড বাদে) ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর শেষে একই সালের ৩০শে জুনের ০.৮২* –তে অপরিবর্তিত ছিল। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর শেষে এ অনুপাত ০.৮১–এ হ্রাস পায়, কিন্তু ১৯৯১ সালের ৩১শে মার্চ ০.৮৫–এ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১ সালের জুন শেষে এ অনুপাত পুনরায় হ্রাস পেয়ে ০.৮২–এ দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহের কর্জ

৩.১৪। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত কর্জের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ৪,১১৭.৭০ কোটি টাকা থেকে ৫৭.৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৪,১৭৫.২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত, বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিতব্য জমা ও নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় আগাম ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ বেশী হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে তাদের গৃহীত কর্জের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

---

* সংশোধিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জমা এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিল

৩.১৫। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে তফসিলী ব্যাংকসমূহের গচ্ছিত জমার পরিমাণ ১০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২,১৩৬.৯০ কোটি টাকায় এবং তাদের নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ১১৭.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৩.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ব্যাংক রেট

৩.১৬। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংক রেট বার্ষিক শতকরা ৯.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে।

১৯৯০-৯১ সালে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

৩.১৭। একটি বাজারমুখীন প্রতিযোগিতামূলক অর্থ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাংক ব্যবস্থার অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক খাতের নীতি নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনের জন্য ১৯৮৯-৯০ সালে যে "আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচী" (Financial Sector Reform Programme) গ্রহণ করা হয়, ১৯৯০-৯১ সালে তার বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বছরে আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হয়।

(ক) ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রবর্তনের পর আলোচ্য বছরে সুদের হারের ক্ষেত্রে দু'টি ষান্মাসিক পর্যালোচনা করা হয়। মূল্যস্ফীতির নিরিখে এবং সুদের "ছায়া বাজার হার" (shadow lending rate) বিবেচনায় রেখে উক্ত পর্যালোচনায় আগাম ও আমানতের উপর নির্ধারিত সুদের পরিসীমাসমূহের (interest rate bands) সামান্য সমন্বয় সাধন করা হয়। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহে ঋণের বিপরীতে প্রদেয় ভর্তুকির হারসমূহও কিছুটা কমিয়ে আনা হয়। এ ছাড়া, নির্ধারিত পরিসীমাসমূহের মধ্যে ব্যাংকসমূহকে তাদের স্বনির্ধারিত সুদের হারসমূহ প্রতি পঞ্জিকা মাসে একবার পরিবর্তন/পুনঃনির্ধারণের সুযোগ দেয়া হয়;

(খ) অর্থ-ব্যবস্থাপনায় অধিকতর নমনীয়তা আনয়ন ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে "৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল" প্রবর্তন করা হয়;

(গ) ব্যাংক পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানমূলক কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও চালু রাখা হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষক নিয়োগ এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনার মানদন্ড নির্ধারণের জন্য গঠিত "হিসাব ও নিরীক্ষা কমিটি" তাদের সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। এ ছাড়া, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বিভাগে একটি আলাদা "ইউনিট" গঠন করা হয়;

(ঘ) ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে বহু সংখ্যক খেলাপী ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে "অর্থ ঋণ আদালতে" মামলা দায়ের করা হয়। এ ছাড়া, আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ১৯৯১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে কার্যকরভাবে নতুন "ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১" প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয়;

(ঙ) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর একশ' বৃহৎ খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের ঋণ আদায় এবং তাদের ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বিতরণকৃত "নতুন ঋণ" আদায় পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণকরণের ব্যবস্থা করা হয়;

(চ) তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, যথা- সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংক-এর ১৯৮৯ সালের বার্ষিক হিসাব (Annual Account) অনুসারে আবশ্যকীয় প্রভিশনের ঘাটতি পূরণ এবং তাদের মূলধন মোট আমানতের শতকরা ৫ ভাগে উন্নীতকরণের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের যোগান (Provision of additional assets) হিসেবে সরকার কর্তৃক উক্ত ব্যাংকগুলোর অনুকূলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিশেষ বন্ড ইস্যু করা হয় এবং

(ছ) আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউ এস এ আই ডি'র আর্থিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সুদের হার নীতি

৩.১৮। ১৯৯০-৯১ সালে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীলকরণ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদের হারের সুবিবেচনা সম্মত ও সতর্ক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে প্রবর্তিত সুদের হারের ক্ষেত্রে যে সব সমন্বয়মূলক পরিবর্তন কার্যকর করা হয়, তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো।

(১) ঋণের উপর সুদের হার

ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন খাতের জন্য নির্ধারিত সুদের পরিসীমাসমূহের (bands; যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ষান্মাসিক ভিত্তিতে পুনঃ নির্ধারণযোগ্য) মধ্যে ব্যাংকসমূহকে জুলাই, ১৯৯০ এর পরে প্রয়োজনবোধে মাসে মাত্র একবার সুদের হারের পরিবর্তন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে কোন পরিসীমা দেয়া হয়নি, সে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সুদ হার পরবর্তী ৬ মাসের জন্য বলবৎ থাকবে। ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ হতে কার্যকর নতুন সুদ নীতির আওতায় ঋণ কার্যক্রমকে যে ১২টি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে জুলাই, ১৯৯০ হতে তার মধ্যে কয়েকটির নির্ধারিত সুদের হারের পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত খাতসমূহের অবস্থা নিম্নে দেয়া হলো।

পরিবর্তিত খাতসমূহ	১-১-৯০ থেকে ৩০-৬-৯০ পর্যন্ত কার্যকর পরিসীমা	১-৭-৯০ থেকে ৩১-১২-৯০ পর্যন্ত কার্যকর পরিসীমা	১-১-৯১ থেকে ৩০-৬-৯১ পর্যন্ত কার্যকর পরিসীমা
১। বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প	শতকরা ১৩.০০–১৭.০০ ভাগ	শতকরা ১২.৫০–১৬.৫০ ভাগ	শতকরা ১২.৫০–১৬.৫০ ভাগ
২। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	শতকরা ৮.০০–১১.০০ ভাগ	শতকরা ৮.০০–১১.০০ ভাগ	শতকরা ৮.৫০–১১.৫০ ভাগ
৩। অন্যান্য রপ্তানী	শতকরা ৮.০০–১১.০০ ভাগ	শতকরা ৮.০০–১১.০০ ভাগ	শতকরা ৮.৫০–১১.৫০ ভাগ
৪। অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	শতকরা ৮.০০–১৩.০০ ভাগ	শতকরা ৮.০০–১৩.০০ ভাগ	শতকরা ৮.০০–১৪.০০ ভাগ
৫। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ	শতকরা ১৮.০০ ভাগ (সর্বোচ্চ)	শতকরা ১৮.০০ ভাগ (সর্বোচ্চ)	শতকরা ১৮.৫০ ভাগ (সর্বোচ্চ)

অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারের পরিসীমায় আলোচ্য বছরে কোন পরিবর্তন না হওয়ায় তা ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখের পরিসীমায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

(২) আমানতের উপর সুদের হার

আমানতের ক্ষেত্রেও ব্যাংকসমূহকে জুলাই, ১৯৯০ এর পর থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী মাসে একবার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদের হারের পরিসীমার মধ্যে সুদের হার পরিবর্তন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর ফলে, ব্যাংকসমূহ আমানতের

প্রকারভেদে তাদের ব্যবসায়িক মূল্যায়ন অনুযায়ী নিজ নিজ সুদের হার স্থির করতে পারবে। ১৯৯০-৯১ সালের প্রথমার্ধের জন্য সঞ্চয়ী আমানতের উপর সুদের হারের পরিসীমা ১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ তারিখে প্রবর্তিত শতকরা ৮.৫০ — ১২.০০ ভাগের স্থলে শতকরা ৮.২৫ — ১১.৭৫ ভাগে এবং স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে উক্ত পরিসীমা শতকরা ১০.৫০ — ১৪.২৫ ভাগ হতে শতকরা ১০.০০ — ১৩.৭৫ ভাগে নির্ধারণ করা হয়েছে। ১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ তারিখ হতে পরবর্তী ছয় মাসের জন্য স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে উক্ত পরিসীমা অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে, সঞ্চয়ী আমানতের ক্ষেত্রে তা শতকরা ৮.০০ — ১১.৫০ ভাগে স্থির করা হয়েছে।

(৩) ব্যাংকসমূহের জন্য সুদ ভর্তুকি

১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ হতে কার্যকর নতুন সুদ নীতিতে অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক যে সুদ ভর্তুকি ব্যাংকসমূহকে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে; ১৯৯০-৯১ সালে নির্দিষ্ট খাতের বিপরীতে উক্ত ভর্তুকির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়েছে। ভর্তুকি হ্রাসকৃত খাতসমূহের পরিবর্তিত অবস্থা নিম্নে দেয়া হলো।

(শতকরা হিসেবে)

ভর্তুকি হ্রাসকৃত খাতসমূহ	১-১-৯০ থেকে ৩০-৬-৯০ পর্যন্ত কার্যকর ভর্তুকির হার	১-৭-৯০ থেকে ৩১-১২-৯০ পর্যন্ত কার্যকর ভর্তুকির হার	১-১-৯১ থেকে ৩০-৬-৯১ পর্যন্ত কার্যকর ভর্তুকির হার
১। কৃষি	১.১	১.০	১.০
২। চলতি মূলধন	৪.১	৩.০	৩.০
৩। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	২.৬	২.৫	২.০
৪। অন্যান্য রপ্তানী	২.৬	২.৫	২.০
৫। ক্ষুদ্র শিল্পে মেয়াদী ঋণ	৪.৬	৩.৫	৩.৫
৬। অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী	২.৬	২.৫	১.৫

৩.১৯। নতুন সুদনীতির আওতায় ১৯৯০-৯১ সালে কার্যকর সুদের হারের পরিসীমাসমূহ এবং নির্বাচিত খাতসমূহে প্রদেয় সুদ ভর্তুকির হারসমূহ পরিশিষ্টের ৯(ক) নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

তফসিলী ব্যাংকসমূহের নগদ অর্থ এবং তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতার হারসমূহ

৩.২০। আলোচ্য বছরের ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯১ হতে তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ অর্থ সংরক্ষণের হার এবং তাদের জন্য আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা মোট আমানত দায়ের যথাক্রমে শতকরা ১০ ভাগ ও ২৫ ভাগ হতে হ্রাস করে শতকরা ৯ ভাগ ও ২৪ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯১ হতে উক্ত হার পুনরায় যথাক্রমে শতকরা ৮ ভাগ ও ২৩ ভাগে হ্রাস করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকের নগদ অর্থ সংরক্ষণের হার শতকরা ৫.০ ভাগে স্থির রাখা হয় এবং তাদেরকে আইনানুগ তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতা হতে অব্যাহতি প্রদানের সুবিধা আলোচ্য বছরেও অপরিবর্তিত থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের তরল সম্পদ সংরক্ষণের আবশ্যকতাও আলোচ্য বছরে শতকরা ১০.০ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে। তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত ৫ শতাংশের অতিরিক্ত নগদ অর্থের উপর শতকরা ৮.৫ ভাগ হারে সুদ প্রদান আলোচ্য বছরেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। ইসলামী নীতিতে পরিচালিত ব্যাংকদ্বয়ের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শতকরা ৮.৫ ভাগ হারে মুনাফা প্রদানের ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও বিদ্যমান রয়েছে।

ডিপোজিট পেনশন স্কীম

৩.২১। ১৯৯০-৯১ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহসহ কতিপয় বেসরকারী ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণ করে। এ স্কীমের আওতায় আমানতের বছর-ওয়ারী স্থিতির পরিমাণ ৩.৯ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৩.৯

ডিপোজিট পেনশন স্কীমের আওতায় আমানতের স্থিতি

(কোটি টাকায়)

তারিখ	স্থিতির পরিমাণ	পরিবর্তন
জুন ৩০, ১৯৮৭	২৫৫.৮০	-
জুন ৩০, ১৯৮৮	৩৯১.১৯	+১৩৫.৩৯ (+৫২.৯৩)
জুন ৩০, ১৯৮৯	৫৬৮.৩৭	+১৭৭.১৮ (+৪৫.২৯)
জুন ৩০, ১৯৯০	৭৯৬.০৫	+২২৭.৬৮ (+৪০.০৬)
ডিসেম্বর ৩১, ১৯৯০	৯৫৪.৯৩	+১৫৮.৮৮ (+১৯.৯৬)
জুন ৩০, ১৯৯১	১,০৩৬.০০	+৮১.০৭ (+৮.৪৯)

দ্রষ্টব্য ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

ঋণ নীতি

৩.২২। অর্থ-ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃংখলা আনয়নের মাধ্যমে অর্থ সরবরাহ নিরাপদ সীমায় রেখে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও প্রকৃত আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকের সীমিত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯০-৯১ সালে দেশের অর্থ ও ঋণ নীতি পরিচালিত হয়। এ লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে দেশের ঋণ নীতি ও ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হলো ঃ

(ক) ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতির উন্নতি ও ঋণ তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ব্যাংকসমূহের বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষিতব্য নগদ জমার হার ও তরল সম্পদ রক্ষণের আবশ্যকতা হ্রাস করা হয়েছে। এ হার ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখ থেকে পূর্ববর্তী শতকরা ১০ ভাগ ও শতকরা ২৫ ভাগ থেকে কমিয়ে যথাক্রমে শতকরা ৯ ভাগ ও শতকরা ২৪ ভাগে নির্ধারণ করা হয়। ২৫শে এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখ থেকে এ হার আরও কমিয়ে যথাক্রমে শতকরা ৮ ভাগ ও শতকরা ২৩ ভাগে নির্ধারণ করা হয়;

(খ) আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর অধীনে ব্যাংকসমূহের ঋণ শৃংখলা জোরদারকরণ, আদায় পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং আর্থিক ভিত সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে ঋণ শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের স্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনের হিসাব সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ এর স্থিতির উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় শ্রেণীবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে;

(গ) দেশের মুদ্রানীতিতে গতিশীলতা আনয়ন এবং আর্থিক বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরের ডিসেম্বর মাস হতে '৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' প্রবর্তন করা হয়;

(ঘ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ভর্তুকির পরিমাণ আলোচ্য বছরে কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে;

(ঙ) ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ঋণ শৃংখলা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর অধীনে খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের তালিকা প্রকাশ করা হয় এবং ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং

(চ) আলোচ্য বছরে উদার আমদানী নীতির আওতায় শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল এবং ভোগ্যপণ্য আমদানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমদানী ঋণপত্র খোলার বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত মার্জিনের হার বহুলাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ

৩.২৩। ১৯৯০–৯১ সালে ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিয়ে বর্ণিত হলো।

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রবর্তন

মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ অনুসরণে কার্যকর ভূমিকা পালনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ এর ১৬ নম্বর ধারার ১৩(এ) উপ–ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কারিগরি সহায়তায় '৯১–দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল' প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হবার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত '৯১–দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলে'র ৭টি মাসিক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সব নিলামে সর্বমোট ২৭১.৬০ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের বিলের জন্য দরপত্র পাওয়া যায় এবং সর্বমোট ৭২.২০ কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের বিলের জন্য দরপত্র গৃহীত হয়। মাসিক নিলামসমূহে গৃহীত দরপত্রের বিপরীতে ইস্যুকৃত বিলের বিপরীতে ক্রেতাগণের গড় ভারীত বাট্টা আয়ের হার ছিল বার্ষিক শতকরা ৮.৮ ভাগ থেকে শতকরা ৯.৭ ভাগ। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে অভিহিত মূল্যে '৯১–দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলে'র স্থিতির পরিমাণ ছিল ২৬.০০ কোটি টাকা। নিচে '৯১–দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিলে'র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

(১) ৯১–দিন মেয়াদী এ বিল সর্বনিম্ন ১০ লক্ষ টাকা অথবা তার যে কোন গুণকের জন্য বাট্টাকৃত মূল্যে ইস্যু করা হয়। বাট্টার হার নিলামের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। টেন্ডার পদ্ধতিতে প্রথম পর্যায়ে মাসিক ভিত্তিতে এ বিল বিক্রয় করা হয়;

(২) বাংলাদেশে বসবাসরত যে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, কর্পোরেট বডি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ বিল ক্রয় করতে পারে। অথরাইজড্ ডিলার হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গ্রাহকদের পক্ষেও এ বিল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দরপত্র জমা দিতে পারে;

(৩) এ বিল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সকল তফসিলী ব্যাংক অথরাইজড্ ডিলার হিসেবে গণ্য হবে। এ সব অথরাইজড্ ডিলার তাদের গ্রাহকদের পক্ষে দরপত্রে অংশগ্রহণ এবং বিলে বিনিয়োগকৃত অর্থ সংরক্ষণ করতে পারে এবং

(৪) এ বিল শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল শাখায় ইস্যু ও পরিশোধ করা হয়।

(খ) <u>অর্থ ঋণ আদালতে দায়েরকৃত মামলা প্রসংগে</u>

অনাদায়ী ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অর্থ ঋণ আদালত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে ঋণ আদায়ের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার, অন্য আদালত হতে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা স্থানান্তর, নতুন মামলা দায়ের এবং দায়েরকৃত মামলা যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়। এ সকল কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক ও প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপরোক্ত কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আলোচ্য বছরে অর্থ ঋণ আদালতে মোট ১৬,৫০০ সংখ্যক মামলা দায়ের ও ১,৪১৫টি মামলার নিস্পত্তি করা হয়েছে।

(গ) <u>সড়ক পরিবহন খাতে ঋণদান সংক্রান্ত নীতিমালা</u>

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি কর্তৃক ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা সনদ প্রদান করা হলে এবং ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ী ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতার যৌথ মালিকানায় রেজিষ্ট্রি করা হলে অতিরিক্ত জামানত ছাড়াই বাস, মিনিবাস, ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে, সকল ক্ষেত্রেই ব্যাংক ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত যানবাহন জামানত হিসেবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) <u>পৌর এলাকায় গৃহ নির্মাণ সুদের হার</u>

পৌর এলাকায় বাণিজ্যিক ভবনের জন্য ঋণও গৃহায়ণ ঋণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে গৃহনির্মাণ এর বিপরীতে সুদের হার (১২%-১৫%) উল্লিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে।

ঙ) ১৯৯০-৯১ সালে লবণ উৎপাদনকারীদেরকে ঋণ বিতরণ

১৯৯০-৯১ মৌসুমে লবণ উৎপাদনকারীদের জমি প্রস্তুতকরণ ও বাঁধ তৈরির জন্য প্রতি একরে সর্বোচ্চ ৪,০০০.০০ টাকা হিসেবে প্রতি ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ১০,০০০.০০ টাকা ঋণ বিতরণের নিমিত্তে পূর্বতন ঋণগ্রহণকারীদেরকে ৮০% বকেয়া ঋণ পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে ও নতুন ঋণগ্রহীতাকে প্রকৃত লবণ উৎপাদনকারী কিনা তা যাচাই সাপেক্ষে ১২%-১৫% সুদের হারে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লবণ ঋণ বিতরণে সঠিকভাবে প্রকৃত উৎপাদনকারী নিরূপণ ও ঋণ আদায় নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের অনুরূপ "পাশ বই" পদ্ধতি অনুসরণ করছে।

(চ) বিভিন্ন শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে খাত-ওয়ারী ঋণ নিয়মাচার

বিভিন্ন শিল্পে চলতি মূলধন ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে একটি অভিন্ন খাত-ওয়ারী ক্রেডিট নিয়মাচার প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক আরও ২৩টি খাতের জন্য ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত নিয়মাচারগুলো চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতসমূহে চলতি মূলধন সরবরাহের জন্য সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যাবে। উক্ত নিয়মাচারগুলো সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।

(ছ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ গ্রহণসীমা প্রসংগে

বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রিত উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তাদের সর্বশেষ নিরীক্ষিত স্থিতিপত্রে দেখানো অপরিশোধিত মূলধন, রিজার্ভ, অবন্টনকৃত মুনাফা ও অপ্রেরিত লভ্যাংশের সর্বোচ্চ ১৪০% হারে স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হয়েছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ হতে ব্যাংকসমূহকে ব্যাংকিং নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা স্থানীয় মুদ্রায় প্রদান করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(জ) শিল্প ঋণ মঞ্জুরী ক্ষমতা

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ/সংস্থার শিল্প প্রকল্প অনুমোদন ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূল্যের স্থানীয় পুঁজি সংবলিত প্রকল্পসমূহ এবং বিনিয়োগ বোর্ডের বিনিয়োগ কমিটিকে অবাধ তালিকায় রিসিক, বেপজা ও অন্যান্য শিল্প অনুমোদন ক্ষমতা প্রাপ্ত সংস্থার আওতাধীন শিল্প ব্যতীত ৩০ কোটি টাকা প্রকল্পমূল্য পর্যন্ত স্থানীয় ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সংবলিত সকল প্রকল্প অনুমোদন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

(ঝ) ঋণ হিসেবে দন্ডসুদ প্রয়োগ প্রসংগে

ঋণ হিসেবে দন্ডসুদের হিসাবায়ন প্রসংগে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, অ-শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের উপর আরোপিত দন্ডসুদ স্থগিত হিসেবে নেয়া হবে। পরবর্তীতে আদায় হলে উক্ত সুদকে আয় হিসেবে নেয়া হবে এবং অবলোপন করলে তা স্থগিত সুদ হিসাব থেকেই অবলোপন করতে হবে।

(ঞ) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সেচযন্ত্র বিক্রয় প্রসংগে

ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে সেচযন্ত্র বিক্রয় জোরদার করার লক্ষ্যে ৫ই জানুয়ারী, ১৯৯১ হতে ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ছাড়াই সেচ যন্ত্র বিক্রয় খাতে তাদের ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রয়োজনবোধে কর্মসূচীর চেয়ে বাড়ানোর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে, সেচ যন্ত্রপাতি খাতে তাদের মোট বর্ধিত কর্মসূচীর পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংককে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।

(ট) ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শৃংখলা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য পালনীয় সিদ্ধান্তসমূহ

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে শৃংখলা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সকল তফসিলী ব্যাংকসমূহের জন্য নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে।

(১) বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত ঋণগ্রহীতাদেরকে কোন ঋণ সুবিধা দেয়া যাবে না;

(২) ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়েরে ত্বরান্বিত করতে হবে;

(৩) কোন খেলাপী ঋণগ্রহীতাকে কোন বেসরকারী ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে রাখা জনস্বার্থের পরিপন্থী। যে সমস্ত পরিচালক খেলাপী ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন, ব্যাংক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে;

(৪) ব্যাংকের কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা ব্যাংকিং কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৭(১) ও ২৭(২) ধারা লংঘন করে থাকলে লংঘনের বিবরণসহ একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে যথাশীঘ্র প্রেরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং

(৫) রুগ্ন শিল্প পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট প্রকল্পের আওতার বাইরে শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে কোন রেহাই দেয়া এবং বাণিজ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ও গৃহীত জামানতের পূর্ণ রূপান্তরণ, বিক্রয় বা নিলাম করা ব্যতীত কোন ঋণের অবসায়ন এবং অব্যাহতি প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তফসিলী ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(ঠ) <u>আমদানী-উত্তর ঋণ সুবিধা প্রসংগে</u>

২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত আমদানীকারকদের আমদানীকৃত মালামাল দ্রুত খালাস করার লক্ষ্যে আমদানীকারকদের অনুকূলে অতিরিক্ত আমদানী-উত্তর ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তফসিলী ব্যাংকসমূহকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পণ্যের সরবরাহ, ব্যাংক গ্রাহকদের আমদানীকৃত সংশ্লিষ্ট পণ্যের মজুদ এবং মূল্য পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে উক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করার জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(ড) <u>বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে মজুত ব্যাঙের পা রপ্তানী</u>

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ব্যাঙের পা অরপ্তানীকৃত থাকার প্রেক্ষিতে ব্যাঙের পা রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখ পর্যন্ত ধৃত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত সর্বমোট ২৮টি প্রতিষ্ঠানের নিকট মজুত ১০.৮৯ লক্ষ

কেজি বা ২৪.০১ লক্ষ পাউন্ড ব্যাঙের পা শুধুমাত্র রপ্তানী করা যাবে। কোন ক্রমেই ব্যাঙের পা এর ক্রয় বা মজুত সৃষ্টির জন্য নতুন কোন ব্যাংকে ঋণ দেয়া হবে না বা নতুন কোন বীমা নেয়া যাবে না। এ ছাড়া, আর কোন ব্যাঙের পা রপ্তানী করা যাবে না।

(ঢ) ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতে অর্জিত সুদের উপর উৎসে কর কর্তন

১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতে অর্জিত সুদের উপর ১০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তনের বিধান কার্যকর করা হয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স স্কীমের আওতায় নন-রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট এবং এডুকেশন ফরেন কারেন্সী একাউন্ট হতে প্রাপ্ত সুদের উপর উক্ত কর প্রযোজ্য নয়। ব্যাংকে আমানতের সুদের ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ হারে উন্নয়ন লেভী আরোপের যে বিধান ছিল তা অর্থ আইন, ১৯৯০ এর মাধ্যমে আনীত সংশোধনী দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

পুনঃঅর্থসংস্থান নীতি

৩.২৪। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন সুদনীতি প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান ব্যবস্থা অবলুপ্ত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধাদি প্রচলিত শর্তাদি সাপেক্ষে একটি সংশোধিত মেট্রিক্স অনুযায়ী ১৯৯০-৯১ সালের জন্যও অব্যাহত রাখা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে অর্থ যোগানের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা প্রচলিত সুদ হারে অব্যাহত রাখা হয়।

পুনঃবাট্টা সুবিধা

৩.২৫। নতুন সুদনীতির আওতায় ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত করে পুনঃবাট্টা সুবিধা চালু করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালেও তা অব্যাহত থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যাংকিং সুবিধাদি ও অর্থসংস্থান

ব্যাংক শাখার সম্প্রসারণ

৪.১। ব্যাংকসমূহের শাখা সম্প্রসারণ কার্যক্রম-এর অধীনে ১৯৯০-৯১ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে মোট ৮২টি নতুন শাখা খোলে, পূর্ববর্তী বছরে নতুন শাখা খোলা হয়েছিল ৮৮টি। ফলে, ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৬২১টিতে। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর সম্প্রসারণের হার হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখা সম্প্রসারণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (রূপালী ব্যাংক লিমিটেডসহ) শাখা পূর্ববর্তী বছরের ২৩টি বৃদ্ধির স্থলে আলোচ্য বছরে ২০টি বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫৬৫টিতে এবং বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর শাখা পূর্ববর্তী বছরের ২৩টি বৃদ্ধির স্থলে ১৩টি বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৫৮টিতে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, বেসরকারী ব্যাংকসমূহের শাখা পূর্ববর্তী বছরের ৪২টি বৃদ্ধির স্থলে আলোচ্য বছরে ৪৯টি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮৭৬টিতে। আলোচ্য বছরে বিদেশী ব্যাংকসমূহ কোন নতুন শাখা না খোলায় শাখার সংখ্যা ২২টিতে অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৯০-৯১ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহ ৪১টি পল্লী শাখা খোলায় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে পল্লী অঞ্চলে মোট ব্যাংক শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৭১০টিতে বা মোট ব্যাংক শাখার শতকরা ৬৬.০ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিদেশে তাদের কোন নতুন শাখা না খোলায় মোট শাখার সংখ্যা ১৩টিতে অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশে বেসরকারী ব্যাংকের সংখ্যা ১০টিতে এবং বিদেশী ব্যাংকের সংখ্যা ৭টিতে অপরিবর্তিত থাকে।

শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা

৪.২। ১৯৯১ সালের জুন শেষে আমানত গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মোট আমানত দায়ে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬২.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬১.২ ভাগে দাঁড়ায়। এ সময়ে আমানত দায়ে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে) অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২২.৪ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৯ ভাগে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩.৩ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩.১ ভাগে দাঁড়ায়; বিদেশী ব্যাংকসমূহের অংশও পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৭.২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে

শতকরা ৭.০ ভাগে দাঁড়ায়; বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪.৮ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৪.৯ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর শেষে মোট ব্যাংক ঋণে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৫২.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৫২.৬ ভাগে দাঁড়ায়; বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এবং আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাদে) অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ১৮.০ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ১৮.৮ ভাগে দাঁড়ায়; ইসলামী ব্যাংকদ্বয়ের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৩.৪ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩.২ ভাগে দাঁড়ায়; বিদেশী ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৬.১ ভাগে অপরিবর্তিত থাকে; বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের অংশ পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ২০.৫ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে শতকরা ১৯.৩ ভাগে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর ও পূর্ববর্তী বছর শেষে শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের তুলনামূলক চিত্র ৪.১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী-৪.১

শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের শতকরা অংশ

শ্রেণী ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ	মোট আমানত * (অন্তঃব্যাংক বাদে)		মোট ব্যাংক ঋণ (অন্তঃব্যাংক বাদে)	
	জুন ৩০, ১৯৯১	জুন ৩০, ১৯৯০	জুন ৩০, ১৯৯১	জুন ৩০, ১৯৯০
১। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৬১.১৮	৬২.২৮	৫২.৬৬	৫২.০১
২। বেসরকারী ব্যাংকসমূহ (ইসলামী ব্যাংকদ্বয় বাদে)	২৩.৯১	২২.৩৬	১৮.৮২	১৭.৯৯
৩। ইসলামী ব্যাংকদ্বয়	৩.০৮	৩.৩০	৩.১৮	৩.৪১
৪। বিদেশী ব্যাংকসমূহ	৬.৯৫	৭.২৪	৬.০১	৬.০৯
৫। বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ	৪.৮৮	৪.৮২	১৯.৩৩	২০.৫০
সর্বমোটঃ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

* সরকারী আমানত অন্তর্ভুক্ত নয়।

৪.৩। ব্যাংকসমূহে সরকারী খাতের মোট আমানতসমূহ ৪.২ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৪.২

ব্যাংকসমূহে সরকারী খাতের আমানতসমূহ

(কোটি টাকায়)

সময় / বছর	তলবী আমানত	মেয়াদী আমানত	মোট আমানত
জুন ৩০, ১৯৮৯	৪২১.৮০	৯৭৫.৭০	১,৩৯৭.৫০
জুন ৩০, ১৯৯০	৪৯৭.০০	৮৭৪.৮০	১,৩৭১.৮০
জুন ৩০, ১৯৯১	৭০৫.৮০	৯৮০.০০	১,৬৮৫.৮০

ব্যাংক পরিদর্শন

৪.৪। বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাভাবিক পরিদর্শন কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯৯০-৯১ সালে তফসিলী ব্যাংকসমূহের ৪৬৩টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, আলোচ্য বছরে তফসিলী ব্যাংকসমূহের ২১টি শাখায় সংক্ষিপ্ত এবং ৬৪৪টি শাখায় বিশেষ পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করা হয়।

অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন

৪.৫। অ-ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী যথাযথভাবে তদারকির মাধ্যমে সার্বিক আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরেও বিনিয়োগ কোম্পানীসমূহের কার্যাবলী পরিদর্শন অব্যাহত রাখা হয়। আলোচ্য বছরে এরূপ ২টি প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান কার্যালয়সহ মোট ২৬টি শাখায় বিশদ পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করা হয়।

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা

৪.৬। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে প্রবর্তিত সুদ নীতির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণের বিপরীতে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত করে প্রবর্তিত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা আলোচ্য বছরেও অনুসৃত হয়। কৃষি খাতে নির্ধারিত সুদ হারে ঋণ প্রদানের বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে নির্দিষ্ট হারে সরকার কর্তৃক সুদ ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধাদি প্রচলিত শর্তাদি সাপেক্ষে একটি সংশোধিত মেট্রিক্স অনুযায়ী ১৯৯০-৯১ সালেও অব্যাহত রাখা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে অর্থ যোগানের

বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান ব্যবস্থা প্রচলিত সুদের হারে অব্যাহত রয়েছে। পুনঃবাট্টা সুবিধার আওতায় তফসিলী ব্যাংকসমূহকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অকৃষি খাতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক রেটে পুনঃবাট্টা সুবিধার আওতায় ঋণ প্রদান এবং নির্ধারিত হারে সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা এতে অন্তর্ভুক্ত আছে। পুনঃবাট্টা সুবিধা হতে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো ঋণ-গ্রহণকারী ব্যাংকের পর্যাপ্ত স্বল্প মেয়াদী তরল সম্পদ সংরক্ষণে সহায়তা দান।

৪.৭। ১৯৯১ সালের জুন শেষে পুনঃবাট্টা সুবিধার আওতায় প্রদত্ত ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮০০.৪১ কোটি টাকা, যা ১৯৯০ সালের জুন শেষে ছিল ১,৯৫১.৯০ কোটি টাকা।

পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা

ডিউটি-ড্র-ব্যাক ক্রেডিট স্কীম (সুদযুক্ত)

৪.৮। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে এ খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.১১ কোটি টাকা, যা ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ছিল ৮.৬৩ কোটি টাকা।

বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (SEZ) অর্থায়ন

৪.৯। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে এ খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৫০ কোটি টাকা, যা ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ছিল ০.৪৮ কোটি টাকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মূলধন বাজার এবং শিল্পে অর্থসংস্থান

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ

৫.১। ১৯৯০-৯১ সালেও ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার বাজারে মন্দাভাব অব্যাহত থাকে। দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রভাবকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য বছরে ১৪টি নতুন কোম্পানী ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়। ফলে, ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৮৯-৯০ সালের ১২১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালের শেষ পর্যন্ত ১৩৫টিতে দাঁড়ায়। এ সমস্ত কোম্পানীর ইস্যুকৃত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৪৩.৯৭ কোটি টাকা। উপরোক্ত কোম্পানী ছাড়াও আলোচ্য বছরে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ছিল ৬টি মিউচুয়াল ফান্ড, যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৯.৫০ কোটি টাকা এবং ৪টি ডিবেঞ্চার, যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ ৮.৫৩ কোটি টাকা।

৫.২। ১৯৯০-৯১ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে মোট ১৪.১৩ কোটি টাকা মূল্যের ২২.৪৯ লক্ষ শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনা-বেচা হয়। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এ পরিমাণ সংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ১৬.৪৪ ভাগ এবং মূল্যের ভিত্তিতে শতকরা ২৪.৭৬ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে ৯টি কোম্পানী জনসাধারণের কাছে বিক্রির জন্য মোট ১৫.৫৯ কোটি টাকা মূল্যের নতুন শেয়ার ইস্যু করে, যা ১৯৮৯-৯০ সালে ১৬টি কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত ২৭.০১ কোটি টাকার শেয়ারের তুলনায় শতকরা ৪২.৩ ভাগ কম।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ

৫.৩। দেশের পুঁজি বাজার উন্নয়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ১৯৯০-৯১ সালেও কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। ১৯৯০-৯১ সালের জুন শেষে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংক) কর্তৃক সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর ডিবেঞ্চারে অর্থসংস্থানের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ৮৬০.৯১* কোটি টাকা থেকে ১৯৯১ সালের জুন শেষে ৮০৯.৬০ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। আলোচ্য বছরে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার সিকিউরিটির জামানতের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট

---

* সংশোধিত।

শেয়ার ও সিকিউরিটিসমূহের অভিহিত মূল্যের (Face value) শতকরা ৮০.০ ভাগ পর্যন্ত অগ্রিম প্রদান অব্যাহত রাখে। ১৯৯১ সালের জুন শেষে শেয়ার ও সিকিউরিটির (সরকারী ও অন্যান্য ট্রাষ্টি সিকিউরিটিসহ) বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রিমের পরিমাণ ১২২.৭৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০১.১৫ কোটি টাকায়, ১৯৯০ সালের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ১৭৮.৩৬ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই, সি, বি)

৫.৪। ১৯৯০–৯১ সালে বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (আই, সি, বি) শেয়ার বিলির দায় গ্রহণ বাবদ ৬.৫০ কোটি টাকা অঙ্গীকার এবং ১০.৭০ কোটি টাকার ডিবেঞ্চার ইস্যুর ট্রাষ্টি হিসেবে কাজ করার সম্মতি প্রদান করে। ১৯৮৯–৯০ সালে আই, সি, বি, ব্রীজ ফিনান্সের জন্য ২.৮৩ কোটি টাকা, শেয়ার বিলির দায় গ্রহণ বাবদ ১.৯২ কোটি টাকা এবং ডিবেঞ্চার বিলির দায় গ্রহণ বাবদ ৪.৫০ কোটি টাকাসহ মোট ৯.২৫ কোটি টাকার অংগীকার প্রদান করেছিল। আই, সি, বি এবং অন্যান্য কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের সম্মিলিত অংগীকার প্রদানের পরিমাণ ১৯৮৯–৯০ সালের ১৩.৭৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০–৯১ সালে (ট্রাষ্টী দায় ব্যতীত) ২০.৫৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯১ সালের জুন শেষে আই, সি, বি এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের মোট অংগীকারের স্থিতি দাঁড়ায় ৬৬.৭৩ কোটি টাকায় (আই, সি, বি ১৭.১১ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ৪৯.৬২ কোটি টাকা)। ১৯৯০ সালের জুন শেষে এর তুলনামূলক পরিমাণ ছিল ৫৫.২০ কোটি টাকা (আই, সি, বি, ১৪.৭৫ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ৪০.৪৫ কোটি টাকা)। সূচনা থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত আই, সি, বি ৩০০টি প্রকল্পের জন্য মোট ১০২.১৫ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদানের অংগীকার করেছে।

৫.৫। ১৯৯০–৯১ সালে আই, সি, বি এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের সম্মিলিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.৬১ কোটি টাকায় (আই, সি, বি ১.৬৪ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ২.৯৭ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। ১৯৮৯–৯০ সালে এ বিনিয়োগের তুলনামূলক পরিমাণ ছিল ৪.৬৯ কোটি টাকা (আই, সি, বি ২.৩৬ কোটি টাকা এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারগণ ২.৩৩ কোটি টাকা)। ১৯৯১ সালের জুন শেষে আই, সি, বি এবং কনসোর্টিয়াম অংশীদারদের মোট বিনিয়োগের স্থিতি দাঁড়ায় ৬০.৭৮* কোটি টাকায়। ১৯৯০ সালের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ৬৬.২৬ কোটি টাকা।

* সাময়িক।

বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি, এস, বি)

৫.৬। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বি, এস, বি) ১৯৯০-৯১ সালে মোট ৬৮টি ঋণ আবেদনপত্র গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের সংখ্যা ছিল ২২১টি। আলোচ্য বছরে শিল্প ব্যাংক ৬১টি প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ৭১.০০ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ৪২.২৯ কোটি টাকাসহ মোট ১১৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করে। পূর্ববর্তী বছরে ১৭২টি* প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ২৭৩.০৭ কোটি টাকা এবং স্থানীয় মুদ্রায় ১৩০.৩৭ কোটি টাকাসহ মোট ৪০৩.৪৪ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ১৯৯০-৯১ সালেও উপরোক্ত ঋণের পুরোটাই ছিল বেসরকারী খাতে শিল্প প্রকল্পের বিপরীতে।

৫.৭। ১৯৯০-৯১ সালে শিল্প ব্যাংক মোট ৮১.৪৭ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করে, যার মধ্যে ৩৯.০৮ কোটি টাকা ছিল বৈদেশিক মুদ্রায় এবং ৪২.৩৯ কোটি টাকা ছিল স্থানীয় মুদ্রায়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও বিতরণকৃত ঋণের পুরোটাই ছিল বেসরকারী খাতের প্রকল্পসমূহে। ১৯৮৯-৯০ সালে শিল্প ব্যাংক মোট ৬৩.১৩ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে, যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্থানীয় মুদ্রার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১.৯০ কোটি টাকা এবং ৩১.২৩ কোটি টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে শিল্প ব্যাংকের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫.২৬ কোটি টাকায়। পূর্ববর্তী বছরে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৪৫.০৭ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৩৭৮.৩৭ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ (৩৯.৮%) শিল্প ব্যাংকের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৯৫০.৭০ কোটি টাকায়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৩২২.৫৮ কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ (৩৯.৬%) এর পরিমাণ ছিল ৮১৪.৬৪ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি, এস, আর, এস)**

৫.৮। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বি, এস, আর, এস) তার পোর্টফোলিওভুক্ত প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। আলোচ্য বছরে বি, এস, আর, এস ৯টি প্রকল্পের পুনর্বাসনকল্পে ৩.৬১ কোটি টাকা ঋণ অনুমোদন করেছে। অনুমোদিত ঋণের মধ্যে ২.৮৬ কোটি টাকা ছিল স্থানীয় মুদ্রায় এবং ০.৭৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায়। ১৯৮৯-৯০ সালে বিতরণকৃত ২০.০২ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে শিল্প ঋণ সংস্থার ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২.৬৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৭১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে ৩২.০৪ কোটি টাকা ছিল স্থানীয় মুদ্রায় এবং ১০.৬৭ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রায়। ১৯৯০-৯১ সালে সংস্থার ঋণ আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৫৮.৫৭ কোটি টাকার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৭০.৯০ কোটি (প্রকল্প হতে ২৫.৮২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য আদায় ৪৫.০৮ কোটি টাকা) টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৪৮২.৫৬ কোটি টাকার (৫৭.১%) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ শিল্প ঋণ সংস্থার মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৮৪৫.১১ কোটি টাকায়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ৩৭৩.৯১* কোটি টাকার (৪৮.৩%) মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণসহ সংস্থার মোট ঋণের স্থিতি ছিল ৭৭৩.৬৫* কোটি টাকা।

---

* সংশোধিত।

** ১৯৯০-৯১ সালের তথ্যাদি সাময়িক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষি ও পল্লী অর্থসংস্থান

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচী

৬.১। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের সর্বাধিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে এ খাতে আলোচ্য বছরে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯০-৯১ ফসল বছরের (অক্টোবর-সেপ্টেম্বর) জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে ১,২৫০.০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ কর্মসূচী ধার্য করা হয়। পরবর্তীতে গভীর/অগভীর নলকূপ ও পাম্পের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং কৃষক সমবায় সমিতি ছাড়াও ব্যক্তিমালিকানায় গভীর নলকূপ বিক্রি করার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে উপরোক্ত কর্মসূচীর আওতায় সেচ যন্ত্রপাতির জন্য প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে ৯০.০০ কোটি টাকা থেকে ১৫০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ফলে, বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে পরিবর্তিত লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১,৩১০.০০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরের কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে ধার্যকৃত ১,৩৫০.০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ পরিমাণ ছিল শতকরা ৩.০ ভাগ কম। আলোচ্য বছরের কর্মসূচীতে ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বাবদ ৬৫০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৪৯.৬ ভাগ), সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য ১৫০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১১.৫ ভাগ), পশুপালন বাবদ ৭৫.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৭ ভাগ) এবং অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের জন্য ৪৩৫.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৩৩.২ ভাগ) ধার্য করা হয়। ১৯৮৯-৯০ ফসল বছরে উপরোক্ত খাতসমূহে ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৯১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫১.২ ভাগ), ৯৮.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৩ ভাগ), ৮০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৫.৯ ভাগ) এবং ৪৮১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৩৫.৬ ভাগ)।

৬.২। বাস্তবায়নাধীন আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে আদায় পরিস্থিতির উন্নতি, ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করা, ঋণ বিতরণে প্রচলিত নিয়মাচার যথাযথভাবে পালন এবং ঋণ কার্যক্রম তদারকির ব্যবস্থা আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বছরে

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ অনুসৃত হয়।

(১) কৃষি ঋণ সম্পর্কিত সকল আদান-প্রদান "কৃষি ঋণ পাশ বই" এর মাধ্যমে সম্পাদনের বাধ্যবাধকতা ১৯৯০-৯১ সালেও অব্যাহত থাকে।

(২) স্বভাবজাত খেলাপী ঋণগ্রহীতাদের নতুন ঋণ পাবার অযোগ্য হিসেবে বিবেচনা অব্যাহত রাখা হয়।

(৩) সারা বছরের কর্মসূচী অনুযায়ী যাতে কৃষি ঋণ বিশেষ করে ফসল ঋণ সময়মত বিতরণ করা সম্ভব হয়, সে লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ দেয়া হয়।

(৪) কৃষি ঋণের আদায় পরিস্থিতির উন্নতি বিশেষ করে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ হ্রাস ও কৃষি ঋণ আদায়ের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা কার্যকরভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

(৫) পরিবর্তিত সুদ নীতির আলোকে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কর্মকান্ডসমূহকে কৃষি ও অকৃষি খাতে ভাগ করা হয়।

(৬) সন্তোষজনক ঋণ আদায় ও বাস্তবিক ঋণ বিতরণ মাত্রা বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় বিতরণকৃত ঋণের জন্য যথানিয়মে পুনঃঅর্থসংস্থান এবং পুনঃবাট্টা সুবিধা অব্যাহত থাকে।

(৭) নতুন আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৮) বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে ফসল উৎপাদন, মৎস্য চাষ, সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে যে কর্মসূচী নির্ধারিত আছে প্রয়োজনবোধে ব্যাংকসমূহ তার অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

(৯) ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ঋণের আদায় পুনঃতফসিলীকরণের ফলে ঋণ পুঞ্জীভূত হওয়ায় যে সকল ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে খেলাপী হয়ে গেছেন সে সব ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ তাদের

নিজস্ব বিবেচনায় অপরিশোধিত ঋণ পুনঃতফসিল করে পুনরায় ঋণ প্রদান করতে পারবে।

(১০) সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষক সমবায় সমিতি ছাড়াও ব্যক্তি মালিকানায় গভীর নলকূপ বিক্রি করা যাবে। এ খাতে ঋণের শর্ত সহজতর করার লক্ষ্যে বন্ধকীকৃত জমির পরিমাণ ৫ (পাঁচ) একরের পরিবর্তে ৩ (তিন) একরে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

(১১) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহযোগিতায় ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতরণ ও ঋণের ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করার উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ে জরীপ কার্য পরিচালনার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়।

(১২) বন্যাজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে দরিদ্র ভূমিহীন চাষী এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণের বোঝা কিছুটা লাঘব করে তাদেরকে উৎপাদনে অধিকতর উৎসাহী করার লক্ষ্যে সরকার ১লা মার্চ, ১৯৯১ তারিখ পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ৫,০০০ টাকা কৃষি ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণ ও সে ঋণের উপর প্রদেয় সুদ কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(১৩) কৃষি ঋণের বৈশিষ্ট্য বিবেচনাপূর্বক সাধারণ সুদের শতকরা ৫০ ভাগ এবং দন্ডসুদের শতকরা ১০০ ভাগ মওকুফের ক্ষমতা ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরেও অব্যাহত থাকে।

কৃষি ঋণ পাশ বই

৬.৩। ১৯৯০-৯১ সালে কৃষি ঋণপ্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪.৪২ লক্ষ নতুন ঋণগ্রহীতাকে কৃষি ঋণ পাশ বই ইস্যু করে। এর মধ্যে, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ০.০৪ লক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১.৯২ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১.৬৩ লক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ০.৫০ লক্ষ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০.৩৩ লক্ষ পাশ বই ইস্যু করে। ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রথম প্রবর্তনের পর থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৭৮.৯২ লক্ষ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে মোট ৫৪.৪১ লক্ষ ঋণগ্রহীতাকে পাশ বই ইস্যু করা হয়। এর মধ্যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৮.২৫ লক্ষ, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১৮.২৩ লক্ষ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ৭.৪৭ লক্ষ, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ৫.৩১ লক্ষ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৫.১৫ লক্ষ পাশ বই ইস্যু করে।

বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ

৬.৪। ১৯৯০-৯১ সালে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৯৫.৬০ কোটি টাকায়, যা ১৯৮৯-৯০ সালে বিতরণকৃত ৬৮৬.৭৮ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৩.৩ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বাবদ ২১৯.৯৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ২৫৭.১৭ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ কম। সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং স্থাপনের জন্য ৩৪.২০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৩৩.৯৮ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ০.৭ ভাগ বেশী। পশুপালনের ক্ষেত্রে ৩৫.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৬৫.৫৯ কোটি টাকা থেকে শতকরা ৪৬.১ ভাগ কম। অপরদিকে, চা-এর জন্য উৎপাদন ঋণসহ মৎস্য ও অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডের জন্য মোট ৩০৬.০৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৩৩০.০৪ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৭.৩ ভাগ কম। বন্যাজনিত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী বছরসমূহে কিছুটা উদারভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু, আলোচ্য বছরে ঋণ নিয়মাচার পালনের উপর বিশেষ জোর দেয়ার ফলে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ঋণ বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পায় বলে প্রতীয়মান হয়।

কৃষি ঋণ আদায়

৬.৫। ১৯৯০-৯১ সালের ৩০শে জুনে ৪,৫৫৬.৬৫ কোটি টাকার আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে ৬২৫.৩২ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩.৭ ভাগ ঋণ আদায় হয়। পূর্ববর্তী বছরে আদায়কৃত ৭০১.৯৪ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বছরে আদায়ের পরিমাণ শতকরা ১০.৯ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে মোট কৃষি ঋণের স্থিতি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৬.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের জুন শেষে ৫,৭০৩.৪৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে কৃষি ঋণের স্থিতির পরিমাণ ছিল ৫,৩৮১.২৯ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ৬৪৯.৪২ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৩,৯৩৩.৭৫ কোটি টাকায় (মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ৬৯.০ ভাগ এবং মোট আদায়যোগ্য ঋণের শতকরা ৮৬.৩ ভাগ) দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে মোট মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,২৮৪.৩৩ কোটি টাকা। ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালে বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তুলনামূলক চিত্র ৬.১ নম্বর সারণীতে উপস্থাপন করা হলো।

সারণী–৬.১

১৯৮৯–৯০ এবং ১৯৯০–৯১ সালের বার্ষিক কৃষি ঋণ কর্মসূচীর তুলনামূলক অবস্থা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৮৯–৯০	১৯৯০–৯১ (সাময়িক)	বার্ষিক পরিবর্তন
১। বিতরণের কর্মসূচী	১,৩৫০.০০	১,৩১০.০০	−৪০.০০ (−২.৯৬)
(ক) ফসলে অর্থসংস্থান (চা ব্যতীত)	৬৯১.০০	৬৫০.০০	−৪১.০০ (−৫.৯৩)
(খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান	৯৮.০০	১৫০.০০	+৫২.০০ (+৫৩.০৬)
(গ) পশুপালন	৮০.০০	৭৫.০০	−৫.০০ (−৬.২৫)
(ঘ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে অর্থসংস্থান (চা ও মৎস্যসহ)	৪৮১.০০	৪৩৫.০০	−৪৬.০০ (−৯.৫৬)
২। প্রকৃত বিতরণ	৬৮৬.৭৮	৫৯৫.৪০	−৯১.৩৮ (−১৩.২৮)
ক) ফসলে অর্থসংস্থান (চা ব্যতীত)	২৫৭.১৭	২১৯.৯৩	−৩৭.২৪ (−১৪.৪৮)
(খ) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থান	৩৩.৯৮	৩৪.২০	+০.২২ (+০.৬৫)
গ) পশুপালন	৬৫.২৯	৩৫.০৮	−৩০.২১ (−৪৬.০৬)
(ঘ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে অর্থসংস্থান (চা ও মৎস্যসহ)	৩৩০.০৪	৩০৬.০৯	−২৩.৯৫ (−৭.২৬)
৩। আদায়যোগ্য ঋণ	৩,৯৮৬.২৭	৪,৫৫৬.৬৫	+৫৭০.৩৮ (+১৪.৩১)
৪। আদায়কৃত ঋণ	৭০১.৯৪	৬২৫.৩২	−৭৬.৬২ (−১০.৯২)
৫। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	৩,২৮৪.৩৩	৩,৯৩৩.৭৫	+৬৪৯.৪২ (+১৯.৭৭)
৬। মোট ঋণের স্থিতি	৫,০৭১.২৯	৫,৭০০.৪৫	+৬২২.১৬ (+৫.৯১)

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

৬.৬। ১৯৯০-৯১ সালে বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ঋণ ছিল ৪৮৭.০৬ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮১.৮ ভাগ, ১৯৮৯-৯০ সালে যার পরিমাণ ছিল ৫১৯.৯৮ কোটি টাকা বা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৭৫.৭ ভাগ। অপরদিকে, ১৯৯০-৯১ সালে মেয়াদী ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সালের ১৬৬.৮০ কোটি টাকার তুলনায় ৫৮.২৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১০৮.৫৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ছিল মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ১৮.২ ভাগ। আলোচ্য বছরে স্বল্প মেয়াদী ফসল ঋণ (চা ব্যতীত) বিতরণের পরিমাণ হ্রাস পায় শতকরা ১৪.৫ ভাগ, কিন্তু চা-এর জন্য বিতরণকৃত উৎপাদন ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ১১.২ ভাগ। সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের জন্য প্রদত্ত মেয়াদী ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে শতকরা ০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। নিম্নের ৬.২ নম্বর সারণীতে মেয়াদ ও প্রকারভেদে কৃষি ঋণ বিতরণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলো।

সারণী-৬.২

কৃষি ঋণ বিতরণের প্রকারভেদ
(স্বল্প মেয়াদী ও মেয়াদী ঋণ)

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১ (সাময়িক)	পরিবর্তনঃ বৃদ্ধি (+); হ্রাস (-)
মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	৬৮৬.৭৮	৫৯৫.৬০	-৯১.১৮
১। স্বল্প মেয়াদী ঋণ	৫১৯.৯৮	৪৮৭.০৬	-৩২.৯২
	(৭৫.৭১)	(৮১.৭৮)	
ক) ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	২৫৭.১৭	২১৯.৯৩	-৩৭.২৪
খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে ঋণ	২৬২.৮১	২৬৭.১৩	+৪.৩২
(১) চা-এর জন্য উৎপাদন ঋণ	১১৫.৯০	১২৮.৮২	+১২.৯২
(২) অন্যান্য ঋণ	১৪৬.৯১	১৩৮.৩১	-৮.৬০
২। মেয়াদী ঋণ	১৬৬.৮০	১০৮.৫৪	-৫৮.২৬
	(২৪.২৯)	(১৮.২২)	
ক) সেচ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ	৩৩.৯৮	৩৪.২০	+০.২২
খ) অন্যান্য কৃষি কর্মকান্ডে ঋণ	১৩২.৮২	৭৪.৩৪	-৫৮.৪৮
(১) পশু পালন খাতে ঋণ	৬৫.৫৯	৩৫.৩৮	-৩০.২১
(২) অন্যান্য ঋণ	৬৭.২৩	৩৮.৯৬	-২৮.২৭

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট ঋণের শতকরা হার নির্দেশক।

৬.৭। ১৯৯০-৯১ সালে মোট বিতরণকৃত কৃষি ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৩.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫১৫.৬০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ১৯৯০-৯১ সালেও কৃষি ঋণের বৃহত্তম উৎস (৫৪.৪%) হিসেবে বিদ্যমান থাকে। তবে, আলোচ্য বছরে এ ব্যাংকের ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৫২.৯৩ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ২৬.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৮.৮২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, এ ব্যাংকের বিতরণকৃত মোট কৃষি ঋণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১৪.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩২৪.১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে কৃষি ঋণের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ। তবে, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ১২.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৮২.১৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের মত আলোচ্য বছরেও ফসল ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ছিল সবচেয়ে বড় উৎস। তবে, আলোচ্য বছরে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত ফসল ঋণ পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১৫৯.৩০ কোটি টাকা থেকে শতকরা ৭.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৪৭.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে মোট কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের অংশ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়ে শতকরা ৬.২ ভাগে দাঁড়ায়। ফসল ঋণের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের অংশ ছিল শতকরা ৬.৬ ভাগ। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ২.২৭ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ১.৯০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১৯.৫ ভাগ বেশী। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও সমবায় ব্যাংক কোন ফসল ঋণ বিতরণ করেনি। ১৯৯০-৯১ সালে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অংশ দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮.৪ ভাগ ও ৮.৮ ভাগ, পূর্ববর্তী বছরে যার তুলনামূলক অংশ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৮.০ ভাগ এবং ১০.৩ ভাগ। সামগ্রিকভাবে, আলোচ্য বছরে মোট কৃষি ঋণ ও ফসল ঋণ বিতরণের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৩.৩ ভাগ ও ১৪.৫ ভাগ হ্রাস পায়। কৃষি ঋণ বিতরণের উৎস ভিত্তিক পরিসংখ্যান ৬.৩ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী–৬.৩

উৎস ভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ	১৯৮৯–৯০		১৯৯০–৯১ (সাময়িক)	
	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)	মোট ঋণ	ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩৭৬.৯৩	৫২.৯৩	৩২৪.১৭	৩৮.৮২
	(৫৪.৮৮)	(২০.৫৮)	(৫৪.৪৩)	(১৭.৬৪)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৪৬.০৮	১৮.৪১	৩৭.০৬	১৪.৪৩
	(৬.৭১)	(৭.১৯)	(৬.২২)	(৬.৫৬)
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২০৭.০৪	১৫৯.৩০	১৮২.১৬	১৪৭.২৪
	(৩০.১৫)	(৬১.৯৪)	(৩০.৫৮)	(৬৬.৯৫)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৫৪.৮৩	২৬.৪৫	৪৯.৯৪	১৯.৪৪
	(৭.৯৮)	(১০.২৯)	(৮.৩৮)	(৮.৮৪)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	১.৯০	নেই	২.২৭	নেই
	(০.২৮)		(০.৩৮)	
মোট ঃ	৬৮৬.৭৮	২৫৭.১৭	৫৯৫.৬০	২১৯.৯৩

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ সংশ্লিষ্ট ঋণদান প্রতিষ্ঠানের শতকরা অংশ নির্দেশক।

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান

৬.৮। ১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নতুন সুদনীতি চালু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ব্যতীত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা অবলুপ্ত করে পুনঃবাট্টা ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক কৃষি খাতে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে একটি সংশোধিত 'মেট্রিক্স' অনুসারে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদানের ব্যবস্থা ১৯৯০–৯১ সালের জন্যও অব্যাহত রাখা হয়। আলোচ্য বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীতে অর্থায়নের বিপরীতে প্রচলিত সুদের হারে পুনঃঅর্থসংস্থান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থা অথবা বিদেশী সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় সকল পুনঃঅর্থসংস্থান কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক কৃষি

খাতে নির্ধারিত সুদ হারে ঋণ বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ ভর্তুকি প্রদানের বিধান রয়েছে। কৃষি খাতে পুনঃঅর্থসংস্থানের জন্য সংশোধিত 'মেট্রিক্স' ৬.৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

সারণী-৬.৪

কৃষি ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের সংশোধিত 'মেট্রিক্স'
(১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে কার্যকর)

বিতরণের তুলনায় পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ (শতকরা হিসেবে)	সুদের হারসমূহ (বার্ষিক শতকরা)
৫০ শতাংশের নিচে	ব্যাংক রেটের ৩.২৫% কম
৫০ শতাংশ হতে ৮০ শতাংশের নিচে	ব্যাংক রেটের ২.২৫% কম
৮০ শতাংশ হতে ৯৫ শতাংশের নিচে	ব্যাংক রেটের ১.২৫% কম
৯০ শতাংশ হতে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত	ব্যাংক রেট

৬.৯। ১৯৯০-৯১ সালে কৃষি খাতে ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেয়া পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৭.৭৫ কোটি টাকা, যা ১৯৮৯-৯০ সালের ৩৬১.১২ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ০.৯ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৩৮.৩১ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ২৬.৩৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ করে। পূর্ববর্তী বছরে এ দুটি ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৬.০৪ কোটি টাকা এবং ৪৫.৮২ কোটি টাকা। অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে দেয়া পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ১৯৯০-৯১ সালে ১.১১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৭৪.৬৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৯-৯০ সালে অনুমোদিত ৪.০০ কোটি টাকা থেকে ০.১৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান গ্রহণ করেছিল, কিন্তু ১৯৯০-৯১ সালে তাদেরকে কোন পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা দেয়া হয়নি। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের কর্মসূচীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৮৪.৪৬ কোটি টাকার তুলনায় আলোচ্য বছরে ৯১.৯৫ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ৬.৫ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী–৬.৫

কৃষি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান

(কোটি টাকায়)

ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯৮৯–৯০		১৯৯০–৯১ (সাময়িক)	
	অনুমোদন	উত্তোলন	অনুমোদন	উত্তোলন
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	২৮০.২০	১৫৬.০৪	৩৫০.০২	২৩৮.৩১
			(+২৪.৯২)	(+৫২.৭২)
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৭৯.২১	৪৫.৮২	৭৭.০০	২৬.৩৮
			(−২.৭৯)	(−৪২.৪৩)
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	৭০.১২	৭৪.৬৪	১.১৬*	১.১১*
			(−৯৮.৩৫)	(−৯৮.৫১)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	৮৬.১৭	৮৪.৪৬	৯১.৯৬	৯১.৯৫
			(+৬.৭২)	(+৮.৮৭)
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	৪.০০	০.১৬	নেই	নেই
মোট ঃ	৫১৯.৭০	৩৬১.১২	৫২০.১৪	৩৫৭.৭৫
			(+০.০৮)	(−০.৯৩)

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

* শুধু সোনালী ব্যাংকের।

কৃষি ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি

৬.১০। ১৯৯১ সালের জুন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি দাঁড়ায় ১,৯০১.১৩ কোটি টাকা, যা ১৯৯০ সালের জুন শেষের ১,৭৩৭.১০ কোটি টাকার তুলনায় ১৬৪.০৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৯.৪ ভাগ বেশী। ১৯৮৯–৯০ এবং ১৯৯০–৯১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতির চিত্র ৬.৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-৬.৬

কৃষি ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের স্থিতি

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১ (সাময়িক)	পরিবর্তনঃ বৃদ্ধি (+)/হ্রাস(-)
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১,২২৪.৯২ (৭০.৫১)	১,৩৩৬.৩০ (৭০.২৭)	+১১১.১৮
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩২৮.৮০ (১৮.৯৩)	৩৪৮.৮৯ (১৮.৩৫)	+২০.০৯
অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	নেই	১.১১* (০.০৬)	নেই
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১৪৮.০৪ (৮.৫২)	১৮০.৩৩ (৯.৪৯)	+৩২.২৯
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	৩৫.৪৪ (২.০৪)	৩৪.৮০ (১.৮৩)	+০.৬৪
মোটঃ	১,৭৩৭.১০	১,৯০১.১৩	+১৬৪.০৩

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট পরিমাণের শতকরা হার নির্দেশক।

* শুধু সোনালী ব্যাংকের।

কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৬.১১। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় কিছু সংখ্যক বিশেষ প্রকল্পে অর্থসংস্থান করা হয়। পল্লী এলাকার ক্ষুদ্র কৃষক ও অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যারা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাদেরকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো নিচে সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

মৎস্য চাষ ঋণ কর্মসূচী

৬.১২। মৎস্য চাষের জন্য ২৫.০০ কোটি টাকার ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলো ১৯৯০-৯১ সালে ৪.৮২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা ১৯৮৯-৯০ সালে বিতরণকৃত ৪.৬৬ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩.৪ ভাগ বেশী। এর মধ্যে, অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২.৩৭ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২.৪০ কোটি টাকা এবং

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ০.০৫ কোটি টাকা বিতরণ করে, পূর্ববর্তী বছরে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৪৪ কোটি টাকা, ৪.১২ কোটি টাকা এবং ০.১০ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে উপরোক্ত ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২.৭৬ কোটি টাকা, ৫.০৯ কোটি টাকা এবং ০.৭৫ কোটি টাকা।

হিমাগারে আলু সংরক্ষণের জন্য ঋণ কর্মসূচী

৬.১৩। হিমাগারে আলু সংরক্ষণের জন্য ১৯৯০-৯১ সালে মোট ১৯.৭৫ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়, যা ১৯৮৯-৯০ সালে বিতরণকৃত ৩০.২৮ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৩৪.৮ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ১০.৬৮ কোটি টাকা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৭.৪৯ কোটি টাকা এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১.৫৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। ১৯৯০-৯১ সালে এ কর্মসূচীর আওতায় ৩৬.৯৪ কোটি টাকার ঋণ আদায় করা হয়, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৪৫.০০ কোটি টাকা।

ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্প (এস, এফ, ডি, পি)

৬.১৪। ক্ষুদ্র চাষী ও ভূমিহীন শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি তথা জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এস, এফ, ডি, পি প্রকল্প ১৯৯০-৯১ সালেও চালু থাকে। জাতিসংঘ পুঁজি উন্নয়ন তহবিল (ইউ,এন,সি,ডি, এফ) এর গ্যারান্টির বিপরীতে জনতা ব্যাংক এ প্রকল্পে অর্থসংস্থান করে থাকে। শুরু থেকে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত জনতা ব্যাংক কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯.৪৪ লক্ষ এবং ৪৫.৮৩ লক্ষ টাকা। ১৯৯০-৯১ সালে জনতা ব্যাংক কর্তৃক এ প্রকল্পে বিতরণকৃত, আদায়কৃত, বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬০.২৫ লক্ষ, ৩৫.৭৮ লক্ষ, ৩৬.৩২ লক্ষ ও ০.২৩ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় পল্লী উন্নয়ন (আর ডি-২) প্রকল্প

৬.১৫। সমবায় ব্যবস্থায় অর্থসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি পল্লী অর্থায়ন কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA), কানাডীয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (CIDA) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) এর আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় পল্লী উন্নয়ন (আর ডি-২) প্রকল্প চালু করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের মোট ১৮টি বৃহত্তর জেলায় ৯২.৮ মিলিয়ন এসডিআর বরাদ্দ করা হয়। এ প্রকল্পে একমাত্র অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংক ১৯৯০-৯১ সালে ২৯.২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৩১.১১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করে, পূর্ববর্তী বছরে যার তুলনামূলক পরিমাণ ছিল যথাক্রমে

১০৯.৪৫ কোটি টাকা ও ৯০.০৭ কোটি টাকা। প্রকল্প শুরু হবার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮৩.৯৫ কোটি টাকা এবং ২৩১.৮১ কোটি টাকা, যার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংককে ২৭২.২৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করা হয় এবং সোনালী ব্যাংক ২৩২.০৪ কোটি টাকা পরিশোধ করে। ১৯৯০-৯১ সালে এ প্রকল্পের আওতায় মোট বকেয়া ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২১৭.৫৬ কোটি টাকা (সুদসহ) এবং ১৭১.৪৫ কোটি টাকা (সুদসহ) । মোট বকেয়ার মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭৮.৮ ভাগ। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ হচ্ছে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন। অপরদিকে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সম্মতির ভিত্তিতে দ্বিতীয় গভীর নলকূপ প্রকল্পের (আইডিএ ঋণ নং ১২৮৭-বিডি) আওতায় মাঠ পর্যায়ে বিতরণকৃত ১০.৩৭ কোটি টাকার বিপরীতে সোনালী ব্যাংককে পুনঃঅর্থসংস্থান হিসেবে ৯.৩৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং আইডিএর নিকট যথাবিধি পুনঃভরণ চাওয়া হয়েছে।

উত্তর-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

৬.১৬। উক্ত প্রকল্পের অধীনে সোনালী ব্যাংক ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত মোট ১৫.০৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যার বিপরীতে আদায়কৃত মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮.৫৪ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত উপরোক্ত প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত মোট ঋণের স্থিতি ৮.০১ কোটি টাকা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.০১ কোটি টাকা। বর্ণিত প্রকল্পে কাজ শুরু হবার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সোনালী ব্যাংককে প্রদত্ত পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় মোট ১৩.১৫ কোটি টাকা। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রকল্পের মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর,১৯৯১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

পল্লী অর্থায়ন প্রকল্প (আর, এফ, পি)

৬.১৭। বাংলাদেশ সরকার এবং মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউ, এস, এ, আই, ডি) মধ্যে ১৯৮৩ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ইউ, এস, এ, আই, ডি'র ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থানুকূল্যে পল্লী অর্থায়ন প্রকল্প-এর কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় একটি পল্লী অর্থ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় কর্মের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রামীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ঋণ প্রাপ্তি ও অনাদায়ী ঋণ আদায় সমস্যা সমাধানের সহায়তা প্রদান করা। প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯০ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় গভীর নলকূপ প্রকল্প (আইডিএ ঋণ নং ১২৮৭-বিডি)

৬.১৮। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহকে গভীর নলকূপ ক্রয় ও স্থাপনে অর্থ যোগানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে এসডিআর ১৫.৭৫ মিলিয়ন ঋণ অনুমোদন করে। প্রাথমিকভাবে ১৯৮৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে ৪,০০০টি নলকূপ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হলেও পরবর্তীতে তা ২,৭৫০টিতে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ঋণের পরিমাণও কমিয়ে এসডিআর ৬.৩৪৭ মিলিয়নে আনা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এ ঋণের অধীনে অংশগ্রহণকারী সোনালী ব্যাংকের ৩০.৫৭ কোটি টাকার ঋণে ২,৪৩১টি নলকূপ স্থাপন করা হয় এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার ঋণ বাবদ এসডিআর ৬.৪১৪ মিলিয়ন বা ২৭.৫১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সোনালী ব্যাংককে ২৭.৫১ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করে। ১৯৯২ সালের মধ্যে ২ কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে অবশিষ্ট ১,৫৬৯টি নলকূপ স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় স্বার্থে সোনালী ব্যাংককে সাধারণ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থানের সুবিধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে অবশ্য প্রকল্পাধীনে খননকৃত ৬৩১টি নলকূপের জন্য সোনালী ব্যাংক যে ১০.৩৭ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করে তার বিপরীতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার ঋণ নং ১৩৮৪-বিডি (২য় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প) এর আওতায় তাদেরকে ৯.৩৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করা হয়। ফলে, এ প্রকল্পের অধীনে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ৩,০৬২টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয় এবং সোনালী ব্যাংককে ৩৬.৮৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করা হয়।

বাংলাদেশ-সুইজারল্যান্ড কৃষি প্রকল্প (বাসওয়াপ)

৬.১৯। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য গুদামজাত ও বাজারজাত করার সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ-সুইস কৃষি প্রকল্প (বাসওয়াপ) নামে ১৯৭৮ সালের ৫ই আগস্ট বাংলাদেশ সরকার ও সুইজারল্যান্ড সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী পরীক্ষামূলকভাবে এ প্রকল্প চালু করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। গত ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন তারিখে দ্বিতীয় পর্যায়ের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৯০ সালের ২২শে মার্চ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এ প্রকল্প চালু রাখা হয়। আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ১৯৯২ সাল নাগাদ এ প্রকল্পকে একটি ট্রাস্টে রূপান্তর করা হবে এবং এ প্রকল্পের নাম বাসওয়াপ-এর পরিবর্তে শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প (শগঋপ) করা হবে। এ প্রকল্প ১৯৯০-৯১ সালে দিনাজপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী ও মানিকগঞ্জ

জেলায় চালু থাকে। সুইস সরকারের অনুদান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের সমন্বয়ে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের বিপরীতে সোনালী, অগ্রণী, জনতা, রূপালী ব্যাংক লিঃ এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এ প্রকল্পের আওতায় ঋণ বিতরণ করে আসছে। ১৯৯০-৯১ সালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ০.৮২ কোটি টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ০.৬৭ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৬০ কোটি টাকা ও ০.৫২ কোটি টাকা। শুরু থেকে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত এ প্রকল্পে মোট বিতরণ, আদায় ও বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩.০৫ কোটি টাকা, ২.৭০ কোটি টাকা এবং ০.৪৩ কোটি টাকা।

স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী

৬.২০। বন্ধকী ছাড়া ঋণ বিতরণের জন্য ১০টি পুরাতন জেলার ১০টি থানায় (উপজেলায়) ১৯৭৯ সালের প্রথমার্ধ থেকে স্বনির্ভর ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ১৩৮টি উপজেলায় এ কর্মসূচী চালু আছে। ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক (সোনালী , অগ্রণী, জনতা ও রূপালী) এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। পূবালী ব্যাংক লিঃ ও উত্তরা ব্যাংক লিঃ শুরু থেকে এ কর্মসূচীর সাথে জড়িত থাকলেও ব্যক্তি মালিকানায় চলে যাবার পর থেকে স্বনির্ভর ঋণ বিতরণ করছে না। কর্মসূচীর শুরু থেকে ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার মধ্যে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ মোট ৯০.৭৭ কোটি টাকার স্বনির্ভর ঋণ বিতরণ করে। উক্ত সময় পর্যন্ত মোট আদায়যোগ্য ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৪.৭৬ কোটি টাকা। উক্ত সময়ে আদায় করা হয়েছে ৬১.৪০ কোটি টাকা। জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত আদায়যোগ্য ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ছিল প্রায় শতকরা ৪৮.৭ ভাগ। উক্ত সময় পর্যন্ত স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচীর মোট বকেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০.৭৩ কোটি টাকা। উক্ত সময় পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২.৮৭ কোটি টাকা। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার ছিল বকেয়া ঋণের শতকরা ৮৮.৯ ভাগ।

পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ

৬.২১। পূর্ববর্তী বছরগুলোর ন্যায় ১৯৯০-৯১ সালেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ বিদেশী দাতা সংস্থাসমূহের সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প ও নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও তদারকী এবং/অথবা সেগুলোর আওতায় বিতরণকৃত

ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান যোগানের দায়িত্ব পালন করে। নিচে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

চিংড়ি চাষ প্রকল্প (আই ডিএ ঋণ নং ১৬৫১–বিডি)

৬.২২। এ প্রকল্পাধীনে খুলনা ও কক্সবাজার উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি খামার ও চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপন এবং চিংড়ি বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে আইডিএ কর্তৃক ৫.৫ মিলিয়ন এসডিআর এর সমপরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এর আওতায় ১৯৯০–৯১ সালে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক চিংড়ি খামারে বিনিয়োগের জন্য ১৭.২৬ লক্ষ টাকা মেয়াদী ঋণ এবং চলতি মূলধন খাতে ৩২.৬২ লক্ষ টাকা স্বল্প মেয়াদী ঋণ বিতরণ করা হয়। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে বিতরণকৃত মেয়াদী ঋণের বিপরীতে ১২.৬৩ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করে। শুরু থেকে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত এ প্রকল্পে মোট ঋণ বিতরণ ও মেয়াদী ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০৮.৮২ লক্ষ টাকা ও ৩২.৭৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই থেকে আরও দু'বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সে অনুযায়ী তা ১৯৯৩ সালের ৩০শে জুন সমাপ্ত হবে।

দ্বিতীয় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্প (এডিবি ঋণ নং – ৮২১ বিএএন–এসএফ)

৬.২৩। দেশের ২৫টি বিভিন্ন জেলায় চিংড়ি ও রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এডিবি–এর মধ্যে উপরোক্ত ঋণ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য ১৬.৭৮১ মিলিয়ন এসডিআর এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য ৭৪,০০০ এসডিআর এর সমপরিমাণ অর্থ সংরক্ষিত রাখা হয়। আলোচ্য বছরে প্রকল্পাধীনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগযোগ্য বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য ব্যয় প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট ও তাদের নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনাক্রমে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানে আগ্রহী বিভিন্ন দেশী–বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এডিবি–এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং তথ্যাদি তাদের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প
(ইফাদ ঋণ নং– ৭৩–বিএ)

৬.২৪। ১৯৯০–৯১ সালে এ প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী একমাত্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সোনালী ব্যাংককে ৩১.৫৭ লক্ষ টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান এবং একই সময়ে ব্যাংক থেকে ৩৬৩.৪৭

লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। প্রকল্পটি চালু হবার পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত পুনঃঅর্থসংস্থান ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৪.৪১ কোটি টাকা ও ৮.২৪ কোটি টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে।

পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগের কর্মসূচীসমূহ

৬.২৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচীসমূহে অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থান/পুনঃবাট্টাকরণ ব্যবস্থাধীনে এবং/অথবা নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ সংস্থানের ভিত্তিতে আলোচ্য বছরে তাদের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরূপ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচী

৬.২৬। চিংড়ি চাষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৯০-৯১ সালে অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলো ৬.৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ ও ৬.৪০ কোটি টাকা আদায় করে। ১৯৮০ সালে এ কর্মসূচী চালু হবার পর থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় মোট ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫৭.৯০ কোটি টাকা ও ৫০.৪১ কোটি টাকা।

কলা চাষ ঋণ কর্মসূচী

৬.২৭। পূর্ববর্তী বছরের ১৭৪টিসহ ১৯৯০-৯১ সালে কলা চাষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের ১৭৫টি উপজেলায় ৯.৩৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ২৪.৬২ লক্ষ টাকা আদায় করে। ১৯৮০ সালে এ কর্মসূচী চালু হবার পর থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৬৮ কোটি টাকা, যার বিপরীতে ২.১৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়।

বাণিজ্যিক মোরগ-মুরগী (ব্রয়লার)
খামার ঋণদান কর্মসূচী

৬.২৮। ১৯৯০-৯১ সালে এ কর্মসূচীর অধীনে কোন নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়নি। তবে, এ সময়ে ৩.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। ১৯৮৩ সালে শুরু হবার পর থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত মোট ২৪.৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ও ৯.২৮ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। কর্মসূচীটির সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে

গঠিত দল কর্তৃক সমীক্ষা পরিচালনার পর তাদের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের উপর আলোচ্য বছরে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সহিত পর্যায়ক্রমে আলোচনা ও মতামত বিনিময় করা হয়েছে। প্রাসংগিক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের বিষয় সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচী

৬.২৯। ১৯৯০-৯১ সালে পল্লী পরিবহন ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪৬.৪২ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৩৯.৪৩ লক্ষ টাকা আদায় করে।

রোয়ার পাম্প ঋণ কর্মসূচী

৬.৩০। বাংলাদেশ ব্যাংকের পল্লী ঋণ প্রকল্প বিভাগ কর্তৃক ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য 'রোয়ার পাম্প কর্মসূচী'টি চালু করা হয়। আলোচ্য বছরে রোয়ার পাম্প সরবরাহকারী কোন প্রতিষ্ঠান কর্মসূচীর আওতায় অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ না করায় ও ঋণ বিতরণ এবং আদায় পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে কর্মসূচীটি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সর্বশেষ দেশের ২০টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় এ কর্মসূচীটি চালু ছিল। অংশগ্রহণকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৯৯০-৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত এ কর্মসূচীটির আওতায় ২.০৬ লক্ষ টাকা আদায় করে। কর্মসূচীটির শুরু থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১.৯৭ লক্ষ টাকা এবং ৮.৭৪ লক্ষ টাকা।

পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ কর্মসূচী

৬.৩১। এ কর্মসূচীর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখ থেকে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে, বন্ধ করার পূর্বে মঞ্জুরীকৃত ঋণে নির্মিত গৃহের বিপরীতে আলোচ্য বছরে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান অব্যাহত থাকে। আলোচ্য বছরে ৪৮২টি গৃহের বিপরীতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংক ২.৬৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করে। ফলে, ১৯৮৪ সালে কর্মসূচীটি শুরু হবার পর থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ২,৪০৪টি নির্মিত গৃহের বিপরীতে সর্বমোট ১৩.৬৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করা হয়েছে।

গ্রামীণ ব্যাংক

৬.৩২। ১৯৯০-৯১ সালে গ্রামীণ ব্যাংক ১৫৩টি নতুন শাখা খোলায় এ ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৮৬টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯০-৯১ সালের জুন মাসের শেষে ৪,৯১২টি নতুন গ্রাম গ্রামীণ ব্যাংকের আওতাভুক্ত হওয়ায় মোট গ্রামের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২,৩৯৫টিতে। ১৯৯০-৯১ সালে

গ্রামীণ ব্যাংক মোট ২৩৯.০৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, যা পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ঋণের তুলনায় শতকরা ১৬.১ ভাগ বেশী। ১৯৯০-৯১ সালে গ্রামীণ ব্যাংকের আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৪.১০ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮৯.৫ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ১৭৩.১৫ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৮৪.১ ভাগ। ১৯৭৬ সালের জুন মাসে একটি প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু করার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের জামানতবিহীন ঋণ বিতরণের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৮৬.৬২ কোটি টাকায়, যার বিপরীতে ঋণগ্রহীতাগণ মোট ৭৩৯.৮১ কোটি টাকা পরিশোধ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১৯৯০ সালের জুন মাসের শেষে ৭.৬১ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের জুন মাসের শেষে ৯.৪৭ লক্ষে দাঁড়ায়, এর মধ্যে ৮.৬৯ লক্ষ বা শতকরা ৯১.৮ ভাগ ছিল মহিলা। ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ মোট ৮৮.৬৯ কোটি টাকা এবং প্রযুক্তি ঋণ বাবদ ১২৫.২৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা সদস্যদের দলীয় তহবিল ও আপৎকালীন তহবিলে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সালের ৬৫.৪৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালের জুন শেষে ৯১.৭৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ছিল ১৯৯০ সালের জুন শেষের ৬৫.৪৪ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৪০.৩ ভাগ বেশী।

৬.৩৩। ১৯৯০-৯১ সালে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ কর্মসূচীর জন্য কোন পুনঃঅর্থসংস্থান দাবি করেনি। তবে, আলোচ্য সময়ে তারা এ খাতে পূর্বে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ১.০৪ কোটি টাকা আসল হিসেবে পরিশোধ করেছে।

ব্যাংক শাখা ও সমবায়সমূহ পরিদর্শন

৬.৩৪। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ পরিদর্শন বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৫৪২টি শাখা এবং বিরাষ্ট্রীয়কৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১৬টি শাখায় পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে। এছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের যথাক্রমে ২৫৪টি এবং ৮৬টি শাখা এবং সমবায় ব্যাংক ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ২১৯টি শাখার পরিদর্শন কাজও আলোচ্য বছরে পরিচালনা করা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অর্থসংস্থান

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ

৭.১। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি ১৯৯০-৯১ সালেও অব্যাহত থাকে। দেশের শিল্প নীতিতে ঘোষিত সার্বিক দিক নির্দেশনার আলোকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ

(১) শিল্পের উপযুক্ত ও অধিকতর আঞ্চলিক বিস্তার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে কম ও স্বল্প উন্নত এলাকার জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

(২) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ে একটি পৃথক 'সেল' খোলা এবং শিল্প প্রকল্পের জন্য অন্ততঃপক্ষে একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তাসহ ব্যাংকসমূহের জেলা পর্যায়ের প্রধান শাখায় একটি করে পৃথক 'ডেস্ক' রাখা;

(৩) ঋণ পরিশোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, বিসিক এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সমিতি (National Association for Small Industries of Bangladesh-NASIB)-এর সহযোগিতায় সমন্বয় কমিটি গঠন;

(৪) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদেরকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান;

(৫) বিশেষ দক্ষতা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে সহায়ক জামানত (Collateral Security) প্রদানের শর্ত শিথিলকরণ;

(৬) শিল্প ঋণের জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনূর্ধ্ব তিন মাসের মধ্যে ঋণ অনুমোদনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং

(৭) ক্ষুদ্র শিল্পখাতে বার্ষিক শতকরা ১০.০ ভাগ সুদে মেয়াদী ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহকে বার্ষিক শতকরা ৬.৫ ভাগ হারে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

৭.২। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর অধীনে প্রদেয় প্রতিটি ঋণের সীমা ১৯৮৮-৮৯ সালে ২ লক্ষ টাকা থেকে ৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালেও তা অপরিবর্তিত থাকে। এছাড়া, ১৯৮৯-৯০ সালে ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসমূহের জন্য ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতা যা ২০.০০ লক্ষ টাকায় নির্ধারিত হয়েছিল তা ১৯৯০-৯১ সালেও অপরিবর্তিত থাকে।

ঋণ গ্যারান্টি (ক্ষুদ্র ঋণ) স্কীম

৭.৩। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ প্রদানের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ গ্যারান্টি (ক্ষুদ্র ঋণ) স্কীমটি আলোচ্য বছরেও চালু থাকে।

ধোলাই খাল-জিঞ্জিরা এলাকায় ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য বিশেষ ঋণ

৭.৪। ঢাকা মহানগরীর ধোলাই খাল ও জিঞ্জিরা এলাকার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহের জন্য চলতি মূলধন ও মেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালের অক্টোবর হতে ১৯৮৭ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থাকে (বিসিক) ৫ কোটি টাকার মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ উক্ত ঋণ বিতরণের কাজ শেষ হয়। মোট ২৫০টি প্রকল্পের বিপরীতে উপরোক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। উক্ত বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ১৯৯০-৯১ সালে আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ০.৬৩ কোটি টাকা। আলোচ্য সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে মোট আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৫০ কোটি টাকা বা মোট বিতরণের শতকরা ৫০ ভাগ।

ক্ষুদ্র শিল্প ব্যাংক

৭.৫। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে ঋণ প্রদানের বিশেষ লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে 'ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাষ্ট্রিজ এণ্ড কমার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছর শেষের তুলনায় ২০.৪০ কোটি টাকা বা শতকরা ১৩৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য বছরের জুন শেষে ৩৫.১৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছর শেষে উপরোক্ত ঋণের স্থিতির মধ্যে ৬.৮৯ কোটি টাকা বা শতকরা ১৯.৬ ভাগ ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে, যা পূর্ববর্তী বছর শেষের স্থিতির তুলনায় ১.৩২ কোটি টাকা বা শতকরা ২৩.৬ ভাগ বেশী এবং অবশিষ্ট ২৮.২৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৮০.৪ ভাগ ঋণের স্থিতি ছিল

আমদানী, রপ্তানী ব্যবসায় এবং অন্যান্য খাতে, যা পূর্ববর্তী বছরের স্থিতির তুলনায় ১৯.০৯ কোটি টাকা বা শতকরা ২০৭.৫ ভাগ বেশী।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগ

৭.৬। ১৯৯০-৯১ সালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিভিন্ন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণ বিতরণ ও বিনিয়োগের পরিমাণ* পূর্ববর্তী বছরের ৫০৩.৯৫ কোটি টাকা এবং ৬৯৩.১৯ কোটি টাকার তুলনায় যথাক্রমে ২০১.৬৩ কোটি টাকা বা শতকরা ৪০.০ ভাগ ও ৪৯৪.০২ কোটি টাকা বা শতকরা ৭১.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩০২.৩২ কোটি টাকা এবং ১৯৯.১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রকল্পসমূহ

৭.৭। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিভিন্ন বৈদেশিক ঋণ/অনুদানের আওতায় কতিপয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে/পল্লী ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্প প্রকল্পে অর্থসংস্থান ও বাস্তবায়ন কর্মসূচী তদারকির কাজ অব্যাহত রাখে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা দেয়া হলো।

(ক) **এডিবি ঋণ নং-৭৭৩ বি, এ, এন (এস এফ)-এর অধীনে গ্রামীণ ও কৃষি-ভিত্তিক শিল্পে অর্থসংস্থান**

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও কৃষি-ভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি শিল্পে অর্থসংস্থানের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রদত্ত (Asian Development Bank-ADB) ১৮.৫৬ মিলিয়ন এসডিআর এর সমপরিমাণ ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রণীত ঋণ কর্মসূচীটি আলোচ্য বছরেও চালু থাকে। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯০-৯১ সালে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ৯.০৪ কোটি টাকা এবং এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৩৬টি উপ-প্রকল্পে মোট ১০.০১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়, যার মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক ১১টি উপ-প্রকল্পে ৩.৭৪ কোটি টাকা এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ ২৫টি উপ-প্রকল্পে ৬.২৭ কোটি টাকা বিতরণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক এ ঋণের মেয়াদ ১৯৯২ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে।

---

* উৎসঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন।

(খ) নোরাড (NORAD) অনুদান বিজিডি—০২০
এর অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্পে ঋণদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৮৩ সালের ২০শে জানুয়ারী নরওয়েজিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (Norwegian Agency for International Development-NORAD) থেকে ৫ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনারের সমপরিমাণ ১.৬৭ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে পায়। ঋণদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থসংস্থান সুবিধা দেয়ার জন্য উক্ত অর্থে বাংলাদেশ ব্যাংকে "নোরাড অনুদান পুনঃঅর্থসংস্থান তহবিল" নামক একটি "ঘূর্ণায়মান তহবিল" (Revolving Fund) তৈরি করা হয়। সোনালী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক এ ঋণদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে। চুক্তির শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থসংস্থানকৃত অর্থ নির্দিষ্ট তফসিল অনুযায়ী ব্যাংক দু'টির নিকট থেকে আদায় করে ঘূর্ণায়মান তহবিলে জমা করা হয় এবং নতুন প্রকল্পে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থসংস্থান করা হয়। এ কর্মসূচীর অধীনে সোনালী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্প খাতে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৩,২১৪টি প্রকল্পে ঋণদানের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১.৬৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থসংস্থান করে। ১৯৯০–৯১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ টাকা। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৩০শে জুন, ১৯৯১ তারিখের ঘূর্ণায়মান তহবিলের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১.৫৮ কোটি টাকা।

(গ) নোরাড (NORAD) অনুদানের আওতায়
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রকল্প বিজিডি—০৪১

ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পে অর্থসংস্থানের জন্য ১৯৯০ সালের ১৫ই জানুয়ারী নরওয়ে ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রোনারের একটি প্রকল্প অনুদান স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে ৩১.৫০ মিলিয়ন ক্রোনার ঋণ খাতে এবং ১৮.৫০ মিলিয়ন ক্রোনার কারিগরি সহায়তা খাতে ব্যয় নির্ধারিত করা হয়েছে। এ প্রকল্প অনুদান চুক্তির অধীনে District Development Credit Line-DDCL—এর আওতায় মাদারীপুর জেলা ও ফরিদপুর জেলা এবং Innovative Industries Credit Line-IICL-এর আওতায় চট্টগ্রাম জেলা ও ঢাকা জেলার কেন্দ্র হতে ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের জন্য উত্তরা ব্যাংক লিঃ কে মনোনীত করা হয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পের

কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে নোরাড কর্তৃপক্ষ উত্তরা ব্যাংক লিঃ এ রক্ষিত প্রকল্পটির ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund)-এ প্রথম কিস্তি হিসেবে ৪ মিলিয়ন ক্রোনার বা ২.৪৬ কোটি টাকা প্রেরণ করেছে। DDCL-এর আওতায় ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত মাদারীপুর জেলায় ৪১ জন উদ্যোক্তাকে ৮.২৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহ নির্মাণ অর্থসংস্থান

বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা

৮.১। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ১৯৯০-৯১ সালেও গৃহায়ণ খাতে ঋণ প্রদানের একক বৃহত্তম উৎস বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা আর্থিক সংকটের কারণে কোন নতুন ঋণ মঞ্জুর করতে পারেনি। তবে, পূর্বে মঞ্জুরকৃত আবেদনপত্রের বিপরীতে এ সংস্থা ১৯৯০-৯১ সালে ৬.৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে, পূর্ববর্তী বছরে বিতরণকৃত ৩৯.৩৭ কোটি টাকার তুলনায় যা শতকরা ৮৩.৮ ভাগ কম।

৮.২। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা সাধারণ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৩.১০ কোটি টাকা অবমুক্ত করে। পূর্ববর্তী বছরে এ কর্মসূচীতে ২০.৭০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছিল। আলোচ্য বছরে বহুতল ঋণ কর্মসূচীর আওতায় অবমুক্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.২৮ কোটি টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে যার পরিমাণ ছিল ১৮.৬৭ কোটি টাকা।

৮.৩। ১৯৯০-৯১ সালে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা মোট ৮৭.১৩ কোটি টাকার ঋণ আদায় করে, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ৯০.৮৩* কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার বকেয়া ঋণের স্থিতি (সুদসহ) দাঁড়ায় ১,৪৪১.৬৩ কোটি টাকায়, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১,৪০৭.১৬* কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে এ সংস্থার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৩.৪৩ কোটি টাকায় বা মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ২১.৬ ভাগ। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ২৬৪.৯৭* কোটি টাকা বা উক্ত তারিখে মোট ঋণের স্থিতির শতকরা ১৮.৮ ভাগ।

ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার অর্থ সংগ্রহ

৮.৪। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের নিকট ডিবেঞ্চার বিক্রির মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণদান

---

* সংশোধিত।

সংস্থা মোট ১,২৪৭.০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে, ১০.১৬ কোটি টাকা পরিশোধ করায় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১,২৩৬.৮৪ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থার ডিবেঞ্চারে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ যোগানের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ৭৬৮.৮৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণে অর্থসংস্থান

৮.৫। আবাসিক গৃহ ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ কার্যক্রম ১৯৯০-৯১ সালেও অব্যাহত থাকে। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বেসরকারী ব্যাংক এবং বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহ নির্মাণ খাতে প্রদত্ত বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৫১৮.৫০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৪৯২.১৬ কোটি টাকা। একই তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহঋণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতি ৩২৮.৬২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ৩০৩.৫১ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের গৃহঋণ খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৩.০৩ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে এর পরিমাণ ছিল ১৭৫.৫৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী ব্যাংকসমূহের উক্ত খাতে বকেয়া ঋণের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৬.৮৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষে যার পরিমাণ ছিল ১৩.১২ কোটি টাকা।

নবম পরিচ্ছেদ

সরকারী অর্থসংস্থান

জাতীয় বাজেট ও রাজস্ব নীতির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

৯.১। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাঠামোগত পরিবর্তন, দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতি প্রকৃতি ও বৈদেশিক সাহায্যের বিদ্যমান পরিস্থিতির বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯০-৯১ সাল ছিল চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বছর। এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে ১৯৯০-৯১ সালের বাজেট প্রণয়নে যে বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায় সেগুলো হলো ঃ কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদ্ধতিগত পরিবর্তনসহ আর্থিক সুবিধা নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি, বেসরকারী খাতে শিল্পায়নে উৎসাহ প্রদান, বিপুল সংখ্যক স্বল্প-বিত্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনশীল খাতে সম্পদ বন্টন নিশ্চিতকরণার্থে আর্থিক খাতসমূহের সংস্কার সাধন ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। উপরোল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ১৯৯০-৯১ সালের বাজেটে অনুসৃত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ শিক্ষা খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব, অনুৎপাদনশীল খাতে ভর্তুকি হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার সীমিত রাখা, বৈদেশিক সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় কর ভিত্তি সম্প্রসারণ ও কর প্রশাসন শক্তিশালীকরণ, আমদানী বিকল্প ও রপ্তানীমুখী শিল্পায়নের লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়-সংবলিত বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, বাণিজ্যিক ভারসাম্য রক্ষার্থে শুল্কনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সড়ক সংরক্ষণ, জনসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে অধিক বরাদ্দ ইত্যাদি।

১৯৯০-৯১ সালের বাজেট

৯.২। ১৯৯০-৯১ সালের রাজস্ব বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ও ব্যয় ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৮,০৫০.৪৬ কোটি টাকা এবং ৭,৩০০.০০ কোটি টাকা, যাতে রাজস্ব উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ৭৫০.৪৬ কোটি টাকা। প্রধান খাতসমূহ থেকে রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলিত হিসেবের তুলনায় হ্রাস এবং সমাজ ও সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম এবং অসাধারণ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আয় ২২৮.৪৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৭,৮২২.০৩ কোটি টাকায় এবং রাজস্ব ব্যয় ১০.২৪ কোটি

টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭,৩১০.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ফলে, প্রাক্কলিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ ৭৫০.৪৬ কোটি টাকার স্থলে হ্রাস পেয়ে ৫১১.৭৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৯.৩। ১৯৯০–৯১ সালের প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রধান খাতসমূহ ছিল ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের লভ্যাংশ, ২০০.৮৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৫.৮৮ কোটি টাকা; আয়কর, ৯৬.৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৭১.০০ কোটি টাকা; বিক্রয় কর, ৯৩.৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৮২২.৬৩ কোটি টাকা; রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যাংশ, ৩৩.১৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৩.১৪ কোটি টাকা; টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ৩২.৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪৩.৯৮ কোটি টাকা; সাধারণ প্রশাসন ও সেবা, ১১.২১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১২৪.৬৮ কোটি টাকা; সমাজ ও সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম, ৫.০৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫.২৪ কোটি টাকা এবং যমুনা সেতু প্রকল্প, ৫.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০.০০ কোটি টাকা। অপরপক্ষে, রাজস্ব আয় হ্রাসপ্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ সুদ আয়, ৭০.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩০০.০০ কোটি টাকা; ভূমি উন্নয়ন কর, ৬০.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৬০.০০ কোটি টাকা; আমদানী–রপ্তানী শুল্ক, ২৬.০৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২,৩২৮.৪৯ কোটি টাকা; নন–জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, ১৩.২৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৮৬.৭৫ কোটি টাকা; মাদক শুল্ক, ১৩.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ২০.০০ কোটি টাকা; বিদ্যুৎ কর, ১২.০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৩০.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক, ১১.০৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪৫.০০ কোটি টাকা।

৯.৪। ১৯৯০–৯১ সালের সংশোধিত বাজেটে বর্ধিত রাজস্ব ব্যয় বরাদ্দের প্রধান খাতসমূহ হলোঃ সমাজ ও সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম, ২২০.৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৭০৯.৩৬ কোটি টাকা; প্রতিরক্ষা, ৬৮.১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৭৯.৯৭ কোটি টাকা; অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ, ৬৬.৩৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৭.০৭ কোটি টাকা; অবসর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি, ৪৩.৫৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২২৪.১০ কোটি টাকা; পুলিশ এবং বিডিআর, ৩০.৭২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৪৫.৫৫ কোটি টাকা; বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ, ২১.৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৭.৪৮ কোটি টাকা এবং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়, ১১.৯৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩.৩৩ কোটি টাকা। বরাদ্দের বাইরে ৬৬.০৩ কোটি টাকা বিশেষ ব্যয়ও রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

১৯৯০–৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৯.৫। ১৯৯০–৯১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য ৫,৬৬৮.০০ কোটি টাকার বাজেট ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে তা সংশোধিত বাজেটে ৪৫৩.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ৮.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,১২১.০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এ উন্নয়ন কর্মসূচি অর্থায়নে সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ২৩০.৩৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৩৫০.৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধরা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের উৎসসমূহের মধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত রাজস্ব উদ্বৃত্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাজেট বহির্ভূত সম্পদ থেকে যথাক্রমে ৫১১.৭৯ কোটি টাকা ও ৩৮২.৯০ কোটি টাকাসহ মোট ৮৯৪.৬৯ কোটি টাকা আসবে বলে ধরা হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রাপ্ত এ সম্পদের কিয়দংশ অভ্যন্তরীণ নীট্ মূলধনে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত ৮.৪৫ কোটি টাকা ঘাটতি এবং খাদ্য বাজেটে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ১১৫.৬২ কোটি টাকা ঘাটতি অর্থায়নে মোট ১২৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর ফলে, সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচীতে নীট্ অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থান ৭৭০.৬২ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে ধরা হয়।

১৯৯১–৯২ সালের প্রাক্কলিত বাজেট

৯.৬। ১৯৯১–৯২ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে ৮,৫০৩.০৯ কোটি টাকার রাজস্ব আয় এবং ৮,০৮৩.২৫ কোটি টাকার রাজস্ব ব্যয় ধরে ৪১৯.৮৪ কোটি টাকার উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। আলোচ্য বাজেটে কর এবং কর বহির্ভূত উৎস থেকে প্রাক্কলিত আয়ের পরিমাণ হল যথাক্রমে ৬,৯০১.১৫ কোটি টাকা এবং ১,৬০১.৯৪ কোটি টাকা। ১৯৯১–৯২ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে কর খাতে প্রধান প্রাপ্তির উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ আমদানী–রপ্তানী শুল্ক ২,৫৮৮.০০ কোটি টাকা, আবগারী শুল্ক ১,৮২৩.০০ কোটি টাকা, আয় কর ১,০৭৯.০০ কোটি টাকা এবং বিক্রয় কর ৯১৬.০০ কোটি টাকা। কর বহির্ভূত প্রধান প্রাপ্তির উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ সুদ আয় ৩৫০.০০ কোটি টাকা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন সংস্থা ২৮২.৭৩ কোটি টাকা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সংস্থার লভ্যাংশ ২৫৬.০০ কোটি টাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ১৭৫.০০ কোটি টাকা, অর্থনৈতিক সেবা ১৩৭.২৬ কোটি টাকা। ১৯৯১–৯২ সালের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে শিক্ষা খাতে ১,২৫৫.৫৭ কোটি টাকা। এর পরেই রয়েছে প্রতিরক্ষা খাত ১,২০৯.৮৩ কোটি টাকা, ভর্তুকি খাত ৬৮৩.৫১ কোটি টাকা, অপ্রত্যাশিত ব্যয় খাত ৬০০.০০ কোটি টাকা, সমাজ ও সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম ৫৯৮.৬৩ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ ৫৮১.৮৫ কোটি টাকা, বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ ৫৫৮.৩৬ কোটি টাকা, পুলিশ ও বিডিআর খাত ৪৫৯.২২ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ খাত ৪০১.৭৫ কোটি টাকা, অবসরভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি বাবদ ২৪৬.১০

কোটি টাকা, সাধারণ প্রশাসন খাত ২০৭.১৮ কোটি টাকা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাত ২০৩.৪৫ কোটি টাকা, রাজস্ব সেবা খাত ২০১.৭৩ কোটি টাকা, সাধারণ সেবা খাত ১৯৮.৬২ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত ৬৭৭.৪৫ কোটি টাকা।

৯.৭। ১৯৯১-৯২ সালের প্রাক্কলিত বাজেটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ উদার বাজারমুখীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, কর অবকাঠামোর সরলীকরণসহ মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রবর্তন, মোট দশ জন সর্বোচ্চ করদাতাকে 'ভিআইপি' হিসেবে ঘোষণা, শিক্ষাখাতে সর্বাধিক গুরুত্ব, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হ্রাস, মুদ্রানীতিতে অধিকতর শৃংখলা আনয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।

মূল্য সংযোজন কর (VAT)

৯.৮। কর/জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি এবং কর আদায় প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণের মূল লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাজেটে প্রস্তাবিত কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত বিক্রয় ও আবগারী শুল্কের বিকল্প হিসেবে করযোগ্য প্রায় সকল পণ্য ও সেবা খাতকে মূল্য সংযোজন করের আওতাধীন করা হয়। পরবর্তীতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্বার্থে বেশ কয়েকটি পণ্য/সেবার উপর বিভিন্ন হারে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করা হয়। ভ্যাট প্রত্যাহারকৃত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পণ্য/সেবার মধ্যে রয়েছেঃ পুস্তক, সাময়িকী ও শিক্ষার উপকরণ মুদ্রণের ছাপাখানার বিল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আমদানীকৃত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, পাউরুটি, কৃষি কাজে ব্যবহৃত হস্তচালিত স্প্রেয়ার, প্লাস্টিকের তৈজসপত্র, দেশে প্রক্রিয়াজাত প্যাকেটকৃত তরল দুধ এবং সরিষার তেল।

১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৯.৯। ১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭,৫০০.০০ কোটি টাকা, যা ১৯৯০-৯১ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৬,১২১.০০ কোটি টাকার তুলনায় ১,৩৭৯.০০ কোটি টাকা বা শতকরা ২২.৫ ভাগ বেশী। মোট ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাত-ভিত্তিক বরাদ্দ হল ঃ পানি সম্পদ ৮১৬.৩১ কোটি টাকা (শতকরা ১০.৯ ভাগ); বিদ্যুৎ ৭৪০.৯৬ কোটি টাকা (শতকরা ৯.৯ ভাগ); স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিজস্ব অর্থসংস্থান প্রকল্পসমূহ ৭২৪.৩৯ কোটি টাকা (শতকরা ৯.৭ ভাগ); পরিবহন ৬৭২.০৭ কোটি টাকা (শতকরা ৯.০ ভাগ); শিক্ষা ও ধর্ম ৬৩৯.৯৩ কোটি টাকা (শতকরা ৮.৫ ভাগ); বিভিন্ন খাতে থোক বরাদ্দ ৫৭৬.৭১ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৭ ভাগ); তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ ৫৭০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৬ ভাগ); কৃষি ৪৯৭.৮৪ কোটি টাকা (শতকরা ৬.৬ ভাগ);

পল্লী উন্নয়ন ৩৪২.৭০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.৬ ভাগ); জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা ৩৩৬.৫০ কোটি টাকা (শতকরা ৪.৫ ভাগ); ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ ২৮৮.৭০ কোটি টাকা (শতকরা ৩.৯ ভাগ); কারিগরি সহায়তা কর্মসূচী ২৩২.৭৩ কোটি টাকা (শতকরা ৩.১ ভাগ); স্বাস্থ্য ২২৯.৯০ কোটি টাকা (শতকরা ৩.১ ভাগ) ও আমদানী-রপ্তানী শুল্ক খাতে থোক বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ২.৭ ভাগ)। অন্যান্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হল ৬৩১.২৬ কোটি টাকা (শতকরা ৮.৪ ভাগ)। ১৯৯১-৯২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৬,৪৩৫.০০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৮৫.৮ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এর পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৭.৪ ভাগ।

সরকারের ঋণ

শতকরা ১১ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-১৯৯২

৯.১০। শতকরা ১১ ভাগ সুদযুক্ত বাংলাদেশ সরকারের ঋণ-১৯৯২ এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছর শেষের ৬৩.৭৫ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ১১.৫ ভাগ বাট্টাযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিল

৯.১১। বার্ষিক শতকরা ১১.৫ ভাগ বাট্টাযুক্ত অ-ব্যাংক ট্রেজারী বিলের স্থিতির পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে দাঁড়ায় ২০.৬৩ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ৯.৬১ কোটি টাকা।

ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ন্যাশনাল বন্ড'

৯.১২। ব্যাংক বহির্ভূত বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ন্যাশনাল বন্ডের' স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ১১২.২৩ কোটি টাকার তুলনায় ৯৪.০৩ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ১৮.২০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'ইনকাম ট্যাক্স বন্ড'

৯.১৩। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থা কর্তৃক রক্ষিত সাবেক পাকিস্তান সরকারের শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত পুনঃবৈধকৃত 'ইনকাম ট্যাক্স বন্ডের' স্থিতির পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ০.৭৬ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট

৯.১৪। বাংলাদেশী নাগরিক ও সংস্থার কাছে মূল্য পরিশোধের জন্য অপেক্ষমান সাবেক পাকিস্তান ও তার প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দায় স্বীকৃত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত প্রতিরক্ষা বণ্ডসহ জিপি নোট/স্টক সার্টিফিকেট-এর স্থিতির পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ২.২৯ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'নন-নেগোশিয়েবল বন্ড'

৯.১৫। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শেয়ার মালিকদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত শতকরা ৫ ভাগ সুদযুক্ত 'নন-নেগোশিয়েবল বন্ডের' পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ১৩.৭২ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে এ বন্ডের কোন লেনদেন হয়নি। মোট ইস্যুকৃত বন্ডের মধ্যে মেয়াদ পূর্তি মূল্য বাবদ ১৩.৩২ কোটি টাকা পূর্বেই পরিশোধিত হওয়ায় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ০.৪০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত 'সেভিংস বন্ড'

৯.১৬। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১০০ টাকার অচল ঘোষিত নোটের বিপরীতে ইস্যুকৃত শতকরা ৮ ভাগ সুদযুক্ত সেভিংস বন্ডের পরিমাণ ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ১.৮৮ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরে এ বন্ডের কোন লেনদেন হয়নি। মেয়াদপূর্ণ বন্ডসমূহের মূল্য বাবদ ১.৭৬ কোটি টাকা পূর্বেই পরিশোধিত হওয়ায় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের জুন শেষের ০.১২ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর জন্য বিশেষ বন্ড

৯.১৭। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ১৯৮৯ সালের বার্ষিক হিসাব (Annual Accounts) অনুসারে রক্ষিতব্য 'প্রভিশন' এবং তাদের আবশ্যকীয় মূলধনের ঘাটতি পূরণে অতিরিক্ত সম্পদের যোগান হিসেবে (Provision of additional assets) আলোচ্য বছরে সরকার কর্তৃক বিশেষ বন্ড ইস্যু করা হয়। তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, যথা- সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংকের অনুকূলে ইস্যুকৃত বিশেষ বন্ডের স্থিতির পরিমাণ (অভিহিত মূল্যে) ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ছিল ১,৫২৬.৮৯ কোটি টাকা।

সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমসমূহ

প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র

৯.১৮। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ১০৩.৫৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বছর শেষে ৬২৯.৬৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৭.৩২ কোটি টাকা এবং ৫৩.৭৩ কোটি টাকা।

বোনাস সঞ্চয় পত্র

৯.১৯। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের মাধ্যমে বোনাস সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ৪.৮৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বছর শেষে ৬৮.৮৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে বোনাস সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫.২৯ কোটি টাকা এবং ১০.৪০ কোটি টাকা।

৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্র

৯.২০। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের মাধ্যমে ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৪৪.৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বছর শেষে ২৬৯.৮২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০-৯১ সালে ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৬.৬৯ কোটি টাকা এবং ১২.৩৬ কোটি টাকা।

৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্র

৯.২১। সঞ্চয়ে জনসাধারণকে অধিক উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার ফেব্রুয়ারী ৪, ১৯৯০ তারিখ থেকে ৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্র বাজারে চালু করে। এ সঞ্চয় পত্রের উপর বার্ষিক শতকরা ১৬ ভাগ চক্রবৃদ্ধি হারে মুনাফা দেয়া হয়, সরল হারে তিন বছরে যার বার্ষিক গড় দাঁড়ায় শতকরা ১৯.৬ ভাগ। এ সঞ্চয় পত্রে প্রতি ছয় মাস অন্তর মুনাফার টাকা উত্তোলনের সুবিধা রয়েছে। মেয়াদ পূর্তির আগেও নির্ধারিত হারে মুনাফাসহ তা ভাগানো যায়। ঊর্ধ্বে এক নামে ৪ লক্ষ টাকা এবং যুগ্ম নামে ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের সুবিধা এ সঞ্চয় পত্রে রয়েছে। ব্যাংক অথবা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের বিপরীতে এ সঞ্চয় পত্র জামানত হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ১৯৯০-৯১ সালে ৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩০.৫০ কোটি টাকা। আলোচ্য বছরে ৩-বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্রের বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে

১৩৯.৯১ কোটি টাকা এবং ৯.৪১ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বছরের ফেব্রুয়ারী থেকে জুন, ১৯৯০ পর্যন্ত ৫ মাসে এ সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৭.৪৬ কোটি টাকাসহ ১৯৯০–৯১ সালের জুন শেষে ১৪৭.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

৯.২২। ১৯৯০–৯১ সালে সঞ্চয় আহরণের উপরোল্লিখিত মাধ্যমসমূহের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ৩৮৩.৩১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বছর শেষে ১,১১৬.৩২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে নীট্ বিক্রয়ের এ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯৮৯–৯০ সালের নীট্ বিক্রয় ৭৩৩.০১ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৫২.৩ ভাগ বেশী। পূর্ববর্তী বছরে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ২৪.৫ ভাগ। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য বছরে সঞ্চয় আহরণের উপরোক্ত মাধ্যমসমূহের মধ্যে ৬–বছর মেয়াদী বোনাস সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয় পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ৪৪.২ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় শতকরা ৭.৬ ভাগ বেড়েছে। এ সময়ে ৮–বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র এবং ৫–বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয় যথাক্রমে শতকরা ১৯.৭ ভাগ এবং শতকরা ১১৫.০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ১৯৮৯–৯০ সালে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে শতকরা ১৭.০ ভাগ এবং শতকরা ৫৬.১ ভাগ। সঞ্চয় পত্রের নীট্ বিক্রয়ের এ বৃদ্ধির হার থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৯০–৯১ সালে সঞ্চয় আহরণের মাধ্যমসমূহের মধ্যে বোনাস সঞ্চয় পত্রের তুলনায় ৮–বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র এবং ৫–বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয় পত্রের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, ১৯৯০–৯১ সালে নতুন প্রচলিত ৩–বছর মেয়াদী সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সঞ্চয় আহরণের মাধ্যম হিসেবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প–মেয়াদী সঞ্চয় পত্র জনসাধারণের নিকট অধিক সমাদৃত।

বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ড

৯.২৩। ১৯৯০–৯১ সালে ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ০.৫২ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৫.৯৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০–৯১ সালে দশ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের বিক্রয় ও ভাঙানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯.৭০ কোটি টাকা এবং ১০.২২ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৬৫টি সিরিজে একক ভিত্তির ড্র পদ্ধতিতে প্রতি দু'মাস অন্তর এ বন্ডের ৯৮টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

৯.২৪। ১৯৯০–৯১ সালে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের সর্বমোট নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ৬.৯৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বছর শেষে ৪৪.৪৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের বিক্রয় ও ভাঙানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬.৭৯ কোটি টাকা এবং ১৯.৮৫ কোটি টাকা। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ১৯টি সিরিজে একক ভিত্তির ড্র ভিত্তিতে দু'মাস অন্তর এ বন্ডের ৩৩টি ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

৯.২৫। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ প্রাইজ বন্ডের ৫০ টাকা ও ১০ টাকা মূল্যমানের দু'টি সিরিজে নীট্ বিক্রয়ের মোট পরিমাণ ৬.৪২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে বছর শেষে ৬০.৪১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে প্রাইজ বন্ডের নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সালের নীট্ বিক্রয় ৫৩.৯৯ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ১১.৯ ভাগ বেশী। উল্লেখ্য যে, ১৯৯০-৯১ সালে ১০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের নীট্ বিক্রয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৩.২ ভাগ হ্রাস পেয়েছে, পূর্ববর্তী বছরে যা বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ৯.৯ ভাগ। আলোচ্য বছরে ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের নীট্ বিক্রয় ১৯৮৯-৯০ সালের শতকরা ২৫.২ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় বৃদ্ধি পায় শতকরা ১৮.৫ ভাগ। প্রাইজ বন্ডের নীট্ বিক্রয়ের এ পরিবর্তন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সার্বিকভাবে সঞ্চয় মাধ্যম হিসেবে প্রাইজ বন্ডের প্রতি আকর্ষণ আলোচ্য বছরে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। তবে, দু'টি সিরিজের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও ৫০ টাকা মূল্যমানের প্রাইজ বন্ডের প্রতি জনসাধারণের অধিকতর আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে সঞ্চয় পত্র/প্রাইজ বন্ড বিক্রয়

৯.২৬। আলোচ্য বছরে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে কর্মরত বাংলাদেশী ওয়েজ আর্নারগণ কর্তৃক কোন সঞ্চয় পত্র ও প্রাইজ বন্ড ক্রীত/বিক্রীত না হওয়ায় এর স্থিতির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ০.৩৬ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড

৯.২৭। ১৯৯০-৯১ সালে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে 'ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড' এর নীট্ বিক্রয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২২.৭৫* কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৫.৯৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে 'ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডের' বিক্রয় ও ভাংগানোর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩.৫৩ কোটি টাকা এবং ১০.৭৮ কোটি টাকা।

* সংশোধিত।

দশম পরিচ্ছেদ

বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্য

বাণিজ্যের ভারসাম্য

১০.১। ১৯৯০-৯১ সালে দেশের বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে (দৃশ্যমান আমদানী বিয়োগ দৃশ্যমান রপ্তানী) উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সালের ২,২৭৩ মিলিয়ন ডলারের (৭,৪৮১.৪ কোটি টাকা) তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে ৪৭২ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১,৮০১ মিলিয়ন ডলারে (৬,৪২২.৩ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে একদিকে রপ্তানী আয় ১৮৩ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১২.৩ ভাগ বৃদ্ধি, অন্যদিকে আমদানী ব্যয় ২৮৯ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৭.৭ ভাগ হ্রাস পাওয়াকে বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,৬৬৯ মিলিয়ন ডলার ও ৩,৪৭০ মিলিয়ন ডলার, যেখানে ১৯৮৯-৯০ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,৪৮৬ মিলিয়ন ডলার ও ৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলার।

আমদানী ব্যয়

১০.২। ১৯৯০-৯১ সালে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা, বিনিময় ও বিশেষ বাণিজ্য, ওয়েজ আর্নার্স স্কীম, ধার/ঋণ এবং অনুদানের আওতায় আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,০৪১.৪ কোটি টাকা (১৬.৫%), ৩৮৩.৪ কোটি টাকা (৩.১%), ৫,৩৬৮.৬ কোটি টাকা (৪৩.৪%), ২,২৮২.৯ কোটি টাকা (১৮.৪%) এবং ২,৩০১.৯ কোটি টাকা (১৮.৬%)। বিদেশী সরকার/সংস্থা ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত ধার/ঋণ ও অনুদান (খাদ্য বহির্ভূত) প্রকল্প খাতে ২,৯৮১.৪ কোটি টাকা এবং অপ্রকল্প খাতে ৬৪৫.৩ কোটি টাকা আমদানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালে অনুদানের আওতায় খাদ্য খাতে আমদানীর পরিমাণ ছিল ৯৫৮.১ কোটি টাকা। ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালে প্রধান প্রধান খাতে আমদানী ব্যয়ের পরিমাণ ১০.১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী-১০.১

পণ্য আমদানী ব্যয়*

খাতসমূহ	১৯৯০-৯১		১৯৮৯-৯০	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার
১। খাদ্যশস্যঃ	১,০৫৯.৬	২৯৭	১,১২৯.২	৩৪৩
ক) চাল	নেই	নেই	(৩৩৫.৮)	(১০২)
খ) গম	(১,০৫৯.৬)	(২৯৭)	(৭৯৩.৪)	(২৪১)
২। ভোজ্য তেল ও তেল বীজ	৬০২.৯	১৬৯	৫২৯.৫	১৬১
৩। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য	১,২৪১.৫	৩৪৮	৯৭৬.২	২৯৭
৪। তুলা	২৪২.৬	৬৮	২৮৫.০	৮৭
৫। সুতা	২৬৪.০	৭৪	১৭৬.২	৫৪
৬। সার	১৩২.০	৩৭	১৫২.০	৪৬
৭। রাসায়নিক দ্রব্য	৩২৮.২	৯২	৮৫৩.১	২৫৯
৮। সিমেন্ট	২৬৭.৬	৭৫	৩২১.১	৯৮
৯। চিনি	নেই	নেই	১৪৪.৬	৪৪
১০। মূলধনী দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণ	৪,৩৯২.৬	১,২৩১	৪,২৬৭.৩	১,২৯৬
১১। অন্যান্য	৩,৮৪৭.২	১,০৭৯	৩,৫৪০.১	১,০৭৪
মোট আমদানী (সি এন্ড এফ)ঃ	১২,৩৭৮.২	৩,৪৭০	১২,৩৭৪.৩	৩,৭৫৯

* উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

রপ্তানী আয়

১০.৩। ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৯৫৫.৯ কোটি টাকায়, যা ছিল ১৯৮৯-৯০ সালের ৪,৮৯২.৯ কোটি টাকার তুলনায় ১,০৬৩.০ কোটি টাকা বা শতকরা ২১.৭ ভাগ বেশী। ডলার মূল্যে ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সালের ১,৪৮৬ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৮৩ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ১২.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৬৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। প্রধানত কাঁচা পাট, তৈরী পোশাক এবং সার রপ্তানী থেকে বর্ধিত আয়ের ফলে আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ সালে কাঁচা পাট থেকে রপ্তানী আয় পূর্ববর্তী বছরের ৩৭০.৭ কোটি টাকা থেকে শতকরা ১৫.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৮.৮ কোটি টাকায় এবং তৈরী পোশাক থেকে তা ১,৯৪৯.২ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৪৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮১২.২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে সার রপ্তানী থেকে আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৫১.২ কোটি টাকা থেকে বিপুল পরিমাণে (২০৪.১%) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৫.৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয় ১,০০৮.০ কোটি টাকা, পূর্ববর্তী বছরে যার পরিমাণ ছিল ১,০১৩.০ কোটি টাকা। ১০.২ নম্বর সারণীতে ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৮৯-৯০ সালে প্রধান প্রধান খাতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারণী-১০.২

পণ্য রপ্তানী আয়*

খাতসমূহ	১৯৯০-৯১		১৯৮৯-৯০	
	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার	কোটি টাকা	মিলিয়ন ডলার
১। কাঁচা পাট	৪২৮.৮	১২০	৩৭০.৭	১১২
২। পাটজাত দ্রব্য	১,০০৮.০	২৮৩	১,০১৩.০	৩০৮
৩। চা	১৪৩.৫	৪০	১১৫.৯	৩৫
৪। চামড়া	৪৯২.০	১৩৮	৫৪৮.৯	১৬৭
৫। হিমায়িত মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা	৬১১.১	১৭১	৫৫৯.৫	১৭০
৬। তৈরী পোশাক	২,৮১২.২	৭৮৮	১,৯৪৯.২	৫৯২
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন	৪৬.৫	১৩	৫৫.১	১৭
৮। নিউজপ্রিন্ট	৯.১	২	১২.২	৪
৯। সার	১৫৫.৭	৪৪	৫১.২**	১৫**
১০। অন্যান্য	২৪৯.০	৭০	২১৭.২**	৬৬**
মোট রপ্তানী (এফ ও বি)ঃ	**৫,৯৫৫.৯**	**১,৬৬৯**	**৪,৮৯২.৯**	**১,৪৮৬**

* উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

** সংশোধিত।

সেবা খাতের হিসাব

১০.৪। সেবা খাতে ঘাটতির পরিমাণ (অদৃশ্যমান ব্যয় বিয়োগ অদৃশ্যমান আয়) ১৯৮৯–৯০ সালের ১০৮ মিলিয়ন ডলার (৩৫৬.১ কোটি টাকা) থেকে ৮২ মিলিয়ন ডলার হ্রাস পেয়ে ১৯৯০–৯১ সালে ২৬ মিলিয়ন ডলারে (৯৩.২ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। 'ভ্রমণ', 'বিনিয়োগ' এবং 'অন্যান্য পণ্য ও সেবা' খাতে প্রধানত ব্যয় হ্রাসের ফলেই ১৯৯০–৯১ সালে সেবা খাতের হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায়।

সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য

১০.৫। ১৯৯০–৯১ সালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ৩৪৭ মিলিয়ন ডলার (১,২৩৮.৯ কোটি টাকা) উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ১০০ মিলিয়ন ডলার (৩২৮.৮ কোটি টাকা) ঘাটতি ছিল। মূলত বাণিজ্য ও সেবা খাতদ্বয়ে ঘাটতি হ্রাস এবং 'অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর' (Private Unrequited Transfer) খাতে প্রাপ্তি বৃদ্ধির কারণে আলোচ্য বছরে বৈদেশিক লেনদেনের সামগ্রিক ভারসাম্যে উন্নতি ঘটে। আলোচ্য বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বাণিজ্যের ঘাটতি হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৪৭২ মিলিয়ন ডলার (১,০৫৯.১ কোটি টাকা) এবং 'অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর' খাতে নীট্ প্রাপ্তির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৮০২ মিলিয়ন ডলার (২,৬৩২.৯ কোটি টাকা) থেকে ৪৪ মিলিয়ন ডলার (৩৮৪.০ কোটি টাকা) বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪৬ মিলিয়ন ডলারে (৩,০১৬.৯ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। নীট্ মূলধনের অন্তর্মুখী প্রবাহ ১৯৮৯–৯০ সালের ১,৪৭৯ মিলিয়ন ডলার (৪,৮৭৫.৮ কোটি টাকা) থেকে হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে ১,৩২৮ মিলিয়ন ডলারে (৪,৭৩৭.৫ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। বহির্বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্টের ১০ নম্বর সারণীতে দেখানো হয়েছে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ

১০.৬। ১৯৯০–৯১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১৯৮৯–৯০ সালের ৭৬০.৫৩ মিলিয়ন ডলার (২,৪৯৬.১০ কোটি টাকা) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৬৪.০ মিলিয়ন ডলারে (২,৭২৫.৬ কোটি টাকা) দাঁড়ায়। বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৬ নম্বর সারণীতে দেখানো হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

১০.৭। ১৯৯০–৯১ সালে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত মজুদসহ) ১৯৯০ সালের জুন শেষের ৫২০ মিলিয়ন ডলার (১,৮১৬.১ কোটি টাকা) থেকে ১৯৯১ সালের জুন শেষে

৮৮০ মিলিয়ন ডলারে (৩,১৫০.১ কোটি টাকা) বৃদ্ধি পায়। অন্যান্যের মধ্যে, রপ্তানী আয়ের লক্ষণীয় বৃদ্ধি ও আইএমএফ এবং এডিবি থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সাহায্য প্রাপ্তির ফলেই আলোচ্য বছরে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বৃদ্ধি পায়। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের বিবরণ পরিশিষ্টের ১৪ নম্বর সারণীতে দেয়া হয়েছে।

পণ্য-বাণিজ্য শর্ত (Commodity Terms of Trade)

১০.৮। বাংলাদেশের বিগত তিন বছরের পণ্য-বাণিজ্য শর্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ সালে আমদানী পণ্যের (বিশেষ করে খাদ্যশস্য, ভোজ্যতেল ও রাসায়নিক সার এর ক্ষেত্রে) মূল্য সূচক শতকরা ৬.৩ ভাগ বৃদ্ধির মুখে রপ্তানী পণ্যের (বিশেষ করে পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য এবং চামড়ার ক্ষেত্রে) মূল্য সূচক শতকরা ৩.২ ভাগ হ্রাস পাওয়ায় পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ৯.০ ভাগ অবনতি ঘটে। ১৯৮৯-৯০ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্য সূচক শতকরা ৩.২* ভাগ বৃদ্ধি পেলেও আমদানী পণ্যের মূল্য সূচক শতকরা ৬.০* ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পণ্য-বাণিজ্য শর্তে শতকরা ২.৬* ভাগ অবনতি ঘটে। ১৯৯০-৯১ সালে আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের মূল্য সূচক উভয়ই প্রায় সমান হারে বৃদ্ধির ফলে পণ্য-বাণিজ্য শর্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্তের গতিধারা ১০.৩ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

---

* সংশোধিত।

সারণী-১০.৩

বাংলাদেশের পণ্য-বাণিজ্য শর্ত
(ভিত্তিঃ ১৯৭৯-৮০=১০০)

বছর	রপ্তানী মূল্য সূচক (ক)	আমদানী মূল্য সূচক (খ)	পণ্য-বাণিজ্য শর্ত ১/ (গ)
১৯৮১-৮২	৭৪.৭	১১৮.৭	৬২.৯
	(-১৩.৯)	(+৪.৬)	(-১৭.৮)
১৯৮২-৮৩	৭৬.১	১১২.৫	৬৭.৬
	(+১.৯)	(-৫.২)	(+৭.৫)
১৯৮৩-৮৪	৮৯.৮	১১০.৯	৮১.০
	(+১৮.০)	(-১.৪)	(+১৯.৮)
১৯৮৪-৮৫	১০৮.৮	১১০.৮	৯৮.২
	(+২১.২)	(-০.১)	(+২১.২)
১৯৮৫-৮৬	৭৮.৯	৯৮.৫	৮০.১
	(-২৭.৫)	(-১১.১)	(-১৮.৪)
১৯৮৬-৮৭	৮১.৮	৮৯.৯	৯১.০
	(+৩.৭)	(-৮.৭)	(+১৩.৬)
১৯৮৭-৮৮	৯৫.৭	৯১.৪	১০৪.৭
	(+১৭.০)	(+১.৭)	(+১৫.১)
১৯৮৮-৮৯	৯২.৬	৯৭.২	৯৫.৩
	(-৩.২)	(+৬.৩)	(-৯.০)
১৯৮৯-৯০*	৯৫.৬	১০৩.০	৯২.৮
	(+৩.২)	(+৬.০)	(-২.৬)
১৯৯০-৯১ সা	১০১.৯	১০৮.৮	৯৩.৭
	(+৬.৬)	(+৫.৬)	(+১.০)

১/ সূত্রঃ পণ্য-বাণিজ্য শর্ত= $\frac{ক}{খ}$ x ১০০। *সংশোধিত।

সা = সাময়িক।

টীকাঃ ১। বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাসমূহ বার্ষিক পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

২। পণ্য-বাণিজ্য শর্তের রপ্তানী ও আমদানী মূল্য সূচকগুলোকে যথাক্রমে মোট রপ্তানী ও আমদানীর মূল্যের শতকরা ৯৫ ও ১০০ ভাগ ১৯৭৯-৮০ সালে এবং শতকরা ৯০ ও ১০০ ভাগ ১৯৯০-৯১ সালে বিবেচনা করা হয়েছে।

উৎসঃ পরিকল্পনা কমিশন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক সাহায্য

১১.১। ১৯৯০–৯১ সালে বাংলাদেশের জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১৯৮৯–৯০ সালে প্রতিশ্রুত ২,১৪৪ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ৩৬.১ ভাগ কম। ১৯৯০–৯১ সালে প্রতিশ্রুত সাহায্যের মধ্যে ৪৮৬ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৩৫.৪ ভাগ ছিল অনুদান এবং ৮৮৫ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬৪.৬ ভাগ ছিল ঋণ। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত প্রতিশ্রুত সর্বমোট ২৭,৪৬৩ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১২,৬২৯ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৬.০ ভাগ ছিল অনুদান।

১১.২। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯১ সালের জুন পর্যন্ত অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২২,৪৬১ মিলিয়ন ডলার বা মোট প্রতিশ্রুতির শতকরা ৮১.৮ ভাগ। মোট অবমুক্ত সাহায্যের মধ্যে ১০,৯৩৩ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪৮.৭ ভাগ ছিল অনুদান এবং অবশিষ্ট ১১,৫২৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৫১.৩ ভাগ ছিল ঋণ।

১১.৩। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে বাংলাদেশের মোট বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ছিল ১১,০৫২ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৯০ সালের জুন শেষের বকেয়া ১০,৩৪৮ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৭০৪ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬.৮ ভাগ বেশী।

১১.৪। ১৯৯০–৯১ সালে অবমুক্ত সাহায্যের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৭৩২ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৮১০ মিলিয়ন ডলার থেকে ৭৮ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৪.৩ ভাগ কম। ১৯৯০–৯১ সালে প্রাপ্ত খাদ্য সাহায্য ছিল ২৬৮ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ১৮৮ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ৪২.৬ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে প্রাপ্ত মোট পণ্য সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪০৮ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ৪৫৭ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ১০.৭ ভাগ কম। এ বছরে প্রাপ্ত প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,০৫৬ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরে প্রাপ্ত ১,১৬৫ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় শতকরা ৯.৪ ভাগ কম। ১৯৯০–৯১ সালে বাংলাদেশ মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক ঋণের মধ্যে আসল বাবদ পরিশোধ করে ১৯৭ মিলিয়ন ডলার (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল থেকে গৃহীত ঋণের পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়) এবং সুদ বাবদ পরিশোধ করে ১২০ মিলিয়ন ডলার। ফলে, ১৯৯০–৯১ সালে বৈদেশিক সাহায্যের অন্তঃপ্রবাহের নীট্ পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৪১৫ মিলিয়ন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের ১,৫২০ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১০৫ মিলিয়ন ডলার বা শতকরা ৬.৯ ভাগ কম। ১১.১ নম্বর সারণীতে বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধের বিবরণ দেয়া হলো।

সারণী-১১.১

বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি ও দায় পরিশোধ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাত	বছর		
	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২ (প্রক্ষেপণ)
১। **প্রাপ্তি**	**১,৮১০**	**১,৭৩২**	**১,৯১১**
(ক) খাদ্য সাহায্য	১৮৮	২৬৮	১৮৫
(খ) পণ্য সাহায্য	৪৫৭	৪০৮	৫০০
(গ) প্রকল্প সাহায্য	১,১৬৫	১,০৫৬	১,২২৬
২। **পরিশোধ***	**২৯০**	**৩১৭**	**৪১৫**
(ক) আসল	১৭৬	১৯৭	২৫০
(খ) সুদ	১১৪	১২০	১৬৫
৩। **নীট প্রাপ্তি (১-২)**	**১,৫২০**	**১,৪১৫**	**১,৪৯৬**

* আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ঋণ পরিশোধ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

১২.১। ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের এনহ্যান্সড্ স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাষ্টমেন্ট ফ্যাসিলিটির (ইসাফ) আওতায় ২৫৮.৭৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর (বাংলাদেশের কোটা ২৮৭.৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর এর শতকরা ৯০ ভাগ) উত্তোলন করার অনুমোদন পায়। এ সমুদয় অর্থ ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯০ হতে ৩০শে জুন, ১৯৯৩ পর্যন্ত মোট ছয়টি কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে প্রথম বার্ষিক এ্যারেঞ্জমেন্টের আওতায় বাংলাদেশকে ৮৬.২৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ ১ম কিস্তি হিসেবে ৪৩.১২ মিলিয়ন এস, ডি, আর পায়। পরবর্তীতে মিডটার্ম রিভিউ এর সময় মধ্যপ্রাচ্য সংকটের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের "ফ্রন্টলোডিং" এর অনুরোধে দ্বিতীয় কিস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১০০.৬৩ মিলিয়ন এস, ডি, আর এ নির্ধারণ করা হয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক এ্যারেঞ্জমেন্টের আওতায় প্রতিটির জন্য ঋণের পরিমাণ ৫৭.৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর-এ হ্রাস করা হয়। ১৯৯১ এর জুন মাসে বাংলাদেশ দ্বিতীয় কিস্তির ১০০.৬৩ মিলিয়ন এস, ডি, আর উত্তোলন করে। ফলে, আলোচ্য বছরে ইসাফ-এর আওতায় বাংলাদেশের মোট প্রাপ্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৩.৭৫ মিলিয়ন এস, ডি, আর।

১২.২। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বিভিন্ন সুবিধার আওতায় উত্তোলনের বিপরীতে ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ মোট ১৩৭.০৬ মিলিয়ন এস, ডি, আর পরিশোধ করে। এছাড়া, বাংলাদেশ চার্জ হিসেবে মোট ২২.৫০ মিলিয়ন এস, ডি, আর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলকে প্রদান করে। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশের সাথে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের লেনদেনের চিত্র ১২.১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী–১২.১

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সাথে লেনদেন

(মিলিয়ন এস, ডি, আর)*

ক্রমিক নং	সুবিধাসমূহ	উত্তোলন/ক্রয়	বকেয়া (৩০–৬–৯০ পর্যন্ত)	১৯৯০–৯১ এ ক্রয়ের পরিমাণ	১৯৯০–৯১ এ পরিশোধের পরিমাণ	বকেয়া (৩০–৬–৯১ পর্যন্ত)
১।	স্ট্যান্ড–বাই অ্যারেঞ্জমেন্ট, ১৯৮৫	১৮০.০০	১০৮.০০	নেই	৭৮.০০	৩০.০০
২।	এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি, ১৯৮০	১১০.০০	১০.৫৫	নেই	১০.৫৫	নেই
৩।	কমপেনসেটরী ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি, ১৯৮৭	৮৮.৯০	৭৭.৭৯	নেই	৪৪.৪৪	৩৩.৩৫
৪।	ট্রাষ্ট ফান্ড, ১৯৭৭–৮১	১২১.৭৯	১.০৭	নেই	১.০৭	নেই
৫।	স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাষ্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি, ১৯৮৭	২০১.২৫	২০১.২৫	নেই	নেই	২০১.২৫
৬।	ইমারজেন্সী অ্যাসিস্ট্যান্স	৭১.৮৭	৭১.৮৭	নেই	নেই	৭১.৮৭
৭।	এনহ্যান্সড স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাষ্টমেন্ট ফ্যাসিলিটি (ইসাফ), ১৯৯০	১৪৩.৭৫	নেই	১৪৩.৭৫	নেই	১৪৩.৭৫
	মোটঃ		৪৭০.৫৩**	১৪৩.৭৫	১৩৪.০৬	৪৮০.২২

* এস, ডি, আর ১=১.৩৪১৬৪ মার্কিন ডলার (১২ই আগষ্ট, ১৯৯১ তারিখে)।

** সংশোধিত।

১২.৩। উপরোক্ত লেনদেনের ফলে ১৯৯১ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের নিকট বকেয়া দায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮০.২২ মিলিয়ন এস, ডি, আর (৬৪৪.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। পূর্ববর্তী বছরে একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৪৭০.৫৩ মিলিয়ন এস, ডি,আর (৬২৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য নীতি

১৩.১। বহির্বাণিজ্যের ভারসাম্যে ক্রমাগত ঘাটতি হ্রাসকরণ এবং সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক লক্ষ্য সামনে রেখে ১৯৮৯-৯০ সালে প্রথম দ্বি-বার্ষিক বাণিজ্য নীতি (১৯৮৯-৯১) প্রণয়ন করা হয়। এতে একদিকে রপ্তানী পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানীর ভিত্ সুদৃঢ়করণ ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানী পণ্য বিপণন সুসংহতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং অন্যদিকে আমদানী নীতিকেও সহজতর এবং উদারভিত্তিক করা হয়।

রপ্তানী নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা

১৩.২। দ্বি-বার্ষিক রপ্তানী নীতিতে ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য ৪,৬৬০.০০ কোটি টাকা (১,৪৫৬ মিলিয়ন ডলার) এবং ১৯৯০-৯১ সালের জন্য ৬,০৬৯.০০ কোটি টাকা (১,৭৩৪ মিলিয়ন ডলার) রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী আয়ের@ পরিমাণ দাঁড়ায় ৬,০৫৬.০৯ কোটি টাকায় (১,৭১৭.৫৫ মিলিয়ন ডলার), যা ছিল উক্ত সালের লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯৯.৮ ভাগ। কিন্তু, পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানী আয় ৪,৯৭৬.৪২ কোটি টাকার (১,৫২৩.৭০ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ২১.৭* ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে প্রধানত তৈরী পোশাক, হোসিয়ারী দ্রব্য এবং হিমায়িত খাদ্য সামগ্রী থেকে আয় বৃদ্ধির ফলেই রপ্তানী আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানী পণ্যের মূল্য সূচক শতকরা ৬.৬** ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং আমদানী পণ্যের মূল্য সূচক বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫.৬** ভাগ।

১৩.৩। রপ্তানী উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকার যে দ্বি-বার্ষিক (১৯৮৯-৯১) কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(১) রপ্তানী বিপণনের উদ্দেশ্যে রপ্তানীকারকদের বিদেশে বাণিজ্যিক সফরের সুবিধার্থে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের হার রপ্তানী আয়ের শতকরা ১ ভাগ হিসেবে বার্ষিক সর্বোচ্চ ২৫,০০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ২ ভাগ হিসেবে অনূর্ধ্ব ৪০,০০০ ডলারে, রপ্তানী হাউজের ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ হিসেবে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে

@ উৎসঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো।

* ডলারের হিসেবে শতকরা ১২.৭ ভাগ বেশী।

** সাময়িক।

শতকরা ২.৫ ভাগ হিসেবে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারে এবং নবাগত রপ্তানীকারকদের ক্ষেত্রে ৩,০০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি করে ৪,০০০ ডলারে নির্ধারণ করা হয়।

(২) রপ্তানীকারকদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে ক্রেডিট কার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা জারী করেছে।

(৩) পদ্ধতিগত জটিলতা এবং বিপণন সমস্যা দূরীকরণার্থে বন্দর এলাকায় চিংড়ি মাছের 'ডবল চেকিং' প্রথা রহিত করা হয়েছে।

(৪) আধুনিক নতুন বস্ত্রকল স্থাপন এবং নির্বাচিত পুরাতন বস্ত্রকলসমূহের মানোন্নয়নের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের বস্ত্র উৎপাদন এবং তা স্থানীয় তৈরী পোশাকে ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর মূল্য সংযোজনের সহায়তা প্রদানসহ প্রত্যক্ষ বস্ত্র রপ্তানী উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প হিসেবে বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বস্ত্র মন্ত্রণালয় কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

(৫) তৈরী পোশাক খাতে অর্জিত আয়ের যে অংশ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে কাপড় আমদানী বাবদ পরিশোধের প্রয়োজন হয় তা টাকায় রূপান্তর না করে রপ্তানীকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখার সুবিধা প্রদান করা হয়।

(৬) ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই থেকে ওয়েট-ব্লু চামড়া রপ্তানী সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয় এবং তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চামড়া খাতের নির্বাচিত ইউনিটসমূহের বি এম আর ই (BMRE) করণের জন্য কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হয়।

(৭) হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে স্থানীয় কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে বাঁশ, বেত ও নারিকেলের পরিকল্পিত চাষের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

(৮) হিমায়িত খাদ্য এবং ইলেকট্রনিক্স খাতকে 'অগ্রণী রপ্তানী খাত' (Thrust Sector) হিসেবে রপ্তানী নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৯) ১৯৮৯-৯০ সালে চামড়া ও তৈরী পোশাকের উপর দেশে দু'টি আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন মেলার আয়োজন করা হয়। ১৯৯০-৯১ সালে এ ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়নি।

(১০) 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' এর আওতাধীন পণ্যের ক্ষেত্রে তৈরী পোশাকের মত "বিশেষ শুল্ক বন্ড' ব্যবস্থা চালু করা হয়।

(১১) রপ্তানী ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতকে অধিকতর সুসংগঠিত করার মাধ্যমে পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে চামড়া ও হিমায়িত খাদ্য খাতে 'রপ্তানী উন্নয়ন কাউন্সিল' গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমদানী নীতি ও কর্মসূচী

১৩.৪। ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ সালের জন্য দ্বি-বার্ষিক আমদানী নীতি ঘোষিত হলেও আমদানী কর্মসূচী ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বার্ষিক ভিত্তিতে স্থির করা হয়েছিল। ১৯৯০-৯১ সালের আমদানী নীতিতে আমদানী ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ৯,০০০.০০ কোটি টাকা (২,৫৭১.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা ১৯৮৯-৯০ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৮,৩৬০.০০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৭.৭ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরের জন্য ধার্যকৃত ৯,০০০.০০ কোটি টাকা আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ৬,৭২৮.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭৪.৮ ভাগ) ওয়েজ আর্নার্স স্কীম/বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার, ১,৫৬২.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১৭.৪ ভাগ) সাহায্য/ঋণ/ধার/অনুদান, ৬৮০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৭.৫ ভাগ) বিনিময় ও প্রতি বাণিজ্য এবং ৩০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ০.৩ ভাগ) নগদ অর্থে আসবে বলে ধরা হয়। আমদানীর জন্য উপরোক্ত ব্যয় বরাদ্দের খাতওয়ারী বন্টন ছিল ঃ বেসরকারী শিল্প খাত ৪,০২২.০০ কোটি টাকা, সরকারী শিল্প খাত ১,০৫০.০০ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক আমদানী (বেসরকারী) ১,৯৮৭.০০ কোটি টাকা, বাণিজ্যিক আমদানী (সরকারী) ৪৪৬.০০ কোটি টাকা, পি ও এল ১,৪৬৫.০০ কোটি টাকা এবং সংরক্ষিত নগদ তহবিল ৩০.০০ কোটি টাকা।

আমদানী লাইসেন্স*

১৩.৫। ১৯৯০-৯১ সালের আমদানী ব্যয় বরাদ্দের বিপরীতে ৮,১১১.২৮ কোটি টাকা মূল্যের (মোট বরাদ্দের শতকরা ৯০.১ ভাগ) আমদানী লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ১৯৮৯-৯০ সালে ইস্যুকৃত আমদানী লাইসেন্সের মূল্য ছিল ৮,১৬৮.৫৪** কোটি টাকা বা মোট বরাদ্দের শতকরা ৯৭.৭ ভাগ। আলোচ্য বছরে ইস্যুকৃত আমদানী লাইসেন্সের বিপরীতে অর্থ সংস্থানের উৎস ছিলঃ এস ই এম ৭,২০২.৫১ কোটি টাকা (শতকরা ৮৮.৮ ভাগ), সাহায্য/ঋণ/ধার/অনুদান ৬৪৫.৭০ কোটি টাকা (শতকরা ৮.০ ভাগ), বিনিময়/এস টি এ ২৫৮.৭৫ কোটি টাকা (শতকরা ৩.২ ভাগ) এবং নগদ ৪.৩২ কোটি টাকা। ইস্যুকৃত লাইসেন্সের খাতওয়ারী বন্টন ছিল ঃ বাণিজ্যিক আমদানীকারক ২,৮৪৮.৭২ কোটি টাকা (শতকরা ৩৫.১ ভাগ), শিল্পে ব্যবহারকারী (বেসরকারী) আমদানীকারক ২,৯৩১.০০ কোটি টাকা (শতকরা ৩৬.১ ভাগ), বি পি সি ১,৬৫৪.৩৭ কোটি টাকা (শতকরা ২০.৪ ভাগ), টি সি বি ১১০.০০ কোটি টাকা (শতকরা ১.৪ ভাগ) এবং অন্যান্য সেক্টর করপোরেশন ৫৬৭.১৯ কোটি টাকা (শতকরা ৭.০ ভাগ)।

---

* উৎসঃ আমদানী ও রপ্তানী মুখ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর।

** সংশোধিত।

আমদানী মূল্য*

১৩.৬। ১৯৯০-৯১ সালে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য আমদানীসমূহের মোট মূল্য দাঁড়ায় ১২,৩৭৮.২ কোটি টাকায় (৩,৪৭০ মিলিয়ন ডলার), যা ছিল ১৯৮৯-৯০ সালের ১২,৩৭৪.৩ কোটি টাকা (৩,৭৫৯ মিলিয়ন ডলার) আমদানী ব্যয়ের তুলনায় শতকরা ০.০৩[১] ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে মোট আমদানী ব্যয়ের মধ্যে ছিলঃ জীবন্ত প্রাণী ও প্রাণিজ দ্রব্য ২৬১.০ কোটি টাকা; উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ৪১৩.১ কোটি টাকা; প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ ও তেল এবং তদজাত উৎপাদিত পণ্য ৫২০.১ কোটি টাকা; খনিজ উৎপাদিত দ্রব্য ১,৬৮১.৩ কোটি টাকা; রাসায়নিক কিংবা তদজাত শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য ৫২৭.৮ কোটি টাকা; প্লাষ্টিক ও এর আনুষঙ্গিক উপকরণ এবং রাবার ও এর আনুষঙ্গিক উপকরণ ২৪৩.৯ কোটি টাকা; টেক্সটাইল ও এর আনুষঙ্গিক উপকরণ ১,৮৬৯.৯ কোটি টাকা; নিকৃষ্ট ধাতু ও এর তৈরী দ্রব্যাদি ৫৫৫.২ কোটি টাকা; যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রপাতি, সাউন্ড রেকর্ডার, টেলিভিশন ও এর আনুষঙ্গিক উপকরণ ৯৬৬.৮ কোটি টাকা; যানবাহন, এয়ারক্রাফট, জাহাজ ও অন্যান্য পরিবহন সামগ্রী ৩৭৭.৩ কোটি টাকা; অন্যান্য বিবিধ সামগ্রী ৩৭৬.০ কোটি টাকা এবং ধার ও অনুদানের আওতায় ৪,৫৮৪.৮ কোটি টাকা।

১৩.৭। আমদানী ব্যবস্থাকে সহজতর এবং উদারভিত্তিক করার লক্ষ্যে দ্বি-বার্ষিক আমদানী নীতি, ১৯৮৯-৯১ এর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছিল নিম্নরূপঃ

(১) পণ্যের আমদানীযোগ্যতা নিরূপণ সহজতর করার লক্ষ্যে পূর্বের নিষিদ্ধ ঘোষিত ও শর্তযুক্ত তালিকা দু'টির স্থলে দ্বি-বার্ষিক আমদানী নীতি আদেশে একটি মাত্র 'নিয়ন্ত্রণ তালিকা' অন্তর্ভুক্ত করা হয়;

(২) নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে শতকরা ১০০ ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্ত বন্ডেড্ ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানীকারকদের ক্ষেত্রে প্রত্যাহার করা হয়;

(৩) পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে সি এন্ড এফ ১০ লক্ষ টাকা মূল্য সীমা পর্যন্ত বিদেশী সরবরাহকারী কর্তৃক সরাসরি ইস্যুকৃত প্রোফরমা ইনভয়েস (Proforma Invoice) এর বিপরীতে ঋণপত্র খোলার সুবিধা প্রদান করা হয়;

(৪) সিমেন্ট, ভোজ্য তেল, কয়লা, হার্ডকোক প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য অবাধে আমদানীর ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হয়;

---

* উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

[১] ডলারের হিসেবে আমদানি ব্যয় শতকরা ৭.৭ ভাগ কম।

(৫) দ্বিতীয় মানের বিপি শীট, জিপি শীট ও টিন প্লেটের মত দ্বিতীয় মানের এম এস শীট, ষ্টেইনলেস ষ্টীল শীট, সি আর সি এ শীট এবং সিলিকন শীটও অবাধে আমদানীযোগ্য করা হয় এবং

(৬) পাট ও বস্ত্রকলের যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা দূরীকরণের জন্য নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত পণ্যসমূহের আলাদা তালিকা না রেখে এসব দ্রব্যের আমদানীযোগ্যতা ১৯৮৯-৯০ সালের আমদানী নীতি আদেশের মূল নিয়ন্ত্রণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য ও বিনিময় চুক্তি

১৪.১। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের ৬টি নতুন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্ববর্তী বছরে ৭টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ১৯৮৯-৯০ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় চুক্তিটি (বার্টার নং-১০) ৩১শে আগস্ট, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হয়, যা ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। রুমানিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় চুক্তিটি (বার্টার নং-৮) ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হয়ে ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। টি সি বি-এর সাথে স্বাক্ষরিত দু'টো বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে টি সি বি - সলজগিটার স্টল (পশ্চিম জার্মানী) চুক্তিটি ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হয়ে ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং টি সি বি-মোস্তাজাফান এন্ড জানবাজান ফাউন্ডেশন (ইরান) চুক্তিটি ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৯ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং এরেঞ্জমেন্ট স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ হতে দু'(২) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য যে, এখনও পর্যন্ত চুক্তিটির ব্যাংকিং এরেঞ্জমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়নি। চীনের সাথে স্বাক্ষরিত বিনিময় চুক্তিটি (চুক্তি নং -১২) এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি (চুক্তি নং-১৯) যথাক্রমে ১৯৯০ সালের ৮ই জানুয়ারী ও ২৭শে মার্চ তারিখে কার্যকর হয়ে ১৯৯১ সালের ৭ই জানুয়ারী ও ১৯৯০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে শেষ হয়ে যায়। এছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি এপেক্স-এলডার্স (অস্ট্রেলিয়া) এসটিএ ১৯৯০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কার্যকর হয়ে ১৯৯১ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

১৪.২। ১৯৯০-৯১ সালে যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তিগুলোর আওতায় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে ছিল কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, পাটের দড়ি ও সুতলী, পাটের তৈরী কার্পেট, তামাক, চা, প্যাকেট চা/চায়ের ব্যাগ, তৈরী পোশাক (স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বস্ত্র দ্বারা), বেতের তৈরী সামগ্রী, ক্রাস্ট ও ফিনিশড্ চামড়া, ক্রাস্ট বোনস্, হিমায়িত খাদ্য সামগ্রী, সিরামিক সামগ্রী, ইলেকট্রোনিক্স সামগ্রী, ষ্টেশনারী সামগ্রী, খেলাধুলার জুতা, টয়লেট্রিজ ও কসমেটিক্স, স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল, কপার অয়্যার, জি আই পাইপ, এম এস পাইপ এবং বিটুমিন ইত্যাদি।

অন্যদিকে, প্রধান প্রধান আমদানী পণ্যগুলো ছিল ঃ কাঁচা তুলা, গম, ডাল, টিনজাত গুঁড়া দুধ ও কনডেন্সড্ মিল্ক, খাদ্যের শস্যজাত খাদ্য সামগ্রী, সিমেন্ট, সয়াবিন তেল, পাম অয়েল,

নারিকেল তেল, সরিষার তেল ও অন্যান্য ভেষজ তেল, ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল, মেডিকাল সরঞ্জামাদি, পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস, স্টীম কয়লা, পিগ আয়রন (কোক), কোল্ড রোল্ড/বিপি শীট/হটরোল্ড স্টীল স্ট্রীপস্/কয়েল (আনএনিলড্), প্যাকিং ম্যাটারিয়ালস্ এবং একটিভ দ্রব্যাদি, পেস্টিসাইড, সোডা, জিংক ও এ্যালুমিনিয়াম ইনগট, স্টীলের সামগ্রী, স্টীল স্ক্র্যাপ, রং ও রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন তেলবীজ, মসলা ও ফলমূল, সিবিইউ/এসকেডি/সিকেডি কার, বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল ও অটোরিক্সা এবং মোটর গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশ, ল্যাবরেটরী কেমিকাল এন্ড রিজেন্ট, হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মেশিনারীজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ, রোলিং স্টকের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, রাইস মিল ও ময়দার মিলের খুচরা যন্ত্রাংশ, স্যাকারিন, সিরামিক টাইলস্, মার্বেল স্ল্যাব, মোজাইক ম্যাটেরিয়ালস্, বাথটাব, স্টেশনারী, ফিক্সচার ও ফিটিংস, চামড়া শিল্পের রাসায়নিক দ্রব্য, ট্যালো, পাল্প ও অন্যান্য কাগজ জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি। ১৯৯০-৯১ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর বিবরণ ১৪.১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী-১৪.১

বাণিজ্য চুক্তিসমূহ

ক্রমিক নং	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দেশ/সংস্থা	প্রত্যেক পক্ষ থেকে বিনিময়যোগ্য পণ্যের মূল্য (মার্কিন ডলারে)
১।	২১-৮-৯০	টিসিবি-টোরেন গ্রুপ (লন্ডন) এসটিএ	১০ মিলিয়ন
২।	২৭-১১-৯০	বেক্সিমকো-গ্রোপফিল্ড (সিঙ্গাপুর) এসটিএ	২১ মিলিয়ন
৩।	২৯-১১-৯০	বাংলাদেশ-হাঙ্গেরী (স্পেশাল একাউন্ট নং-১১)	৫০ মিলিয়ন
৪।	১৯-১২-৯০	নিপা-এলসনার (অস্ট্রিয়া) এসটিএ	১৫ মিলিয়ন
৫।	৩-১-৯১	এসিটি-এলসনার (অস্ট্রিয়া) এসটিএ	২০ মিলিয়ন
৬।	২৭-৩-৯১	টিসিবি-ইউনিট্রাক (সুইজারল্যান্ড) এসটিএ	০৬ মিলিয়ন

নারিকেল তেল, সরিষার তেল ও অন্যান্য ভেষজ তেল, ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল, মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি, পেট্রোলিয়াম প্রডাক্টস, স্টীম কয়লা, পিগ আয়রন (কোক), কোল্ড রোল্ড/বিপি শীট/হটরোল্ড স্টীল স্ট্রীপস্/কয়েল (আনএনিলড), প্যাকিং ম্যাটারিয়ালস্ এবং একটিভ দ্রব্যাদি, পেস্টিসাইড, সোডা, জিংক ও এ্যালুমিনিয়াম ইনগট, স্টীলের সামগ্রী, স্টীল স্ক্র্যাপ, রং ও রাসায়নিক দ্রব্য, বিভিন্ন তৈলবীজ, মসলা ও ফলমূল, সিবিইউ/এসকেডি/সিকেডি কার, বাস, ট্রাক, মোটর সাইকেল ও অটোরিক্সা এবং মোটর গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশ, ল্যাবরেটরী কেমিক্যাল এন্ড রিজেন্ট, হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরীতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, মেশিনারীজ ও খুচরা যন্ত্রাংশ, রোলিং স্টকের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ, রাইস মিল ও ময়দার মিলের খুচরা যন্ত্রাংশ, স্যাকারিন, সিরামিক টাইলস্, মার্বেল স্ল্যাব, মোজাইক ম্যাটেরিয়ালস্, বাথটাব, ষ্টেশনারী, ফিক্সচার ও ফিটিংস, চামড়া শিল্পের রাসায়নিক দ্রব্য, ট্যালো, পাল্প ও অন্যান্য কাগজ জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি। ১৯৯০-৯১ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তিগুলোর বিবরণ ১৪.১ নম্বর সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী-১৪.১

বাণিজ্য চুক্তিসমূহ

ক্রমিক নং	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	দেশ/সংস্থা	প্রত্যেক পক্ষ থেকে বিনিময়যোগ্য পণ্যের মূল্য (মার্কিন ডলারে)
১।	২১-৮-৯০	টিসিবি-টৈরন গ্রুপ (লন্ডন) এসটিএ	১০ মিলিয়ন
২।	২৭-১১-৯০	বেক্সিমকো-গ্রোপফিল্ড (সিঙ্গাপুর) এসটিএ	২১ মিলিয়ন
৩।	২৯-১১-৯০	বাংলাদেশ-হাঙ্গেরী (স্পেশাল একাউন্ট নং-১১)	৫০ মিলিয়ন
৪।	১৯-১২-৯০	লিপা-এলসুনার (অষ্ট্রিয়া) এসটিএ	১৫ মিলিয়ন
৫।	৩-১-৯১	এলিট-এলসুনার (অষ্ট্রিয়া) এসটিএ	২০ মিলিয়ন
৬।	২৭-৩-৯১	টিসিবি-ইউনিট্র্যাক (সুইজারল্যান্ড) এসটিএ	০৬ মিলিয়ন

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রধান রপ্তানী পণ্যসমূহ

১৫.১। বিগত এক দশকে বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে বিভিন্ন রপ্তানী পণ্যসমূহের অবদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অপ্রচলিত পণ্যের ক্রমবর্ধমান অবদান এবং প্রচলিত পণ্যসমূহের মন্থর অবস্থা এ পরিবর্তনের মূল বৈশিষ্ট্য। ১৯৮০-৮১ সালে মোট রপ্তানী আয় ১,৩৩৪.৪০* কোটি টাকার মধ্যে অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যসমূহের অবদান ছিল মাত্র ৪২৮.২০ কোটি টাকা বা শতকরা ৩২.১ ভাগ। এর পর থেকে মোট রপ্তানী আয়ে অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যসমূহের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৯-৯০ সালে মোট রপ্তানী আয় ৪,৮৯২.৯০ কোটি টাকার মধ্যে অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্যসমূহের অবদান ছিল ৩,৩৯৩.৩০* কোটি টাকা বা শতকরা ৬৯.৪ ভাগ। ১৯৯০-৯১ সালে এ অবদান আরও বৃদ্ধি পেয়ে মোট রপ্তানী আয় ৫,৯৫৫.৯০* কোটি টাকার মধ্যে ৪,৩৭৫.৬০ কোটি টাকা বা শতকরা ৭৩.৫ ভাগে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের মত আলোচ্য বছরেও অপ্রচলিত পণ্যসমূহ থেকে অর্জিত রপ্তানী আয়ের মধ্যে এককভাবে তৈরী পোশাকের ভূমিকাই ছিল মুখ্য (৬৪.৩%)। অপরদিকে, ১৯৯০-৯১ সালে মোট রপ্তানী আয়ে প্রচলিত পণ্যসমূহের (কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা) অবদান হ্রাস পেলেও এগুলোর মোট আয় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ৫.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

প্রচলিত রপ্তানী পণ্য

কাঁচা পাট@

১৫.২। ১৯৯০-৯১ সালে ৫০.৮১ লক্ষ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়, যা ১৯৮৯-৯০ সালের ৪৬.৩৯ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ৯.৫ ভাগ বেশী। পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১৩.৩৯ লক্ষ একরের তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে শতকরা ৫.১ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.০৭ লক্ষ একরে দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে পাট চাষাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং একর প্রতি অধিক ফলনই পাট উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৯০-৯১ সালে দেশে কাঁচা পাট এর মোট প্রাপ্যতার পরিমাণ ছিল ৬১.৭৬ লক্ষ বেল (১০.৯৫ লক্ষ বেল পূর্ববর্তী মৌসুমের

---

* উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

@ উৎসঃ পাট মন্ত্রণালয়, পাট পরিদপ্তর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন।

মজুদসহ), যা ১৯৮৯–৯০ সালের ৬৯.৮৩ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ১১.৬ ভাগ কম। পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পূর্ববর্তী মৌসুমান্তে মজুদ কম থাকায় আলোচ্য বছরে পাটের মোট প্রাপ্যতা হ্রাস পায়।

১৫.৩। ১৯৯০–৯১ সালে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ২০.৬৪ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ২২.৫ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৬.০০ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়। কাঁচা পাটের মোট প্রাপ্যতা হ্রাস এবং ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসহেতু রপ্তানী ব্যাহত হওয়াকে রপ্তানী হ্রাসের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৯০–৯১ সালে সরকারী ও বেসরকারী খাতে কাঁচা পাট রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১.৪০ লক্ষ বেল (শতকরা ৮.৭৫ ভাগ) ও ১৪.৬০ লক্ষ বেল (শতকরা ৯১.২৫ ভাগ)। ১৯৮৯–৯০ সালে এ দু'খাতে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৯৯ লক্ষ বেল (শতকরা ১৪.৫ ভাগ) ও ১৭.৬৫ লক্ষ বেল (শতকরা ৮৫.৫ ভাগ)। আলোচ্য বছরে কাঁচা পাটের বেল প্রতি গড় রপ্তানী মূল্য দাঁড়ায় ২,৩৫৫.৯৪ টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের বেল প্রতি ১,৯৭১.৯৫ টাকার তুলনায় শতকরা ১৯.৫ ভাগ বেশী। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচা পাটের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম থাকায় এরূপ মূল্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। অবশ্য, রপ্তানীমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ২২.৫ ভাগ হ্রাস পাওয়ার ফলে ১৯৯০–৯১ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ১৯৮৯–৯০ সালের ৪০৭.০১ কোটি টাকা (১২৪.৬২ মিলিয়ন ডলার) থেকে শতকরা ৭.৪ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩৭৬.৯৫ কোটি টাকায় (১০৬.৪২ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

১৫.৪। আলোচ্য বছরে উৎপাদক পর্যায়ে মণ প্রতি কাঁচা পাটের বার্ষিক গড় মূল্য দাঁড়ায় ৩৪০.৯১ টাকায়, যা ১৯৮৯–৯০ সালের মণ প্রতি ৩৩৭.৮২ টাকার তুলনায় শতকরা প্রায় ১.০ ভাগ বেশী।

১৫.৫। ১৯৯০–৯১ সালে রপ্তানী বিক্রয় নিবন্ধীকরণের পরিমাণ ১৮.৯৯ লক্ষ বেলে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ২৬.৮৭ লক্ষ বেলের তুলনায় শতকরা ২৯.৩ ভাগ কম।

১৫.৬। ১৯৯০ সালের ১লা জুলাই কাঁচা বেল* পাটের বাজারে সাদা ক্রস বটম পাটের দর ছিল প্রতি বেল ১,০৭২.০০ টাকা, যা দীর্ঘ সময় অপরিবর্তিত থাকার পর ১৯৯১ সালের ৫ই জুন তারিখে শতকরা ৭.৬ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৯৯১.০০ টাকায় দাঁড়ায়। একই সময়ে পাকা বেলের** বাজারে প্রতি বেল বি ডব্লিউ ডি গ্রেড পাটের দর যা ছিল ২,৬০০.০০ টাকা তা শতকরা ৭.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২,৪০০.০০ টাকায় দাঁড়ায়। কাঁচা ও পাকা উভয় বাজারে উল্লিখিত দর আলোচ্য বছরের

---

* কাঁচা বেল= ১০০ কেজি।

** পাকা বেল = ১৮০ কেজি।

জুন মাসের শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। আলোচ্য বছরের শুরুতে কাঁচা পাটের (বি ডব্লিউ ডি) নির্দেশক রপ্তানী মূল্য ছিল বেল প্রতি ৪১০ ডলার যা ৩০শে মে, ১৯৯১ তারিখে কমিয়ে ৩৮০ ডলারে নির্ধারণ করা হয় এবং তা বছরের শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে।

পাটজাত দ্রব্য @

১৫.৭। ১৯৯০-৯১ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ৪.৯৯ লক্ষ টনে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী বছরের ৫.৮০ লক্ষ টনের তুলনায় শতকরা ১৪.০ ভাগ কম। আলোচ্য বছরে মোট উৎপাদনের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ২.৫৭ লক্ষ টন (শতকরা ৫১.৫ ভাগ) এবং ২.৪২ লক্ষ টন (শতকরা ৪৮.৫ ভাগ)।

১৫.৮। ১৯৯০-৯১ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন প্রতিকূলতাহেতু পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বিক্রয় নিবন্ধীকরণের পরিমাণ শতকরা ১৬.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৫.৩৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। প্রকৃত রপ্তানীর পরিমাণও শতকরা ২৮.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৩.৯১ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানী নিবন্ধীকরণ এবং প্রকৃত রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬.৪০ লক্ষ টন এবং ৫.৪৫ লক্ষ টন।

১৫.৯। ১৯৯০-৯১ সালে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১০.৮৬ কোটি টাকা (২৫৫.৯৮ মিলিয়ন ডলার), সরকারী খাত ৪১২.৫৯ কোটি টাকা (১১৫.৫১ মিলিয়ন ডলার) বা শতকরা ৪৫.৩ ভাগ এবং বেসরকারী খাত ৪৯৮.২৭ কোটি টাকা (১৪০.৪৭ মিলিয়ন ডলার) বা শতকরা ৫৪.৭ ভাগ। পূর্ববর্তী বছরে পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানী আয় হয়েছিল ১,০৭১.৩৯ কোটি টাকা (৩২৮.০৫ মিলিয়ন ডলার), সরকারী খাত ৬৪৮.১৯ কোটি টাকা (১৯৮.৪৭ মিলিয়ন ডলার) বা শতকরা ৬০.৫ ভাগ এবং বেসরকারী খাত ৪২৩.২০ কোটি টাকা (১২৯.৫৮ মিলিয়ন ডলার) বা শতকরা ৩৯.৫ ভাগ। আলোচ্য বছরে পাটজাত দ্রব্যের গড় রপ্তানী মূল্য দাঁড়ায় টন প্রতি ২৩,২৯৫.৬৫ টাকা, যা ১৯৮৯-৯০ সালের টন প্রতি ১৯,৬৫৮.৫৩ টাকার তুলনায় শতকরা ১৮.৫ ভাগ বেশী। ১৯৯০-৯১ সালে ডলার মূল্যে পাটজাত দ্রব্যের গড় রপ্তানী মূল্য দাঁড়ায় টন প্রতি ৬৫৪.৬৮ মার্কিন ডলার, যা ১৯৮৯-৯০ সালের টনপ্রতি ৬০১.৯৩ ডলারের তুলনায় শতকরা ৮.৮ ভাগ বেশী। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও রপ্তানীর পরিমাণ কম হওয়ার কারণে আলোচ্য বছরে এ খাত থেকে কম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

@ উৎস: পাট মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

১৫.১০। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে পাটজাত দ্রব্যের মজুদের পরিমাণ (বিক্রীত, অবিক্রীত, পরিবহনাধীন এবং শর্ট-আউটসহ) বৃদ্ধি পেয়ে ১.৭৭ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে এর পরিমাণ ছিল ১.৩২* লক্ষ টন।

চা@

১৫.১১। ১৯৯০-৯১ সালে দেশে চা উৎপাদনের পরিমাণ ৪৪.৬৫ মিলিয়ন কেজিতে দাঁড়ায়, যা ছিল আলোচ্য বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৪৬ মিলিয়ন কেজির তুলনায় শতকরা ২.৯ ভাগ কম। তবে, ১৯৮৯-৯০ সালে উৎপাদিত ৪২.৮৩ মিলিয়ন কেজির তুলনায় শতকরা ৪.২ ভাগ বেশী। পূর্ববর্তী বছরের ২৩.৯৫ মিলিয়ন কেজি মৌসুমান্ত মজুদসহ ১৯৯০-৯১ সালে চায়ের মোট প্রাপ্যতার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮.৬০ মিলিয়ন কেজি। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ৬২.৫২ মিলিয়ন কেজি (১৯.৬৯ মিলিয়ন কেজি মৌসুমান্ত মজুদসহ)।

১৫.১২। ১৯৯০-৯১ সালে চায়ের অভ্যন্তরীণ বাজার দরে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। চট্টগ্রাম চায়ের নিলাম বাজারে ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে প্রতি কেজি চায়ের গড় মূল্য ছিল ৫০.৭৫ টাকা, যা অক্টোবর, ১৯৯০ নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২.৯৬ টাকায় দাঁড়ায়। এরপর চায়ের বাজার দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয় এবং ১৯৯১ সালের মার্চ মাসে তা ৩৯.০৭ টাকায় নেমে আসে। তারপর চায়ের বাজারে কিছুটা তেজীভাব পরিলক্ষিত হয় এবং দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি কেজি চায়ের দাম জুন মাসে ৫১.০২ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯৯০-৯১ সালে চট্টগ্রাম নিলাম বাজারে মোট ৪৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি কেজি গড়ে ৪৯.২০ টাকা দরে ৪২.৭৬ মিলিয়ন কেজি চা বিক্রয় হয়। পূর্ববর্তী বছরে প্রতি কেজি গড়ে ৪৮.৩৩ টাকা দরে ৩৭.১৪ মিলিয়ন কেজি চা বিক্রয় হয়েছিল।

১৫.১৩। ১৯৯০-৯১ সালে চা রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬.৪৫ মিলিয়ন কেজিতে, যা ১৯৮৯-৯০ সালে রপ্তানীকৃত ২২.৫৭ মিলিয়ন কেজির তুলনায় শতকরা ১৭.২ ভাগ বেশী। ইরান, চীন, পোল্যান্ড, মিসর, জার্মানী, হল্যান্ড, ইউ এ ই, জাপান, আফগানিস্তান, ফ্রান্স, জর্দান, বুলগেরিয়া, ভারত ও ওমানে বাংলাদেশের চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি আলোচ্য বছরে চা রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। মূলত রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে চা রপ্তানী থেকে আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১২৮.৩০ কোটি টাকার (৩৮.৯৭ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৮.৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০-৯১ সালে ১৫২.৩৬ কোটি টাকায় (৪২.৭১ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। আলোচ্য

---

* সংশোধিত।

@ উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড।

বছরে প্রতি কেজি চায়ের গড় রপ্তানী মূল্যও পূর্ববর্তী বছরের ৫৬.৮৫ টাকা থেকে শতকরা ১.৩ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৭.৬০ টাকায় দাঁড়ায়।

অপ্রচলিত রপ্তানী পণ্য@

তৈরী পোশাক

১৫.১৪। বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের তালিকায় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্পজাত পণ্য হিসেবে তৈরী পোশাকের ভূমিকা অগ্রণী। ১৯৯০-৯১ সালে তৈরী পোশাক রপ্তানী থেকে ২,৫৯৩.৮০ কোটি টাকা (৭৩৫.৬২ মিলিয়ন ডলার) অর্জিত হয়, যা ছিল ১৯৮৯-৯০ সালের ১,৯৯০.০৫ কোটি টাকার (৬০৯.৩২ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৩০.৩ ভাগ বেশী। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের বড় ক্রেতা দেশ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইইসিভুক্ত দেশসমূহ। ১৯৮৯-৯০ সালে বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের বড় ক্রেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী এবং ফ্রান্স।

কাঁচা চামড়া

১৫.১৫। ১৯৯০-৯১ সালে মহিষের চামড়া ব্যতীত অন্যান্য চামড়ার বাজার দরে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বছরের শুরুতে প্রতি ১০০টি গরুর চামড়ার (ভেজা, লবণযুক্ত, ভারী) দর ছিল ৭৩,০০০-৮২,০০০ টাকা, যা ওঠানামার মধ্য দিয়ে হ্রাস পেয়ে বছরের শেষে দাঁড়ায় ৫৫,০০০-৬০,০০০ টাকায়। বছরের শুরুতে প্রতি ১০০টি মহিষের চামড়ার মূল্য ছিল ৫৬,০০০-৬১,০০০ টাকা, যা সামান্য ওঠানামার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে বছরের শেষ নাগাদ ৬০,০০০-৬৫,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বছরে ১০০টি ছাগলের চামড়ার দাম বছরের শুরুতে ছিল ১৩,০০০-১৬,০০০ টাকা, যা ওঠানামার মধ্য দিয়ে বছরের শেষে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ৮,৫০০-৯,০০০ টাকায় দাঁড়ায়। ১০০টি ভেড়ার চামড়ার দামও বছরের প্রারম্ভিক ৯,৫০০-১০,০০০ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে বছরের শেষ নাগাদ ৮,৫০০-৯,০০০ টাকায় নেমে আসে।

১৫.১৬। ১৯৯০-৯১ সালে চামড়া (পাকা ও আধাপাকা) রপ্তানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ১৯৮৯-৯০ সালে অর্জিত ৫৮৬.২৪ কোটি টাকার (১৭৮.৮৯ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১৯.৩ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৭৩.৫১ কোটি টাকায় (১৩৪.২৯ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

@ উৎসঃ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং কৃষি বাজার পরিদপ্তর।

হিমায়িত খাদ্য

১৫.১৭। হিমায়িত খাদ্য (মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা) রপ্তানী করে আলোচ্য বছরে মোট ৪৯৯.৯৮ কোটি টাকা (১৪১.৮০ মিলিয়ন ডলার) আয় হয়, যা ছিল ১৯৮৯–৯০ সালে অর্জিত ৪৫১.০৮ কোটি টাকার (১৩৮.১১ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ১০.৮ ভাগ বেশী। আন্তর্জাতিক বাজারে হিমায়িত খাদ্যের দাম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও পরিমাণগতভাবে বেশী রপ্তানী হওয়ায় আলোচ্য বছরে এ খাতে আয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

হোসিয়ারী দ্রব্য

১৫.১৮। হোসিয়ারী দ্রব্য থেকে আলোচ্য বছরে ৪৬২.৬১ কোটি টাকা (১৩১.২০ মিলিয়ন ডলার) আয় হয়, যা ১৯৮৯–৯০ সালে অর্জিত ৪৮.৪৭ কোটি টাকার (১৪.৮৪ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। শতকরা হিসেবে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ৮৫৪.৪ ভাগ। প্রধানত আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরী হোসিয়ারী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চাহিদা বৃদ্ধির কারণে আলোচ্য বছরে এ খাতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইসিভুক্ত দেশসমূহ বাংলাদেশে তৈরী হোসিয়ারী দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা দেশ।

নিউজপ্রিন্ট

১৫.১৯। নিউজপ্রিন্ট থেকে আলোচ্য বছরে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৭.৯৩ কোটি টাকার (২.৪৩ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.০৭ কোটি টাকায় (৩.৯৯ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়। শতকরা হিসেবে এ বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৭.৪ ভাগ।

ন্যাপথা ও ফারনেস অয়েল

১৫.২০। ন্যাপথা ও ফারনেস অয়েল হতে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ৫৫.০৬ কোটি টাকার (১৬.৮৬ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে (শতকরা ১০৭.৮ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯০–৯১ সালে ১১৪.৪৩ কোটি টাকায় (৩২.৪৫ মিলিয়ন ডলার) দাঁড়ায়।

হস্তশিল্পজাত দ্রব্য

১৫.২১। ১৯৯০–৯১ সালে হস্তশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে আয় হয় ১৮.৩০ কোটি টাকা (৫.১৯ মিলিয়ন ডলার), যা পূর্ববর্তী বছরের ১৬.৯১ কোটি টাকার (৫.১৮ মিলিয়ন ডলার) তুলনায় শতকরা ৮.২ ভাগ বেশী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি

১৬.১। ১৯৯০-৯১ সালে বিশ্ব মুদ্রা বিনিময় বাজারে অস্থির পরিস্থিতি বিরাজ করে। এ সময়ে বিশ্বের প্রধান মুদ্রাসমূহ বিশেষত জাপানী ইয়েন এবং জার্মান মার্কের বিপরীতে মার্কিন ডলারের মূল্যমানে বেশ ওঠানামা করে। বিশ্ব মুদ্রা বিনিময় বাজারে বিদ্যমান এ পরিস্থিতির আলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতা ক্ষমতা বজায় রাখা, লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাব পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং সরকারী ও বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে বিদ্যমান বিনিময় হারের পার্থক্য সীমিত রাখার লক্ষ্যে ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশে নমনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নীতি অনুসৃত হয় এবং দেশের 'মধ্যস্থতাকারী মুদ্রা' (Intervention Currency) মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার 'বাণিজ্যিক গুরুত্ব-ভারীত মুদ্রার ঝুড়ির' (Trade Weighted Basket of Currencies) ভিত্তিতে কমিয়ে তিন বার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ফলে, আলোচ্য বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মানে মোট শতকরা ২.৫@ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। ১৬.১ নম্বর সারণীতে ১৯৯০-৯১ সালে টাকা-ডলার বিনিময় হার পুনঃনির্ধারণের তারিখভিত্তিক পরিসংখ্যান দেয়া হলো।

সারণী-১৬.১

টাকা-ডলার সরকারী বিনিময় হার

পুনঃনির্ধারণের তারিখ	প্রতি মার্কিন ডলারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত টাকার হার	
	ক্রয়	বিক্রয়
আগস্ট ৪, ১৯৯০*	৩৫.৫৪	৩৫.৬৪
সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৯০	৩৫.৬৪	৩৫.৭৪
নভেম্বর ২৪, ১৯৯০**	৩৫.৭৪	৩৫.৮৪

@ ক্রয় ও বিক্রয় হারের মধ্য-মানের ভিত্তিতে।

* ৩০ শে জুন, ১৯৯০ তারিখে এ হার ছিল যথাক্রমে ৩৪.৮৫ টাকা এবং ৩৪.৯৫ টাকা।

** ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত এ হার অপরিবর্তিত ছিল।

বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার এবং এক্স পি বি প্রিমিয়ামের হার

১৬.২। ১৯৯০-৯১ সালে দেশের বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে (Secondary Exchange Market) মার্কিন ডলারের ক্রয় ও বিক্রয় হার তিন বার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। রপ্তানীকারকগণকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত এক্স পি বি প্রিমিয়ামের হারও আলোচ্য সময়ে দু'বার পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ফলে, বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে ডলারের সাথে টাকার শতকরা ২.৫@ ভাগ অবমূল্যায়ন হয়। অপরদিকে, এক্স পি বি প্রিমিয়ামের হার শতকরা ১.৬ ভাগ হ্রাস পায়। বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার এবং এক্স পি বি প্রিমিয়াম হারের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণীতে দেয়া হলো।

সারণী-১৬.২

বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হার (Secondary Exchange Market Rate) এবং এক্স পি বি প্রিমিয়ামের হার (XPB Premium Rate)

(প্রতি মার্কিন ডলারে বাংলাদেশ টাকা)

পুনঃনির্ধারণের তারিখ	বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হার		এক্স পি বি প্রিমিয়ামের হার
	ক্রয়	বিক্রয়	
আগষ্ট ৪, ১৯৯০[১]	৩৬.২৮	৩৬.৩৩	০.৬৩[৩]
সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৯০	৩৬.৩৮	৩৬.৪৩	০.৬১
নভেম্বর ২৪, ১৯৯০[২]	৩৬.৪৮	৩৬.৫৩	০.৬১[৪]

@ ক্রয় ও বিক্রয় হারের মধ্য-মানের ভিত্তিতে।

[১] ৩০শে জুন, ১৯৯০ তারিখে এ হার ছিল যথাক্রমে ৩৫.৫৮ টাকা এবং ৩৫.৬৩ টাকা।

[২] ৩০শে জুন, ১৯৯১ তারিখ পর্যন্ত এ হার অপরিবর্তিত ছিল।

[৩] ৩০শে জুন, ১৯৯০ তারিখে এ হার ছিল ০.৬২ টাকা।

[৪] ৩০শে জুন, ১৯৯১ তারিখ পর্যন্ত এ হার অপরিবর্তিত ছিল।

১৬.৩। ১৯৯০-৯১ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক) **উপসাগরীয় যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে কুয়েত ও ইরাকে অর্থ প্রেরণের উপর নিষেধাজ্ঞা**

১৯৯০ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ উপসাগরীয় যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে ইরাক ও কুয়েতে যে কোন প্রকার অর্থ প্রেরণে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী ৩০শে আগষ্ট, ১৯৯০ তারিখে উল্লিখিত দেশসমূহে অর্থ প্রেরণে বিরত থাকার জন্য অনুমোদিত ডিলারদের নির্দেশ দেয়া হয়।

খ) **বাংলাদেশে নিবন্ধিত বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ লাভের উর্ধ্বসীমা বিলোপ**

বিদেশী মালিকানাধীন/নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় মুদ্রায় ঋণ সুবিধা লাভের বিষয়ে তাদের মূলধন, রিজার্ভ, অবন্টনকৃত/অপ্রেরিত মুনাফা বা লভ্যাংশের শতকরা ১৪০ ভাগ-এর যে উর্ধ্বসীমা ছিল তা ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখ থেকে বিলোপ করা হয়।

গ) **অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী জমার (NFCD) স্বতঃনবায়ন এবং মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙ্গানোর ক্ষেত্রে সুদ পাওয়ার সুযোগ প্রবর্তন**

অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী জমার (Non-resident Foreign Currency Deposit, NFCD) মেয়াদ পূর্তিতে নবায়নের নির্দেশ প্রাপ্তিতে অনেক সময় বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রে হিসাবধারী ব্যক্তি সুদ আয়ে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে লক্ষ্যে মেয়াদ অন্তে জমার স্বতঃনবায়নের নির্দেশ আগে থেকেই রেকর্ডভুক্ত রাখার জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ তারিখে অনুমোদিত ডিলারদের নির্দেশ দেয়া হয়। একই তারিখে আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে মেয়াদ পূর্তির আগে অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রায় জমা (NFCD) ভাঙ্গানো হলে ভাঙ্গানোর তারিখ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ হিসেব করে তা থেকে মেয়াদের অপূর্ণ অংশের জন্য বার্ষিক শতকরা ২ ভাগ হারে সুদ কেটে রেখে অবশিষ্ট অংশ হিসাবধারীকে পরিশোধ করা যাবে। তবে, এক মাস মেয়াদী জমা মেয়াদ পূর্তির আগে ভাঙ্গানো হলে কোন সুদ প্রাপ্য হবে না। জমার মেয়াদের জন্য

প্রাপ্য সুদ থেকে মেয়াদের অপূর্ণ অংশের জন্য কেটে রাখার যোগ্য সুদ বেশী হলে জমার মূল অংক থেকে কোন অর্থ কেটে না রাখার জন্যও নির্দেশ দেয়া হয়।

ঘ) **রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত 'এ' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমাকরণ**

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন 'এ' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা জমা (Non-resident Foreign Currency Deposit, NFCD) হিসাব খোলার সুযোগ পাওয়ার যোগ্য বলে ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তারিখে নির্দেশ দেয়া হয়।

ঙ) **রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার 'এ' টাইপ এবং 'বি' টাইপ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা**

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন ('এ' টাইপ) এবং যৌথ মালিকানাধীন ('বি' টাইপ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচলিত ব্যবস্থায় স্থানীয়ভাবে কোন ঋণ সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু ২৬শে মে, ১৯৯১ তারিখে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ তারিখে সংঘটিত প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসজনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ত্বরিত পুনর্বাসনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত শিল্প ইউনিটগুলো স্থানীয় ব্যাংকসমূহ থেকে অনধিক ছয় মাস মেয়াদী অনূর্ধ্ব ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

চ) **রপ্তানীকারকদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের সুযোগ সহজীকরণ**

বাংলাদেশী রপ্তানীকারকগণকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণের সুবিধার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ইস্যুর ইতিপূর্বে নির্দেশিত ব্যবস্থাটি ১৭ই জুন, ১৯৯১ তারিখে সংশোধনপূর্বক সহজীকরণ করা হয়। উল্লিখিত প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের পাশ বইধারী রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের অনূর্ধ্ব তিন জন কর্মকর্তা কেবলমাত্র কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সিদ্ধান্তের উপরেই আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড সুবিধা পেতে পারবেন। কার্ড ব্যবহারজনিত দায় বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে তা রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের পাশ বইতে রেকর্ডকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ থেকে বিকলন করে কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ

করা যাবে। কার্ড ব্যবহার দ্বারা পাশ বইতে রেকর্ডকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের অতিরিক্ত দায় সৃষ্টির ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে বাংলাদেশ ব্যাংক রপ্তানীকারকগণের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্ড বাতিল করার জন্য কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশ দিতে পারে।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিধি ব্যবস্থার উদারীকরণ/শিথিলকরণ

১৬.৪। বাংলাদেশে বর্ধিত হারে বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিদ্যমান বিধি-ব্যবস্থার কতিপয় উদারীকরণ/ শিথিলকরণ করে ১৫ই জুন, ১৯৯১ তারিখ থেকে কার্যকর সংশোধিত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো হলোঃ

ক) বাংলাদেশে শিল্প উদ্যোগে বিদেশী বিনিয়োগের বিপরীতে অনিবাসী পক্ষের অনুকূলে শেয়ার ইস্যু ও স্থানান্তরের বিষয়ে এবং অনিবাসী পক্ষসমূহের মধ্যে বাংলাদেশী শেয়ার/সিকিউরিটিজ হস্তান্তরের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি নেয়ার আবশ্যকতা রহিত করে সাধারণ অনুমোদন জ্ঞাপিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিদেশী বিনিয়োগের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন/নিবন্ধন এবং মূলধন ইস্যুর বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ড/ 'কন্ট্রোলার অব ক্যাপিটাল ইস্যুজ' প্রদত্ত অনুমোদনের ভিত্তিতে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আনা বৈদেশিক মুদ্রা আকারে প্রাপ্ত মূলধনের বিপরীতে অথবা শুল্ক কর্তৃপক্ষ হতে ছাড় করানো বিদেশ থেকে মূলধনী যন্ত্রপাতি আকারে প্রাপ্ত মূলধনের বিপরীতে অনিবাসী পক্ষের অনুকূলে শেয়ার ইস্যু করে ১৪ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে;

খ) প্রবাসী বাংলাদেশীসহ যে কোন অনিবাসী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্জিত লভ্যাংশ বা বিক্রয় মূল্য বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য হবে, এ ভিত্তিতে বাংলাদেশী শেয়ার/ সিকিউরিটিজ-এ পোর্টফোলিও বিনিয়োগের সুযোগ উন্মুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এ ধরনের বিনিয়োগ করা যাবে;

গ) বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশী কোম্পানী/ফার্মের শাখাসমূহের অর্জিত মুনাফা তাদের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি নেয়ার আবশ্যকতা রহিত করা হয়েছে। বিদেশী কোম্পানী/ফার্মের মনোনীত ব্যাংকেই মুনাফা প্রেরণের আবেদন

পরীক্ষা করে প্রেরণযোগ্য অংক নির্ণয় ও প্রেরণ করবে এবং পরবর্তী পরীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করবে;

ঘ) বাংলাদেশে আসার সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা ছাড়াই বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনার ঊর্ধ্বসীমা বাংলাদেশে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য ১,০০০ মার্কিন ডলার এবং অন্যান্যদের জন্য ২,৫০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে;

ঙ) বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব/অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা জমা হিসাব (NFCD) পরিচালনাকারী বিদেশে বসবাসকারী ব্যক্তির জন্য দেশে ফেরার পর পাঁচ বছর পর্যন্ত উক্ত জমা হিসাব বহাল রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিদেশে বসবাসকালে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (NFCD) খোলেনি এমন ব্যক্তিদেরও বসবাসের জন্য দেশে ফেরার তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সঙ্গে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (NFCD) খোলার সুবিধা দেয়া হয়েছে, যা দেশে ফেরার তারিখ থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বহাল রাখা যাবে। উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বাংলাদেশ ব্যাংক হিসাবের উক্ত মেয়াদ আরও বৃদ্ধির অনুরোধ বিবেচনা করবে;

চ) বাংলাদেশে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য বিদেশ ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে আসার সময় সঙ্গে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে 'নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব' মার্কিন ডলার বা পাউন্ড স্টার্লিং এ খোলার সুবিধা প্রবর্তন করা হয়েছে। ঘোষণা দিয়ে সঙ্গে আনা যে কোন পরিমাণ এবং ঘোষণা ছাড়া আনা অনূর্ধ্ব ১,০০০ মার্কিন ডলার এ হিসাবে জমা করা যাবে। এক্ষেত্রে অন্যূন এক মাস মেয়াদী অন্যূন ১,০০০ মার্কিন ডলার বা ৫০০ পাউন্ড স্টার্লিং জমার উপর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত হারে সুদও প্রাপ্য হবে। হিসাবের স্থিতি অবাধে বিদেশে প্রেরণযোগ্য হবে;

ছ) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সার্কভুক্ত দেশগুলো এবং মায়ানমার ভ্রমণের জন্য জনপ্রতি বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ ৪০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। এর মধ্যে, স্থল পথে ভারত ভ্রমণের জন্য বার্ষিক বরাদ্দ জনপ্রতি ১৫০ মার্কিন ডলারে নির্ধারিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অন্যান্য দেশ ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকগণকে মাথাপিছু সর্বোচ্চ পরিমাণ এককালীন মার্কিন ডলার ১,০০০ ঊর্ধ্বসীমা সাপেক্ষে বার্ষিক ১,৫০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে এবং

জ) এফ ও বি ভিত্তিতে আমদানীর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি নেয়ার আবশ্যকতা রহিত করে সাধারণ অনুমোদন এ শর্তে নির্দেশিত হয়েছে যে, পরিবহন ও বীমা ব্যয়

সমেত সমুদয় আমদানী মূল্য এল সি এ এফ-এ উল্লিখিত অংকের মধ্যে সংকুলান হতে হবে এবং পরিবহন ব্যয় স্থানীয়ভাবে স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধিত হবে।

হজ্ব, ১৯৯১

১৬.৫। ১৯৯১ সালে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের জন্য পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মোয়াল্লেম ফি-সহ ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক ব্যালটী হজ্বযাত্রীকে সরকারী হারে এবং নন-ব্যালটী হজ্বযাত্রীকে বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারে ৩,৫০০ সৌদি রিয়াল ক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়। এছাড়া, ব্যালটী হজ্বযাত্রীদেরকে বিকল্প মুদ্রা বিনিময় বাজার হারে মাথাপিছু অতিরিক্ত অনধিক ৫৫০ মার্কিন ডলার ক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা পরিদর্শন

১৬.৬। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ২০টি অনুমোদিত ডিলারের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসসমূহসহ ১৬৮টি শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত লেনদেনের পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে। পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে অনিয়মসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা দূরীকরণের সুপারিশ এবং বাস্তবায়নের নির্দেশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট ডিলারের প্রধান কার্যালয়/মুখ্য অফিসে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, আলোচ্য বছরে অনুমোদিত ডিলারের ১০৫টি শাখা, ৫৫টি ইনডেন্টিং ফার্ম এর কার্যালয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ পরিদর্শন কাজ এবং অনুমোদিত ডিলারগণের ১৫০টি শাখায় মোট ১৬,০০০ রপ্তানী ফরমের মূল কপি যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন

১৭.১। ১৯৯০-৯১ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (Asian Clearing Union -ACU) এর আওতায় বাংলাদেশের মোট লেনদেনের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। প্রচলিত নিয়মানুসারে সংঘটিত ছয়টি হিসাব নিষ্পত্তির সব ক'টিতেই পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় আলোচ্য বছরেও বাংলাদেশ নীট্ দেনাদার হয়। ইউনিয়নভুক্ত দেশের সাথে বাংলাদেশের রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও আমদানীর পরিমাণ অধিকতর হ্রাস পাওয়ায় এর আওতায় বাংলাদেশের নীট্ দেনার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৯০-৯১ সালে "আমু" ১০.৩৪ মিলিয়ন বা শতকরা ৭.৭ ভাগ হ্রাস পায়।

১৭.২। ১৯৯০-৯১ সালে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তির পরিমাণ "আমু" (AMU) @ ১০.১৫ মিলিয়ন বা শতকরা ১৩.১ ভাগ হ্রাস পেয়ে "আমু" ৬৭.৫৪ মিলিয়নে (টাঃ ৩৩২.৫২ কোটি) দাঁড়ায়। অপরদিকে, বাংলাদেশের পরিশোধের পরিমাণ "আমু" ২০.৪৯ মিলিয়ন বা শতকরা ৯.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে আলোচ্য বছরে "আমু" ১৯০.৭৪ মিলিয়নে (টাঃ ৯৩৯.১৯ কোটি) দাঁড়ায়। বিগত তিন বছরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধের বিবরণ ১৭.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী-১৭.১

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রাপ্তি ও পরিশোধ

(মিলিয়ন আমু)

লেনদেনের খাত	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১
১। প্রাপ্তি (রপ্তানী)	৩৫.৬৮	৭৭.৬৯	৬৭.৫৪
	(১৪৯.৭১)	(২৪৫.৭১)	(৩৩২.৫২)
২। পরিশোধ (আমদানী)	১৫০.৯১	২১১.২৩	১৯০.৭৪
	(৬৩২.৭১)	(৯০৬.১৭)	(৯৩৯.১৯)
নীট্ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (−)	−১১৫.২৩	−১৩৩.৫৪	−১২৩.২০
	(−৪৮৩.০০)	(−৬৬৩.২৬)	(−৬০৬.৬৭)

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাগুলো কোটি টাকায়।

"আমু" (AMU)@ =এশিয়ান মনিটারি ইউনিট (Asian Monetary Unit)।

১ "আমু" = ১ এস ডি আর।

১৭.৩। উপরোক্ত লেনদেনের ফলে বাংলাদেশের নীট্ দেনাদার অবস্থা ১৯৮৯–৯০ সালের "আমু" ১৩৩.৫৪ মিলিয়ন (টাঃ ৬৬৩.২৬ কোটি) থেকে "আমু" ১০.৩৪ মিলিয়ন বা শতকরা ৭.৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ১৯৯০–৯১ সালে "আমু" ১২৩.২০ মিলিয়নে (টাঃ ৬০৬.৬৭ কোটি) দাঁড়ায়।

১৭.৪। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতাধীনে "কারেন্সী সোয়াপ ব্যবস্থায়" (Currency Swap Arrangement) সদস্য দেশগুলোতে ১৯৯০–৯১ সালে বাংলাদেশের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল "আমু" ২.১৫ মিলিয়ন (টাঃ ১০.৮৭ কোটি) এবং বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ছিল "আমু" ২৭.৬৪ হাজার (টাঃ ১৪.০১ লক্ষ)। পূর্ববর্তী বছরে উক্ত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং এর বিপরীতে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে "আমু" ০.২৩ মিলিয়ন (টাঃ ১.০১ কোটি) এবং "আমু" ৩.৩৭ হাজার (টাঃ ১.৫৬ লক্ষ)।

১৭.৫। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্যের তুলনামূলক চিত্র ১৭.২ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী–১৭.২

এ সি ইউ সদস্য দেশের মোট বাণিজ্য ও বাণিজ্যের ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দেশসমূহ	এ সি ইউ তে রপ্তানী		এ সি ইউ থেকে আমদানী		উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (–)	
	১৯৮৮*	১৯৮৯	১৯৮৮*	১৯৮৯	১৯৮৮*	১৯৮৯
বাংলাদেশ	৮৩.৪	৮০.৫	১৭২.৬	১৭০.৭	–৮৯.২	–৯০.২
মায়ানমার	১৭.০	২১.৩	২.৮	৩.২	+১৪.২	+১৮.১
ভারত	৬৬২.০	৭৭০.০	২,৬৫৮.০	২,৭৪১.০	–১,৯৯৬.০	–১,৯৭১.০
ইরান	২,৩৬৩.০	২,৪৮৩.০	৪০১.০	৫৭৪.০	+১,৯৬২.০	+১,৯০৯.০
নেপাল	৫৪.৪	৫৭.০	১৭৭.১	২১৪.৭	–১২২.৭	–১৫৭.৭
পাকিস্তান	২৬৬.২	২৯৯.৬	২১২.০	২৫৭.৯	+৫৪.২	+৪১.৭
শ্রীলংকা	১১৫.৬	১১৪.০	২৮২.৪	২৭১.০	–১৬৬.৮	–১৫৭.০
মোটঃ	৩,৫৬১.৬	৩,৮২৫.৪	৩,৯০৫.৯	৪,২৩২.৫	–৩৪৪.৩	–৪০৭.১

উৎস ঃ এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৮৯ ও ১৯৯০।

নোট ঃ (১) রপ্তানী (এফ ও বি)।

(২) আমদানী (সি আই এফ)।

* সংশোধিত।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নোট ও ধাতব মুদ্রা

ব্যাংক নোট

১৮.১। ১৯৯১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব শেগুফতা বখত্ চৌধুরীর কালো রং-এর স্বাক্ষরের পরিবর্তে খয়েরী রং-এর স্বাক্ষরযুক্ত বিদ্যমান নক্শার ৫-টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়।

১৮.২। ১৯৯১ সালের ১৫ই জুন থেকে মাইক্রোলেটারে বাংলাদেশ ব্যাংক লেখা নিরাপত্তা সুতার পরিবর্তে রূপালী রং-এর 'উইন্ডোটাইপ' নিরাপত্তা সুতা সংবলিত বিদ্যমান নক্শার ৫০০-টাকা মূল্যমানের ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়া হয়।

অন্যান্য নোট ও ধাতব মুদ্রাসমূহ

দু'টাকার নোট

১৮.৩। ১৯৯১ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে অর্থ সচিব জনাব খোরশেদ আলমের স্বাক্ষরযুক্ত বিদ্যমান নক্শার দু'টাকা মূল্যমানের নোট বাজারে ছাড়া হয়। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু দু'টাকা মূল্যমানের নোটের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ১২.৫৯ কোটি টাকা থেকে ৩.৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.১৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

এক টাকার নোট ও ধাতব মুদ্রা

১৮.৪। ১৯৯১ সালের ৪ঠা মার্চ থেকে অর্থ সচিব জনাব খোরশেদ আলমের স্বাক্ষরযুক্ত বিদ্যমান নক্শার এক টাকা মূল্যমানের নোট বাজারে ছাড়া হয়। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক টাকা মূল্যমানের নোট ও ধাতব মুদ্রার পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ৬৮.২৬ কোটি টাকা থেকে ০.৮২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯.০৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

অন্যান্য ধাতব মুদ্রাসমূহ

১৮.৫। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে বাজারে চালু এক টাকার কম মূল্যমানের ধাতব মুদ্রাসমূহের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ৪৭.১৪ কোটি টাকার তুলনায় ০.৯৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৮.১০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রশাসন

পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন

১৯.১। ১৯৯১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জনাব চৌধুরী এ, কে, এম আমিনুল হকের স্থলে জনাব নুরুল হোসেইন খানকে পরিচালক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়।

পরিচালক পর্ষদ/নির্বাহী কমিটি/সমন্বয় কমিটির সভা

১৯.২। ১৯৯০–৯১ সালে ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৭টি, নির্বাহী কমিটির ৭টি এবং সমন্বয় কমিটির ১৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন পদে নিয়োগ

১৯.৩। ১৯৯০–৯১ সালে ব্যাংকের চাকরিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১।	উপ–মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা)	১
২।	যুগ্ম–পরিচালক (গবেষণা)	১
৩।	সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	৭
৪।	মুদ্রা/নোট পরীক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী	৪১৩
		মোট ঃ ৪২২ জন

বিভিন্ন কারণে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস

১৯.৪। ১৯৯০–৯১ সালে ব্যাংকের মৃত/অবসরপ্রাপ্ত/চাকরিচ্যুত ও পদত্যাগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

(ক)	মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	১৬ জন
(খ)	অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	৪৬ জন
(গ)	চাকরিচ্যুত ও পদত্যাগকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	২০ জন
	মোট ঃ	৮২ জন

সৃষ্ট পদসংখ্যা

১৯.৫। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সৃষ্ট পদসংখ্যা ঃ

(ক)	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সৃষ্ট নতুন পদসংখ্যা	৯৯টি
(খ)	অন্যান্য কারণে (যথাঃ মৃত/অবসর/ চাকরিচ্যুত/পদত্যাগ) সৃষ্ট পদসংখ্যা	৮২টি
	মোট ঃ	১৮১টি

ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা

১৯.৬। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪০ জন বৃদ্ধি পেয়ে ৬,০৭৬ জনে দাঁড়ায়।

১৯.৭। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের কম্পিউটার বিভাগ নিম্নলিখিত নতুন পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে।

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মচারী/কর্মকর্তাগণের পেনশন হিসাব কম্পিউটারায়নের জন্য সিস্টেম ও প্রোগ্রামসমূহ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) হারমোনাইজড কোড এর ভিত্তিতে আমদানী ব্যয় ও রপ্তানী আয় পরিসংখ্যানের উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সিস্টেম ও প্রোগ্রামসমূহ পরিবর্তন করে লেখা হয়।

(গ) তফসিলী ব্যাংকসমূহের আমানত, অগ্রিম, ডেবিট এবং বিল সম্বন্ধীয় উপাত্তের ছক পরিবর্তনের ফলে সংশ্লিষ্ট সিস্টেম এবং প্রোগ্রামসমূহ পরিবর্তন করে লেখা হয়।

(ঘ) বিভিন্ন অফিস/বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কিছু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নতুন প্রোগ্রামসমূহ তৈরি করা হয়।

(ঙ) উপরন্তু, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর সহায়তায় কম্পিউটার বিভাগ ব্যাংকিং খাতের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটারের ব্যবহার ও প্রোগ্রামিং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

১৯.৮। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের ১৫ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে/ সেমিনারে/ কর্মশালায় অংশ গ্রহণের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

১৯.৯। ১৯৯০-৯১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোনীত মোট ২৭০ জন কর্মকর্তা দেশের বিভিন্ন সংস্থা আয়োজিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণ করে।

১৯.১০। ব্যাংকে কর্মকর্তাদের প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নয়ন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রশিক্ষণ একাডেমী ১৯৯০-৯১ সালে ১৪টি কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্স, 'ব্যাংকে পরিদর্শন কলাকৌশল', 'কৃষি ঋণ পরিদর্শন কলাকৌশল' ও 'বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন কলাকৌশল' শীর্ষক ৩টি বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত রিপোর্টিং ও অর্থ ও ব্যাংকিং উপাত্ত রিপোর্টিং সম্পর্কিত যথাক্রমে ৫টি ও ১৭টি সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা করে। উপরোক্ত কোর্সগুলোয় ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১,২০৮ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করে। এ ছাড়া, আলোচ্য বছরে একাডেমী আয়োজিত সরকারী ট্রেজারী কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ে ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের ৩০৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ঋণ শ্রেণী বিন্যাস ও প্রভিশনের সংশোধিত নীতিমালা শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমেও ব্যাংকের মোট ৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

ব্যাংকের প্রকাশনাসমূহ

১৯.১১। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের বিভিন্ন নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ চালু থাকে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রকাশনা দ্বি-ভাষিক ভিত্তিতে (বাংলা ও ইংরেজী) প্রকাশ করা হয়।

দপ্তর/বাসস্থান সংস্থান ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

১৯.১২। ১৯৯০-৯১ সালে ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান অফিস এবং চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী কেন্দ্রের আঞ্চলিক অফিসসমূহের অফিস ভবন নির্মাণ কাজসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজসমূহ চালু থাকে। আলোচ্য বছরে প্রধান কার্যালয়ের ২য় উঁচু ভবনের কাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়। চট্টগ্রামে ব্যাংকের নতুন ভবনের বৈদ্যুতিক কাজ আলোচ্য বছরে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। রাজশাহী কেন্দ্রে তিন তলা অফিস ভবনের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, ঢাকার ফরিদাবাদস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী নিবাসের স্কুল ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। বগুড়া এবং সিলেট কেন্দ্রে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিবাস প্রকল্পসমূহে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ আলোচ্য বছর চালু থাকে।

কল্যাণমূলক কার্যাবলী ও বৃত্তি অনুমোদন

১৯.১৩। ১৯৯০-৯১ সালের জন্য ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসসমূহকে নানাবিধ কল্যাণ ও বিনোদনমূলক কাজের জন্য ব্যয় বরাদ্দ হিসেবে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের যোগ্য সন্তানদের বৃত্তি প্রদানের জন্য মোট ৫৭,০৮,৩০০ টাকা অনুমোদন করা হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বার্ষিক হিসাব

ইস্যু বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ

২০.১। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন নাগাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ থেকে মোট ৪,১০৩.৩২ কোটি টাকার ব্যাংক নোট ইস্যু করা হয়, ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত ৩,৫৬৬.৭২ কোটি টাকার তুলনায় যা ৫৩৬.৬০ কোটি টাকা বেশী ছিল। ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে রক্ষিত সম্পদের মধ্যে ছিল ৮১.৫৯ কোটি টাকার সোনা, ২০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ৭.৯২ কোটি টাকার ধাতব মুদ্রা, ৭৮২.৭২ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র, ৩,০৩১.০৯ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিলসমূহ। তুলনামূলকভাবে, ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ইস্যুকৃত নোটের বিপরীতে সম্পদের মধ্যে ছিল ৭০.৯৪ কোটি টাকার সোনা, ২০০.০০ কোটি টাকার অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা, ১২.৩৩ কোটি টাকার ধাতব মুদ্রা, ৩৬৪.৩৭ কোটি টাকার বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র এবং ২,৯১৯.০৮ কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিলসমূহ।

২০.২। ইস্যু বিভাগের ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন তারিখের স্থিতিপত্র ১৩৮–১৩৯ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং বিভাগ ঃ দায় ও সম্পদ

২০.৩। ব্যাংকের বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে* ১৯৯০–৯১ সালের লেনদেনের জের হিসেবে ০.৭৬ কোটি টাকার উপচিতি এবং লাভ–ক্ষতির হিসাব থেকে ৩৮.০০ কোটি টাকা উপযোজনের ফলে দায় খাতে বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহের স্থিতি* ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ৪০৫.৪৬ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৪৪৪.২২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারী আমানতের পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ০.৫৬ কোটি টাকার তুলনায় ০.৬৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ১.২১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ব্যাংকসমূহের আমানত ১৯৯০ সালের

---

* ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল (ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড) অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩০শে জুনের ২,০৫৮.৪১ কোটি টাকার তুলনায় ৬৫.৫৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ২,১২৩.৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য আমানত ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ২,২৪৫.০০ কোটি টাকা থেকে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ১,৪৭৫.০৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৭২০.০৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। দেয় বিল খাতে স্থিতি ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ০.৪৮ কোটি টাকা থেকে ২৫.৯৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ২৬.৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য দায় ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ১,৩৪৮.৬৯ কোটি টাকার তুলনায় ৫০৪.৮৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৮৪৩.৮৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এস, ডি, আর এর পরিমাণ ৯১.৭৪ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে।

২০.৪। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনে ব্যাংকিং বিভাগের সম্পদখাতে বাট্টাকৃত সরকারী ট্রেজারী বিলের স্থিতি ৬৮৬.০১ কোটি টাকার তুলনায় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ২৬০.৪৫ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৪২৫.৫৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশের বাইরে রক্ষিত সম্পদের স্থিতি ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ১,৫৪৫.২০ কোটি টাকা থেকে ১,৩২৩.২৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ২,৮৬৮.৪৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগামের স্থিতি ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ২০.০০ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকে। অন্যান্য ঋণ ও আগামের স্থিতি ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ১,৭৫২.০৭ কোটি টাকা থেকে ২৯৭.১১ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ১,৪৫৪.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বিনিয়োগ খাতে স্থিতির পরিমাণ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন তারিখের ৭০৯.৮৭ কোটি টাকা থেকে ৯১.১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ৮০০.৯৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অন্যান্য সম্পদ ১৯৯০ সালের ৩০শে জুনের ১,৪৪২.৭৪ কোটি টাকা থেকে ২৪৩.৮৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে ১,৬৮৬.৬২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

২০.৫। ব্যাংকিং বিভাগের ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনের স্থিতিপত্র ১৪০–১৪১ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক হিসাব

২০.৬। ব্যাংকের ১৯৮৯–৯০ ও ১৯৯০–৯১ সালের লাভ–ক্ষতির হিসাবের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	১৯৮৯–৯০	১৯৯০–৯১	পরিবর্তন
মোট আয়	৬৬৯.১৭	৭৩৬.৭৭	+ ৬৭.৬০
মোট ব্যয়	৩৬৫.২১	৩০৯.০৫	–৫৬.১৬
নীট মুনাফা ঃ	৩০৩.৯৬	৪২৭.৭২	+১২৩.৭৬

২০.৭। উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৯–৯০ সালের তুলনায় ১৯৯০–৯১ সালে ব্যাংকের নীট্ মুনাফা ১২৩.৭৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২৭.৭২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। আলোচ্য বছরে মোট আয় ৬৭.৬০ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং মোট ব্যয় ৫৬.১৬ কোটি টাকা হ্রাস পাওয়ায় প্রকৃত লাভ ১২৩.৭৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০.৮। উপরে বর্ণিত ৪২৭.৭২ কোটি টাকা মুনাফা থেকে ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল এবং বিভিন্ন বিধিবদ্ধ তহবিলে (Statutory Funds) মোট ৪০.০০ কোটি টাকা উপযোজন করা হয়, অবশিষ্ট ৩৮৭.৭২ কোটি টাকা সরকারী কোষাগারে প্রদেয়। ব্যাংকের ১৯৯০–৯১ সালের মুনাফা আবন্টনের বিবরণ ২০.১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো।

সারণী – ২০.১

বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯০–৯১ সালের মুনাফা আবন্টন

বিবরণ/খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১। বিধিবদ্ধ তহবিলসমূহে উপযোজন	
(১) পল্লী ঋণ তহবিল	১৫,০০,০০,০০০.০০
(২) শিল্প ঋণ তহবিল	৪,০০,০০,০০০.০০
(৩) রপ্তানী ঋণ তহবিল	৪,০০,০০,০০০.০০
(৪) কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল	১৫,০০,০০,০০০.০০
	৩৮,০০,০০,০০০.০০
২। ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তরিত	২,০০,০০,০০০.০০
উপ–সমষ্টি (১+২) ঃ	৪০,০০,০০,০০০.০০
৩। সরকারকে প্রদেয় উদ্বৃত্ত	৩৮৭,৭১,৭৬,৩৬২.৩০
সর্বমোট টাকা ঃ	৪২৭,৭১,৭৬,৩৬২.৩০

২০.৯। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরের লাভ–ক্ষতির হিসাব ১৪২–১৪৩ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ

২০.১০। বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ,১৯৭২ এর ৬৫ (১) ধারা অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯৯০-৯১ সালের হিসাব নিরীক্ষণের জন্য দুটি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান, যথা মেসার্স এম, এ, হক্ক এন্ড কোম্পানী এবং মেসার্স এম, জে, আবেদীন এন্ড কোম্পানীকে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৯৯১ সালের ৩০শে জুনে সমাপ্ত অর্থ বছরে ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতির হিসাব সম্পর্কে হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন ১৪৪-১৪৫ নম্বর পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

প্রশংসা জ্ঞাপন

২০.১১। আলোচ্য বছরে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিশেষ আনুগত্য ও আন্তরিক কর্তব্যপরায়ণতা সহকারে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ এ সম্পর্কে তাঁদের সপ্রশংস উপলব্ধি লিপিবদ্ধ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক

স্থিতিপত্র

ও

লাভ–ক্ষতির হিসাব

(৩০শে জুন, ১৯৯১ তারিখে)

BANGLADESH BANK

BALANCE SHEET
AND
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
(AS ON JUNE 30, 1991)

বাংলাদেশ
স্থিতি
ইস্যু

BANGLADESH BALANCE ISSUE

দায়
LIABILITIES

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯১ As on June 30, 1991		৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
ব্যাংকিং বিভাগে রক্ষিত নোট Notes held in the Banking Department	94,55,285		46,77,255	
প্রচলিত নোট* Notes in Circulation*	4102,37,35,265		3566,25,48,130	
মোট প্রচলিত নোট* Total Notes Issued*		4103,31,90,550		3566,72,25,385
মোট দায় ঃ TOTAL LIABILITIES		4103,31,90,550		3566,72,25,385

* বাতিলকৃত পাকিস্তানী নোট যা বাজার হতে প্রত্যাহৃত হয়েছে, তদপরিবর্তে পাকিস্তান সরকার/স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর উপর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি রয়েছে। চলমুক্ত নোটের পরিমাণ সম্বন্ধীয় উক্তিটি বিবরণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত দাবি সম্পর্কে কোন প্রতিকূলতা সৃষ্টি করবে না।

* The statement with regard to 'Notes in Circulation' is made without prejudice to the claim of the Government of the People's Republic of Bangladesh/Bangladesh Bank for obtaining value from the Government of Pakistan/State Bank of Pakistan in respect of Pakistani Currency Notes demonetised and withdrawn from circulation.

ব্যাংক
পত্র
বিভাগ

BANK SHEET DEPARTMENT

সম্পদ
ASSETS

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯১ As on June 30, 1991		৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
ক) স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ পিণ্ড A. Gold Coin and Bullion	81,59,02,000		70,94,25,000	
রৌপ্য পিণ্ড Silver Bullion	Nil		Nil	
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর Special Drawing Rights held with the International Monetary Fund	Nil		Nil	
অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা Approved Foreign Exchange	200,00,00,000	281,59,02,000	200,00,00,000	270,94,25,000
খ) টাকা মুদ্রা B. Taka Coin	7,92,29,259		12,32,64,094	
বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্র** Government of Bangladesh Securities**	782,72,29,086		364,37,06,086	
অভ্যন্তরীণ বিনিময় বিল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক বিল Internal Bills of Exchange and other Commercial Papers	3031,08,30,205	3821,72,88,550	2919,08,30,205	3295,78,00,385
মোট সম্পদঃ TOTAL ASSETS :		4103,31,90,550		3566,72,25,385

** পাকিস্তানী নোটের পরিবর্তে বাংলাদেশী নোট ইস্যু করার জন্য সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বিশেষ এডহক ট্রেজারী বিলও এর অন্তর্ভুক্ত।

** Includes Special Ad-hoc Treasury Bills issued for providing assets against issue of Bangladeshi Notes in replacement of Pakistani Notes.

দায়
LIABILITIES

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯১ As on June 30, 1991		৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
পরিশোধিত মূলধন Capital Paid-up		3,00,00,000		3,00,00,000
সংরক্ষিত তহবিল Reserve Fund		3,00,00,000		3,00,00,000
পল্লী ঋণ তহবিল Rural Credit Fund		164,44,16,750		148,51,01,750
শিল্প ঋণ তহবিল Industrial Credit Fund		51,77,93,150		47,94,72,700
রপ্তানী ঋণ তহবিল Export Credit Fund		53,00,00,000		49,00,00,000
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিল Agricultural Credit Stabilisation Fund		175,00,00,000		160,00,00,000
আমানত : Deposits :				
ক) সরকার a) Government	1,20,77,721		55,96,984	
খ) ব্যাংক b) Banks	2123,99,13,012		2058,40,82,980	
গ) অন্যান্য c) Others	3720,06,53,751	5845,26,44,484	2245,00,23,560	4303,97,03,524
এস, ডি, আর-এর বরাদ্দ Allocation of Special Drawing Rights		91,74,31,206		91,74,31,206
দেয় বিল Bills Payable		26,47,36,450		48,26,518
অন্যান্য দায় Other Liabilities		843,83,96,880		1348,56,70,177
মোট দায় : **TOTAL LIABILITIES :**		**7257,54,18,920**		**6156,34,05,975**

বিভাগ
DEPARTMENT

সম্পদ
ASSETS

বিবরণ Particulars	৩০শে জুন, ১৯৯১ As on June 30, 1991		৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990	
	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA	টাকা TAKA
নোট Note		94,55,285		45,77,255
টাকা মুদ্রা Taka Coin		256		212
সম্পূরক মুদ্রা Subsidiary Coin		35		116
ক্রীত ও বাট্টাকৃত বিল Bills Purchased and Discounted				
ক) অভ্যন্তরীণ a. Internal	Nil		Nil	
খ) বৈদেশিক b. External	Nil		Nil	
গ) সরকারী ট্রেজারী বিল c. Government Treasury Bills	425,55,90,310	425,55,90,310	686,00,60,423	686,00,60,423
বাংলাদেশের বাহিরে রক্ষিত স্থিতি Balances held outside Bangladesh*		2866,16,55,021		1545,20,16,801
আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত এস, ডি, আর Special Drawing Rights Held with the International Monetary Fund		Nil		Nil
সরকারকে প্রদত্ত ঋণ ও আগাম Loans and Advances to Government		20,00,00,000		20,00,00,000
অন্যান্য ঋণ ও আগাম Other Loans and Advances		1454,96,90,755		1752,06,03,913
বিনিয়োগ Investments		800,99,35,840		709,96,58,840
অন্যান্য সম্পদ Other Assets		1686,81,91,448		1442,74,08,515
মোট সম্পদ ঃ **TOTAL ASSETS :**		**7257,54,18,920**		**6156,34,05,976**

* নগদ টাকা ও স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্র এর অন্তর্ভুক্ত।

* Includes Cash and Short term Securities.

লাভ-ক্ষতির হিসাব

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

আয়ঃ INCOME :	৩০শে জুন, ১৯৯১ As on June 30, 1991 টাকা (Taka)	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990 টাকা (Taka)
সুদ, বাট্টা, বিনিময়, কমিশন ইত্যাদি Interest, Discount, Exchange, Commission etc.	736,77,01,413	669,17,34,054
ব্যয়ঃ EXPENDITURE :		
প্রাতিষ্ঠানিক বেতন ও ভাতাদি Salaries and Allowances	35,95,14,766	33,23,46,960
পরিচালকবৃন্দের ফি ও ভাতাদি Directors' Fees and Expenses	22,218	25,057
নিরীক্ষকদের ফি Auditors' Fees	86,584	86,584
ভাড়া, কর, বীমা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	4,15,65,451	2,87,18,213
আইন খরচ Law Charges	3,97,980	3,80,633
ডাক ও তার খরচ Postage and Telegram Charges	34,46,040	30,42,177
খাজনা প্রেরণ খরচ Remittance of Treasure	50,99,022	51,29,657
মুদ্রণ ও লেখ-সামগ্রী Printing and Stationaries	1,12,10,507	1,38,46,728
সিকিউরিটি প্রিন্টিং (চেক, নোট-ফরম ইত্যাদি) Security Printing (Cheques, Note Forms etc.)	18,39,71,044	7,74,66,307
ব্যাংক সম্পদের অবচয় Depreciation on Bank's Property	3,81,36,925	3,57,23,485
ব্যাংক সম্পদের মেরামত Repairs to Bank's Property	1,36,11,056	1,35,79,968
এজেন্সী খরচ Agency Charges	10,51,73,340	3,89,60,165
আই, এম, এফ খরচ I. M. F. Charges	87,74,03,257	160,93,34,540
সুদ ভর্তুকি (ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদত্ত) Interest Subsidy to Banks and Financial Institutions	2,61,11,653	9,39,10,021
আমানতের উপর সুদ Interest on Deposits	112,60,56,613	119,96,32,988
কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ Interest on Staff Provident Fund	5,17,59,752	4,06,21,617
সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের উপর সুদ Interest on General Provident Fund	75,38,417	62,88,251
এ, সি, ইউ লেনদেনের উপর সুদ Interest on ACU Transactions	4,96,20,222	6,22,34,799
বিবিধ খরচ Miscellaneous Expenses	9,87,99,754	9,08,02,716
প্রকৃত লাভঃ Net Profit :	427,71,75,362	305,86,03,488
মোট টাকাঃ TOTAL TAKA :	736,77,01,413	669,17,34,054

লাভ-ক্ষতির হিসাব
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	৩০শে জুন, ১৯৯১ As on June 30, 1991 টাকা (Taka)	৩০শে জুন, ১৯৯০ As on June 30, 1990 টাকা (Taka)
লাভ বণ্টন : **APPROPRIATION OF PROFITS**		
সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Reserved Fund	Nil	Nil
পল্লী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Rural Credit Fund	15,00,00,000	15,00,00,000
শিল্প ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Industrial Credit Fund	4,00,00,000	4,00,00,000
রপ্তানী ঋণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Export Credit Fund	4,00,00,000	4,00,00,000
কৃষি ঋণ স্থিতিশীলকরণ তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Agricultural Credit Stabilisation Fund	15,00,00,000	15,00,00,000
ঋণ নিশ্চয়তা তহবিলে স্থানান্তরিত Amount transferred to Credit Guarantee Fund	2,00,00,000	2,00,00,000
সরকারকে প্রদেয় উদ্বৃত্ত Surplus Payable to Government	387,71,76,362	263,96,03,488
স্থিতি Balance	Nil	Nil
মোট টাকা : TOTAL TAKA :	427,71,76,362	303,96,03,488
সংরক্ষিত তহবিলের হিসাব : **RESERVE FUND ACCOUNT**		
৩০শে জুন, ১৯৯০ সনের স্থিতি Balances as on June 30, 1990	3,00,00,000	3,00,00,000
লাভ-ক্ষতি হিসাব হতে স্থানান্তর By transfer from Profit and Loss A/c	Nil	Nil
মোট টাকা : TOTAL TAKA :	3,00,00,000	3,00,00,000

আশরাফ উল্লাহ্ মহাব্যবস্থাপক (হিসাব) ASHRAF ULLAH General Manager (Accounts)	মাহবুবুর রহমান খান ডেপুটি গভর্নর MAHBUBUR RAHMAN KHAN Deputy Governor	শেগুফতা বখ্ত চৌধুরী গভর্নর S. B. CHAUDHURI Governor

হিসাব নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমীপে,

আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় এবং অন্যান্য সাতটি শাখা অফিসে রক্ষিত হিসাবের বই ও নথিপত্রের সংগে ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন তারিখে প্রস্তুত ইস্যু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগের উপরোক্ত স্থিতিপত্রদ্বয় এবং উক্ত তারিখে সমাপ্ত বৎসরের উপরোক্ত লাভ–ক্ষতির হিসাব পরীক্ষা করিয়াছি। এই পরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্যে আমরা যে সব তথ্য ও ব্যাখ্যা দরকার মনে করিয়াছি তাহা আমরা সম্পূর্ণ এবং সন্তোষজনকভাবে পাইয়াছি। আমাদের মতে স্থিতিপত্রদ্বয়ে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং এইগুলি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে প্রস্তুত স্থিতিপত্র। আমাদিগকে প্রদত্ত তথ্য, ব্যাখ্যা এবং হিসাবের বই অনুসারে এই স্থিতিপত্রদ্বয় ১৯৯১ সালের ৩০শে জুন তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয়াদি সত্য এবং সঠিকভাবে প্রদর্শন করে।

ঢাকা
১৫ই আগষ্ট, ১৯৯১

এস, এ, ফজল এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

এস, জে, আবেদীন এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

REPORT OF THE AUDITORS

To
The Government of the People's
Republic of Bangladesh

We have examined the two Balance Sheets (Issue Department and Banking Department) of the Bangladesh Bank as at 30th June, 1991 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date with the books of account and records maintained by the Bank's Head Office and other seven branches. We report that we have obtained all the information and explanations we required and such information and explanations have been given satisfactorily. In our opinion, the Balance Sheets are full and fair Balance Sheets containing the prescribed particulars and are properly drawn up so as to exhibit true and correct view of the state of the Bank's affairs according to the information and explanations given to us and as shown by the books of accounts maintained at the Bank's Head Office and Branch Offices.

Dhaka
15th August, 1991

M. A. Fazal & Co.
Chartered Accountants

M. J. Abedin & Co.
Chartered Accountants

পরিশিষ্ট

APPENDICES

TRENDS IN THE ECONOMY OF BANGLADESH DURING 1990-91

1.1 For the economy of Bangladesh, 1990-91 was an eventful year. Uncertainties prevailing in the world economy during the first half of the year owing to the Gulf-war, affected the economy of Bangladesh. In the wake of political change-over also, economic activities naturally underwent some interruption. Later, following adoption of various measures by the newly-elected democratic Government to stimulate the economy, overall economic activities gathered momentum. However, towards the end of the year, the catastrophic cyclone and tidal waves that swept the entire coastal areas of the country on April 29, 1991 affected severely the agro-industrial infrastructure of the economy. Besides, tornadoes and flash floods that occurred subsequently in different parts of the country caused heavy damages to life and property, including standing crops. Despite natural calamities such as cyclone, tidal waves and floods, it was possible to sustain the growth rate at 3.6* percent during 1990-91 as a result of all-out efforts made by the newly-elected democratic Government. The fall in the GDP growth rate can be attributed primarily to decline in the growth rate of the agricultural sector from 5.6 percent in the preceding year to 2.4* percent during 1990-91 due mainly to natural calamities. The rate of growth of industrial sector stood at 7.9* percent in 1990-91 as compared to 8.4 percent in the preceding year while the rate of growth in the power and gas sector declined from 16.7 percent in the previous year to 5.7* percent during the year under report.

1.2 Despite the fact that the foreign trade of Bangladesh suffered some set-back due to suspension of trade with Middle-East countries as well as high oil prices in the world market for some time following the Gulf-war, export earnings recorded an increase mainly as a result of pursuing a flexible exchange rate policy and introduction of a number of export incentives. The notable measures taken to boost exports were the following: Exporters of readymade garments were allowed to deposit in their foreign currency account that portion of earning from export of readymade garments which is required for the payment of import of cloth through back-to-back L/C without converting the same into Taka, 'Frozen Food' and 'Electronics' sectors were declared as 'Thrust Sector' and 'Special Customs Bond' facility was provided for all commodities under the 'Crash Programme'. Total import payments, on the other hand, declined because of sluggishness in the economy. As a result, the trade deficit narrowed down during the year under report. Export earnings** increased by US $ 183 million

---

* Provisional estimate of the Planning Commission.

** Source: Bangladesh Bank.

or 12.3 percent to US $ 1,669* million while import payments** declined by US$ 289 million or 7.7 percent to US$ 3,470 million during the year under report. As a result, the deficit in the trade balance declined by US $ 472 million to US $ 1,801 million during 1990-91 from US $ 2,273 million in the preceding year. As a result of an increase in export earnings and a decline in import payments, total export earnings as a percentage of total import payments stood higher at 48.1 percent in 1990-91 as compared to 39.5 percent in the preceding year.

1.3 Broad Money (M_2) increased at a lower rate of 12.1 percent during 1990-91 as compared with an expansion of 16.9 percent in the preceding year. The projected rate of increase in Broad Money (M2) was 16.5 percent for the year under report. The rate of expansion in domestic credit also came down to 10.1 percent during the year under report from 18.9 percent in 1989-90 . This was much lower than 16.7 percent projected for the year. The demand for credit declined during the first half of the year reflecting depressed economic activities due to the Gulf war as well as political unrest in the country. As a result, during July-December, 1990, total domestic credit expanded by Tk. 976.30 crores or 4.2 percent as against an increase of 14.4 percent during the corresponding period of the preceding year. As political situation improved following the introduction of a democratic system of government in the country, economic activities picked up and the demand for credit increased during the second half of the year. During this period total domestic credit increased by Tk. 1,359.30 crores or 5.7 percent.

1.4 Mainly because of an increase in export earnings and a decline in import payments, the foreign exchange reserves recorded an increase of US $ 360 million to US $ 880 million at the end of June, 1991 from US $ 520 million at the end of June, 1990. In order to maintain international competitiveness of exports, improve the current account balance, keep the value of Taka stable and reduce the gap between the official exchange rate and the rate in the Secondary Exchange Market, a flexible exchange rate policy was pursued during the year. The exchange rate of Taka vis-a-vis the US dollar, our intervention currency, was refixed thrice during the year. As a result, the official exchange rate of Taka against the US dollar stood at Tk. 35.79 at end June, 1991 as compared to Tk. 34.90 at end June, 1990, indicating depreciation of Taka to the extent of 2.5 percent over the year.

---

* According to data compiled by the Export Promotion Bureau, export earnings increased by 12.7 percent to US $ 1,718 million during the year.

** Source: Bangladesh Bank.

Adjustment and Support Measures

1.5 The Financial Sector Reform Programme (FSRP) which was undertaken in 1989-90 to ensure an effective role of the banking system in the overall economic development of the country through market-oriented financial management continued during 1990-91 as well. Special measures taken during 1990-91 under the FSRP were as follows :

(1) In order to ensure efficient use of bank resources and make the banks more market oriented, some changes and adjustments were made in the new interest rates structure during the year. Notable among these is the provision that the banks can now change/refix interest rate within the given bands once in every month.

(2) To improve the recovery of loans and for capitalisation of banks, the drive for recovery of stuck-up loans from identified big defaulter loanees of the nationalised commercial banks was geared up during the year under report. To this end, lists of big defaulters were published in the national dailies, cases were filed in the *"Ortha Rin Adalat"* against many defaulters and banks were instructed not to provide fresh loans to them. Besides, in order to strengthen overall financial discipline and improve the loan recovery position, a new Bank Company Ordinance was promulgated on 24th February, 1991 which was later passed by the Parliament and named as the 'Banking Company Act, 1991'. Under the purview of this Act, Bangladesh Bank has been given wide powers in respect of the operation of banks in Bangladesh.

(3) In order to meet the shortfall that appeared in the 1989 annual accounts of three nationalised banks (Sonali, Janata and Agrani) in regard to making necessary provision and also to provide additional assets to enable these banks to raise their capital upto 5% of their total deposits, the Government issued necessary amount of special bonds in favour of these banks.

(4) In order to make available an additional tool for monetary management, Bangladesh Bank introduced a "91-day Bangladesh Bank Bill" on 23rd December, 1990. Since its introduction, 7 monthly auctions were held till June 30, 1991. The balance against this bill at face value stood at Tk. 26.00 crores as on June 30, 1991. As the present capital market in the country is

not well-organised, the transaction and use of this bill has, so far, remained limited within the banking sector.

1.6. Apart from the aforesaid reform measures, other important steps taken during 1990-91 in the field of monetary and credit management to provide necessary funds to the productive sectors, keep the price level stable and strengthen the programme for recovery of the overdue bank loans, included the following: (i) reduction of the cash reserve ratio of the scheduled banks (except specialised banks, Islami Bank Bangladesh Ltd. and Al-Baraka Bank Bangladesh Ltd.) to be maintained with the Bangladesh Bank and the prescribed liquidity requirement from the earlier 10 percent and 25 percent respectively to 9 percent and 24 percent with effect from April 4, 1991 and subsequently further to 8 percent and 23 percent respectively with effect from April 25, 1991; (ii) amendment of the industrial project sanctioning procedure by authorising the nationalised commercial banks to approve projects involving local capital upto Tk. 10 crores and (iii) formulation of credit norms for additional 23 sectors by the committee constituted to formulate uniform sector-wise credit norms in order to provide working capital loans to various industries.

1.7 Under the Financial Sector Reform Programme in respect of agricultural loans, efforts for improving the recovery position, ensuring proper loan utilisation, compliance of credit norms and the supervision of credit programme continued during the year. The disbursement of agricultural credit during 1990-91 stood at Tk. 595.60 crores, which was lower by Tk. 91.18 crores or 13.3 percent as compared with the actual disbursement of Tk. 686.78 crores in the preceding year. A significant part of agricultural borrowers being identified as defaulters lost eligibility for new loans and as a result, the number of borrowers declined notably. Mainly because of the decline in the number of eligible new borrowers the actual disbursement of loans was lower during the year under report. The recovery of loans during 1990-91 stood at Tk. 625.32 crores which was Tk. 76.62 crores or 10.9 percent lower as compared with the recovery of Tk. 701.94 crores in the preceding year. In view of extensive damages due to floods, the loan and interest due on it was remitted subject to certain conditions in case of farmers who borrowed upto Tk. 5,000 till March 1,1991 in order to provide further incentive for production by reducing the debt burden of the poor, landless, small and marginal farmers.

1.8 A number of measures were adopted by the Government during 1990-91 for increased mobilization of domestic resources, development of industrial and export sectors, protection of indigenous industries and import substitution. These included:

(i) deduction of tax at source at the rate of 10 percent each on interest accrued on saving and fixed deposits with banks and on commission paid by insurance companies to their agents for collection of insurance policies, collection of tax in advance at the rate of 2.5% on the value of all imported goods excepting capital machinery enjoying concessionary import duty and raw materials of the industries approved by the Board of Investment and Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation; (ii) withdrawal of the exemption of sales tax on imported fabrics and second-hand clothing; (iii) increase in the rate of duty on import of fruits from the existing 50 percent to 100 percent in order to encourage the domestic producers of fruits to raise their production; (iv) enhancement of the rate of excise duty on sugar from the existing 10 percent to 20 percent; (v) increase in the rate of excise duty on cement to Tk. 400 per metric ton from Tk. 203 per metric ton; (vi) increase in the rate of duty on all kinds of imported refined edible oil from 50 percent to 100 percent and (vii) enhancement of the prices of petroleum products and natural gas.

1.9 Increased efforts of the Government for industrialization in the private sector to achieve overall economic development continued during 1990-91. Keeping the 7 sub-sectors of the basic and large industries reserved for investment by the Government, the free list was expanded in order to allow the private sector to play a greater role in the economy. In order to liberalize the approval procedure of industries and sanctioning of industrial loans, decentralize and enhance sanctioning powers and encourage foreign private investment in joint venture in the private sector the following important measures were adopted during 1990-91: (i) approval by the Investment Committee of the Board of Investment of all projects (excepting projects under the free list and those industries which are under the purview of the approval power of BSCIC, BEPZA and other agencies) upto Tk. 30 crores (project value) involving both local and foreign capital investment as against Tk. 10 crores earlier; (ii) transfer of responsibilities to the Board of Investment relating to approval for procurement, cancellation of approval, modernisation, balancing and fixation of import entitlement in respect of new fishing trawlers; (iii) arrangement for supply of venture capital/seed money for production and development of commodities under 'crash programme'; (iv) transfer of two sub-sectors viz. G. P sheet and refinery and hydrogenation of edible oil, subject to investment of own capital by the entrepreneurs, from the discouraged list to free list.

Money, Credit and Price Situation

1.10 Supply of necessary finance from the banking system to different sectors for accelerating economic activities continued during 1990-91. But due to slackness in

the economy, Broad Money expanded at a much lower rate of 12.1 percent to Tk. 25,004.30 crores during 1990-91 as against the projected growth of 16.5 percent. This compared with the expansion of 16.9 percent during the preceding year. Reserve Money or "High Powered Money" expanded by 3.3 percent to Tk. 6,526.70 crores as compared with the increase of 15.5 percent in the preceding year. The Money Multiplier increased to 3.83 at the end of the year under report from 3.53 at the end of the preceding year.

1.11 Total domestic credit which was projected to increase by 16.7 percent during 1990-91 increased by Tk. 2,335.60 crores or 10.1 percent to Tk. 25,368.40 crores. This was lower by Tk. 1,513.60 crores or 6.6 percent as compared with the projected amount and was much lower than the increase of 18.9 percent during the preceding year. During the first half of the year under report the demand for credit declined as economic activities decelerated to some extent due to the Gulf-crisis and political unrest in the country. During the first half of the year-July to December, 1990, total domestic credit expanded by Tk. 976.30 crores or 4.2 percent as compared with the increase of 14.4 percent during the same period of the preceding year. The shares of private sector and public sector in this increase were Tk. 805.30 crores (+5.0%) and Tk. 198.00 crores (+4.0%) respectively. The amount of credit in the Government sector declined by Tk. 27.00 crores (-1.3%). On the other hand, total domestic credit increased by Tk. 1,359.30 crores or 5.7 percent during the second half of the year (January to June, 1991) under report as compared with Tk. 869.50 crores or 3.9 percent during the same period of the preceding year. Of this increase, the private and Government sector accounted for Tk. 1,013.10 crores (+6.0%) and Tk. 198.10 crores (+10.0%) respectively while the share of the public sector was Tk. 148.10 crores (+2.8%).

1.12. With the asset demand for money* during 1990-91 remaining more or less at preceding year's level, the decline in the rate of expansion in money supply helped contain the rate of inflation. The rate of inflation as measured by twelve-month average of the consumer price indices for middle income families in Dhaka City declined to 8.9 percent in 1990-91 as compared with 9.3 percent in the preceding year.

---

* Share of Time Deposits in Broad Money.

Balance of Trade and Payments

1.13 The deficit in the country's trade balance declined substantially during 1990-91. Deficit in the Merchandise Account declined by $ 472 million to $ 1,801 million during the year under report as against an increase of $ 179 million to $ 2,273 million in the preceding year. The reduction in trade deficit was attributable to fall in import payments and increase in export receipts during 1990-91 as compared with the preceding year. Import payments declined by $ 289 million to $ 3,470 million in 1990-91 from $ 3,759 million in the preceding year.

1.14 Total export receipts rose by $ 183 million to $ 1669 million in 1990-91 as against an increase of $ 205 million in the preceding year. The relative shares of traditional and non-traditional items in total export receipts during the year stood at $ 443.0 million or 26.5 percent and $ 1,226 million or 73.5 percent respectively. Commodity-wise export receipts were: raw jute $ 120 million, jute goods $ 283 million, tea $ 40 million, readymade garments $ 788 million, frozen foods $ 171 million, leather $ 138 million and other items $ 129 million. Total receipts under Services Account increased by $ 14 million to $ 460 million. On the other hand, outflow under the Services Account declined by $ 68 million to $ 486 million. Due to higher receipts and lower outflow, net deficit in the Services Account declined by $ 82 million during the year under report. Receipts under 'Private Unrequited Transfers' increased by $ 44 million to $ 846 million during the year under report. This included $764 million remitted by the Bangladeshis living abroad. Deficit in the Current Account declined by $ 596 million to $ 981 million during 1990-91. As a result of the decline in deficit under Trade and Services Accounts and increased receipts under Private Unrequited Transfers, the overall balance of payments of the country showed a surplus of $ 347 million in 1990-91 as compared with a deficit of $ 100 million in the preceding year.

1.15 Commitments of foreign aid to Bangladesh stood at $ 1,371 million during 1990-91. Total commitments of foreign aid since independence till the end of June, 1991 amounted to $ 27,463 million of which $ 12,629 million or 46.0 percent represented grants. Total disbursement of foreign aid during the same period stood at $ 22,461 million which represented 81.8 percent of the total commitments. One of the major factors responsible for this shortfall in aid disbursement was the dearth of local currency. Of the total disbursements, $ 11,528 million or 51.3 percent represented loans while the remaining $ 10,933 million or 48.7 percent grants. Total outstanding external debt of Bangladesh increased by $ 704 million during 1990-91 and stood at $ 11,052 million as on June 30, 1991. Repayment of external debt

(principal and interest) during 1990-91 amounted to $ 317 million or 19.0 percent of the country's export earnings. This compared with the repayment of $ 290 million or 19.5 percent of export earnings during 1989-90.

Short-term Prospects

1.16 The economy of Bangladesh faced an adverse situation due to the Gulf-war and internal political unrest in the first half of 1990-91 as well as unprecedented catastrophic cyclone, tidal bores in the second half of the year. This adverse situation was, however, successfully met with all-out efforts made by the newly-elected democratic Government. With the restoration of political stability in the country through free and fair elections, overall economic activities gathered momentum. In view of the present socio-economic situation, it can be expected that the process of economic development will accelerate during 1991-92 provided the inflow of foreign assistance and weather conditions remain favourable. As a result of all-out efforts to augment agricultural production and measures taken to establish a market-oriented economy, there is every likelihood that economic activities will expand further during 1991-92.

বাংলাদেশ ঃ কিছু নির্বাচিত পরিসংখ্যান
BANGLADESH : SOME SELECTED STATISTICS

আয়তন ও জনসংখ্যা
AREA AND POPULATION

সারণী–১
TABLE- I

১।	আয়তন Area		$143998\ km^2$
		1989-90	1990-91
২।	জনসংখ্যা* Population*	106.5 million	108.5 million
৩।	জনসংখ্যার ঘনত্ব Density of population		
(ক)	মোট আয়তনের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে Per km^2 of total land Area	740	753
খ)	চাষযোগ্য জমির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে Per km^2 of Cultivable Land	865	882

সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
Source : Bangladesh Bureau of Statistics.
* ১৯৯১ সালের আদম শুমারির ভিত্তিতে সংশোধিত।
* Revised on the basis of 1991- Census.

জাতীয় আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
NATIONAL INCOME, SAVINGS AND INVESTMENT

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

খাত/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৯–৯০ 1989-90	শতকরা পরিবর্তন % Change	১৯৯০–৯১ প্রাক্কলিত 1990-91 (Estimated)	শতকরা পরিবর্তন % Change
১। জিডিপি (১৯৮৯–৯০ স্থির উপাদান ব্যয়ে) GDP (at constant 1989-90 factor cost)	69,761	+5.84@	72,275	– 3.60
২। জিডিপি (চলতি বাজার মূল্যে) GDP (at current market prices)	73,757	+11.82	80,749	+ 9.46
৩। মোট বিনিয়োগ (চলতি বাজার মূল্যে) Gross Investment (at current market prices)	9,283 – 12.59*	+33.45	8,902 – 11.02*	-4.10
৪। মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (চলতি বাজার মূল্যে) Gross Domestic Savings (at current market prices)	2,794 – 3.79**	+26.17	3,407 – 4.22**	+21.94
৫। জিডিপি'র খাতওয়ারী বিভাজন (১৯৮৯–৯০ স্থির উপাদান ব্যয়ে) Sectoral Break-up of GDP (at constant 1989-90 factor cost)	Share in GDP		Share in GDP	
	(Amount)	(In percentage)	(Amount)	(In percentage)
(ক) কৃষি (a) Agriculture	27,474	39.38 (+5.60)@	28,143	38.94 (+ 2.44)
(খ) শিল্প (b) Industry	5,228	7.49 (+8.35)@	5,639	7.81 (+ 7.86)
(গ) নির্মাণ (c) Construction	3,615	5.18 (+9.04)@	3,799	5.26 (+5.09)
(ঘ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস (d) Power and Gas	756	1.10 (+16.69)@	801	1.10 (+5.67)
(ঙ) অন্যান্য (e) Others	32,686	46.85 (+4.94)@	33,893	46.89 (+3.69)
মোট ঃ Total :	69,761	100.00	72,275	100.00

সূত্র ঃ পরিকল্পনা কমিশন।
Source : Planning Commission.
* জিডিপি'র চলতি বাজার মূল্যে শতকরা হার হিসেবে মোট বিনিয়োগ।
* Gross investment as percentage of GDP at current market prices.
** জিডিপি'র চলতি বাজার মূল্যে শতকরা হার হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়।
** Gross domestic savings as percentage of GDP at current market prices.
নোট ঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশক।
Note : Figures in brackets indicate sectoral growth rates.
@ ১৯৮৪–৮৫ সালের স্থির উপাদান ব্যয়ে।
@ At constant 1984-85 factor cost.

সারণী-৩
TABLE-III

সরকারী অর্থসংস্থান এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ ডি পি)
GOVERNMENT FINANCE AND ANNUAL DEVELOPMENT PROGRAMME (ADP)

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৯-৯০ 1989-90	শতকরা ভাগ হিসেবে %	১৯৯০-৯১ 1990-91	শতকরা ভাগ হিসেবে %
১। রাজস্ব আয়ঃ Revenue Receipts:	6,778.22	100	7,822.03	100
ক) কর Tax	5,781.36	85	6,382.85	82
খ) কর বহির্ভূত Non-Tax	996.86	15	1,439.18	18
২। রাজস্ব ব্যয় Revenue Expenditure	6,740.00	99.4	7,310.24	93.5
৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+) Revenue Surplus (+)	38.22	0.6	511.79	6.5
রাজস্ব ঘাটতি (-) Revenue Deficit (-)				
৪। মূলধন প্রাপ্তিঃ Capital Receipts:	6,076.46	100	9,255.74	100
ক) মূলধন ব্যয় Capital Expenditures	1,030.37	17	3,709.30	40
খ) মূলধন উদ্বৃত্ত Capital Surplus	5,046.09	83	5,546.44	60
৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিমাণঃ Size of ADP :	5,102.76	100	6,121.00	100
ক) অভ্যন্তরীণ Domestic	-610.04	-12	770.62	13
খ) বৈদেশিক Foreign	5,030.00	99	5,350.38	87
গ) অতিরিক্ত সম্পদ Additional Resources	682.80	13	Nil	Nil

সূত্র ঃ সংক্ষিপ্ত বাজেট বিবরণী, ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২, অর্থ মন্ত্রণালয়।
Source : Budget Summary Statements of 1990-91 and 1991-92, Ministry of Finance.

সারণী–৪
TABLE -IV

মুদ্রা, ঋণ এবং মূল্য সূচক
MONEY, CREDIT AND PRICE INDEX

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

খাতসমূহ Heads	১৯৮৯–৯০ 1989-90	১৯৯০–৯১ 1990-91
১। ব্রড মানি (এম২) Broad Money (M_2)	22,297.60 (+16.88)	25,004.30 (+12.14)
২। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ঃ Total Domestic Credit :	23,032.80 (+18.93)	25,368.40 (+10.14)
ক) সরকারী খাত (রাষ্ট্রায়ত্ব খাতসহ) Government Sector (Including Public Sector)	7,028.30 (+17.01)	7,545.50 (+7.36)
খ) সরকারী খাত Government Sector	2,016.70 (+46.89)	2,187.80 (+8.48)
গ) রাষ্ট্রায়ত্ব খাত Public Sector	5,011.60 (+8.16)	5,357.70 (+6.91)
ঘ) বেসরকারী খাত Private Sector	16,004.50 (+19.80)	17,822.90 (+11.36)
৩। জিডিপি'র (চলতি বাজার মূল্যে) শতকরা হিসেবে ব্রড মানি Broad Money as % of GDP (At Current Market Prices)	30.23	30.97*
৪। ঢাকা মহানগরীর মধ্য আয়ের পরিবারসমূহের ভোক্তা–মূল্যের সাধারণ সূচক (বারো মাসের গড়) Consumer Price Index for Dhaka City Middle Income Families (Twelve Month Average)	632.74 (+9.30)	689.30 (+8.94)

দ্রষ্টব্য ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ বার্ষিক শতকরা পরিবর্তন নির্দেশক।
Note : Figures in brackets indicate annual percentage changes.

উৎস (Sources) :
(১) বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank)।
(২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)।
(৩) পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)।
* সাময়িক।
* Provisional

রিজার্ভ মুদ্রা ও তার উপাদানসমূহ
RESERVE MONEY AND ITS COMPONENTS

(কোটি টাকার অংকে)
(Taka in crores)

সময় জুন শেষে Period End-June	ব্যাংকের বহির্ভূত মুদ্রা Currency Outside Banks	তফসিলী ব্যাংকসমূহের নিকট উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ Cash in Tills of the Scheduled Banks	তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা@ Balances of the Scheduled Banks with the Bangladesh Bank@	অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা Deposits of other Financial Institutions with the B. Bank	৯১-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল 91-day Bangladesh Bank bill.	রিজার্ভ মুদ্রা Reserve Money (2+3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
১৯৭৩-৭৪ 1973-74	331.10	21.10	72.20	0.20	Nil	424.60
১৯৭৪-৭৫ 1974-75	290.20	26.60	92.50	0.10	Nil	409.40
১৯৭৫-৭৬ 1975-76	329.80	34.30	98.00	0.10	Nil	462.20
১৯৭৬-৭৭ 1976-77	356.30	65.50	124.40	0.20	Nil	546.40
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	504.30	66.40	115.80	0.30	Nil	686.80
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	613.30	80.00	162.80	0.10	Nil	856.20
১৯৭৯-৮০ 1979-80	693.40	103.20	247.00	0.20	Nil	1,043.80
১৯৮০-৮১ 1980-81	914.80	126.20	294.10	0.20	Nil	1,335.30
১৯৮১-৮২ 1981-82	877.50	135.60	267.20	0.10	Nil	1,280.40
১৯৮২-৮৩ 1982-83	1,138.60	146.50	338.70	0.70	Nil	1,624.50
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	1,556.30	235.50	443.90	0.20	Nil	2,235.90
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	1,722.90	275.70	676.70	0.20	Nil	2,675.50
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	1,953.10	338.40	979.50	0.50	Nil	3,271.50
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	2,075.60	361.30	1,303.22	1.68	Nil	3,741.80
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	2,415.00	402.30	2,240.20	Nil	Nil	5,057.50
১৯৮৮-৮৯ 1988-89	2,615.60	432.50	2,420.70	Nil	Nil	5,468.80
১৯৮৯-৯০ 1989-90	3,188.30	506.00	2,623.00	Nil	Nil	6,317.30
১৯৯০-৯১ 1990-91	3,611.80	623.90	2,255.00	Nil	26.00	6,526.70

@ওয়েজ আর্নার্স ক্লিয়ারিং একাউন্টে জমাসহ।

@ Include Deposits under Wage Earners' Clearing Account.

সারণী-৬
TABLE-VI

রিজার্ভ মুদ্রার উৎসসমূহ
SOURCES OF RESERVE MONEY

(কোটি টাকার অঙ্কে)
(Taka in crores)

সময় জুন শেষে Period End-June	বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা Bangladesh Bank's claim on			নীট বৈদেশিক সম্পদ Net Foreign Assets	অন্যান্য পরিসম্পদ (নীট) Other Assets (Net)	রিজার্ভ মুদ্রা (২+৩+৪+৫+৬) Reserve Money (2+3+4+5+6)
	সরকার Govern-ment	তফসিলী ব্যাংকসমূহ Scheduled Banks	অন্যান্য সরকারি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান Other Official Entities and Financial Institutions			
1	2	3	4	5	6	7
১৯৭৩-৭৪ 1973-74	403.20	99.70	30.60	-39.70	-69.20	424.60
১৯৭৪-৭৫ 1974-75	456.60	111.40	31.90	104.80	-295.30	409.40
১৯৭৫-৭৬ 1975-76	723.70	101.90	30.60	-88.90	-305.10	462.20
১৯৭৬-৭৭ 1976-77	636.30	121.30	30.50	62.40	-304.10	546.40
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	766.20	231.30	35.60	34.70	-311.60	686.80
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	734.40	373.60	90.90	90.20	-432.90	856.20
১৯৭৯-৮০ 1979-80	953.80	709.40	181.60	201.10	-599.90	1,043.80
১৯৮০-৮১ 1980-81	1,477.90	912.30	242.70	-622.20	-675.40	1,335.30
১৯৮১-৮২ 1981-82	1,581.10	1,335.60	309.70	-1,359.60	-586.40	1,280.40
১৯৮২-৮৩ 1982-83	1,420.60	1,251.00	365.80	-752.70	-660.40	1,624.50
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	1,351.60	1,377.30	529.50	-214.70	-807.80	2,235.90
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	1,424.60	2,167.50	677.40	352.60	-1,241.40	2,675.50
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	1,789.50	2,443.80	670.60	-420.90	-1,411.50	3,271.50
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	1,963.60	2,134.30	654.60	-76.40	-1,134.30	3,741.80
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	2,245.20	2,552.80	674.40	534.70	-1,149.60	5,057.50
১৯৮৮-৮৯* 1988-89*	986.00	3,136.40	933.80	456.20	-43.60	5,468.80
১৯৮৯-৯০* 1989-90*	1,678.30	3,921.00	926.10	-264.30	54.80	6,317.30
১৯৯০-৯১* 1990-91*	1,677.70	3,939.00	932.60	1,137.20	-1,159.80	6,526.70

* পুনর্বিন্যাস শ্রেণী বিন্যাসের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

* Prepared on the basis of changed classification.

সারণী–৭
TABLE-VII

সরকারী এবং বেসরকারী খাতে আমানতসমূহ
DEPOSITS OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS

(কোটি টাকার অঙ্কে)
(Taka in crores)

	তলবী আমানত Demand Deposits			মেয়াদী আমানত Time Deposits		
সময় Period	সরকারী* Public*	বেসরকারী Private	মোট Total	সরকারী* Public*	বেসরকারী Private	মোট Total
জুন, ১৯৮৩ June, 1983	509.4 (31.48)	1,108.8 (68.52)	1,618.2	1,120.0 (33.64)	2,209.8 (66.36)	3,329.8
জুন, ১৯৮৪ June, 1984	645.0 (29.74)	1,524.0 (70.26)	2,169.0	1,731.6 (35.21)	3,186.5 (64.79)	4,918.1
জুন, ১৯৮৫ June, 1985	748.9 (27.64)	1,960.2 (72.36)	2,709.1	2,232.9 (34.73)	4,197.0 (65.27)	6,429.9
জুন, ১৯৮৬ June, 1986	853.7 (26.10)	2,417.6 (73.90)	3,271.3	2,350.5 (31.22)	5,177.9 (68.78)	7,528.4
জুন, ১৯৮৭ June, 1987	1,000.8 (28.42)	2,521.1 (71.58)	3,521.9	2,853.6 (30.74)	6,428.8 (69.26)	9,282.4
জুন, ১৯৮৮ June, 1988	987.4 (31.44)	2,152.7 (64.56)	3,140.1	2,983.8 (24.86)	9,020.0 (75.14)	12,003.8
জুন, ১৯৮৯ June, 1989	833.0 (25.50)	2,433.9 (74.50)	3,266.9	3,924.4 (26.89)	10,668.8 (73.1)	14,593.2
জুন, ১৯৯০ June, 1990	880.1 (23.93)	2,797.4 (76.07)	3,677.5	4,038.5 (24.03)	12,765.2 (75.97)	16,803.7
জুন, ১৯৯১ June, 1991	1,108.8 (25.80)	3,188.8 (74.20)	4,297.6	4,146.7 (22.08)	14,634.0 (77.92)	18,780.7

* সরকারের আমানতসহ।

* Include Deposits of the Government.

নোট ঃ বন্ধনীর সংখ্যাসমূহ মোট আমানতের শতকরা হার নির্দেশক।

Note : Figures in the parentheses represent percentage of total deposits.

সূত্র ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক অবস্থা
COMPARATIVE POSITION OF SCHEDULED BANKS

(কোটি টাকার অঙ্কে)
(Taka in crores)

বিবরণ Particulars	তারিখ As on ৩০-৬-৯০ 30-6-90	৩০-৬-৯১ 30-6-91
১। ব্যাংক আমানত* Bank Deposits'	19,110.80	21,393.60
ক) তলবী আমানত Demand Deposits	3,180.40	3,591.90
খ) মেয়াদী আমানত Time Deposits	15,928.90	17,800.60
গ) নিয়ন্ত্রিত আমানত Restricted Deposits	1.50	1.10
২। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ধার Borrowings from the Bangladesh Bank	4,117.70	4,175.20
৩। সিন্দুকে রক্ষিত নগদ তহবিল Cash in Tills	506.00	623.90
৪। বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত জমা Balances with the Bangladesh Bank	2,126.90	2,136.90
৫। বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের চলতি হিসাবে রক্ষিত জমা Balances with other Bank in Bangladesh in Current Account	350.20	401.60
৬। চাহিবামাত্র স্বল্প মেয়াদে ফেরতযোগ্য অর্থ Money at Call and Short Notice in Bangladesh	242.70	239.20
৭। তফসিলী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ Scheduled Banks' Investment	2,208.20	2,544.90
ক) সরকারের ঋণপত্র Government Securities	1,260.30	1,646.00
খ) অন্যান্য Others	947.90	898.90
৮। ব্যাংক ঋণ (আন্তঃব্যাংক বিষয়াদি ব্যতীত) Bank Credit (Excluding Inter-Bank items)	19,588.10	21,898.80
ক) বাংলাদেশে প্রদত্ত অগ্রিম Advances in Bangladesh	19,041.60	21,258.10
খ) ক্রয়কৃত এবং বাট্টাকৃত (বাংলাদেশ) অভ্যন্তরীণ বিল Inland bills Purchased and Discounted in Bangladesh	546.50	640.70
৯। ঋণ/আমানত অনুপাত (বি কে বি, আর কে ইউ বি, বিএসবিএল এবং বিএসবি বাদে) Credit/Deposits Ratio (Excluding the BKB, the RKUB, the BSBL and the BSB)	0.82**	0.82

* সরকারী আমানত ও আন্তঃব্যাংক লেনদেন ব্যতীত।

' Excluding Government Deposits and inter-bank items.

** সংশোধিত।

** Revised.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
A. Interest Rates Structure of the Banking Sector

(১) ব্যাংক রেট
(1) The Bank Rate — 9.75 percent per annum

(২) আমানতের উপর সুদের হারের পরিসীমাসমূহ
(2) Interest Rates Bands on Deposits

আমানতের শ্রেণী (Category of deposits)	সুদের হারের পরিসীমা (শতকরা হিসেবে) Interest Rates Bands (In percentage)		
	১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯০ পর্যন্ত। January 1, 1990 to June 30, 1990.	১লা জুলাই, ১৯৯০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ পর্যন্ত। July 1, 1990 to December 31, 1990.	১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১ পর্যন্ত। January 1, 1991 to June 30, 1991.
ক) সঞ্চয়ী আমানত a) Savings Deposits			
শহরাঞ্চল Urban	8.50-12.00	8.25-11.75	8.00-11.50
পল্লী অঞ্চল Rural			
খ) মেয়াদী আমানত b) Fixed/Term Deposits			
৩ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৬ মাসের কম 3 months and above but less than six months			
৬ মাস এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ১ বছরের কম 6 months and above but less than 1 year.	10.50-14.25	10.00-13.75	10.00-13.75
১ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ২ বছরের কম 1 year and above but less than 2 years.			
২ বছর এবং তদূর্ধ্ব কিন্তু ৩ বছরের কম 2 years and above but less than 3 years.			
৩ বছর এবং তদূর্ধ্ব 3 years and above			

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো
INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

A. Interest Rates Structure of the Banking Sector

(৩) অগ্রিমের উপর সুদের হারের পরিসীমা এবং ভর্তুকির হারসমূহ

(3) Interest Rates Bands and Rates of Subsidy on Advances

(শতকরা হিসেবে)
(In percentage)

ঋণের শ্রেণীবিন্যাস (Category of loans)	সুদের হারের পরিসীমা (Interest Rates Bands)			ভর্তুকির হার (Rates of Subsidy)		
	১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯০পর্যন্ত। January 1, 1990 to June 30, 1990.	১লা জুলাই, ১৯৯০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০পর্যন্ত। July 1, 1990 to December 31, 1990	১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১পর্যন্ত। January 1, 1991 to June 30, 1991.	১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯০পর্যন্ত। January 1, 1990 to June 30, 1990.	১লা জুলাই, ১৯৯০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০পর্যন্ত। July 1, 1990 to December 31, 1990	১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১পর্যন্ত। January 1, 1991 to June 30, 1991.
১। কৃষি (1) Agriculture	16.0	16.0	16.0	1.1	1.0	1.0
২। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মেয়াদি ঋণ (2) Large and Medium Scale Industry (Term Loan)	13.0-17.0	12.5-16.5	12.5-16.5	Nil	Nil	Nil
৩। পাট শিল্পের চলতি মূলধন (3) Working Capital (Jute)	9.0	9.0	9.0	6.1	6.0	6.0
৪। পাট ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের চলতি মূলধন (4) Working Capital (other than Jute)	12.0-15.0	12.0-15.0	12.0-15.0	Nil	Nil	Nil
৫। পাট ব্যবসা (5) Jute Trading	16.0	16.0	16.0	Nil	Nil	Nil
৬। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী (6) Jute and Jute Goods Exports	8.0-11.0	8.0-11.0	8.5-11.5	2.6	2.5	2.0
৭। অন্যান্য রপ্তানী (7) Other Exports	8.0-11.0	8.0-11.0	8.5-11.5	2.6	2.5	2.0
৮। অন্যান্য বাণিজ্যিক ঋণ (8) Other Commercial Lending	18.0 (Max.)	18.0 (Max.)	18.5 (Max.)	Nil	Nil	Nil
৯। শহরাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ ঋণ (9) Urban Housing	12.0-15.0	12.0-15.0	12.0-15.0	Nil	Nil	Nil

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

ক। ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

A. Interest Rates Structure of the Banking Sector

(৩) অগ্রিমের উপর সুদের হারের পরিসীমা এবং ভর্তুকির হারসমূহ

(3) Interest Rates Bands and Rates of Subsidy on Advances

(শতকরা হিসেবে)
(In percentage)

ঋণের শ্রেণীবিন্যাস (Category of loans)	সুদের হারের পরিসীমা (Interest Rates Bands)			ভর্তুকির হার (Rates of Subsidy)		
	১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯০পর্যন্ত। January 1, 1990 to June 30, 1990.	১লা জুলাই, ১৯৯০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০পর্যন্ত। July 1, 1990 to December 31, 1990.	১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১পর্যন্ত। January 1, 1991 to June 30, 1991.	১লা জানুয়ারী, ১৯৯০ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯০পর্যন্ত। January 1, 1990 to June 30, 1990	১লা জুলাই, ১৯৯০ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৯০পর্যন্ত। July 1, 1990 to December 31, 1990	১লা জানুয়ারী, ১৯৯১ থেকে ৩০শে জুন, ১৯৯১পর্যন্ত। January 1, 1991 to June 30, 1991
১০। ক্ষুদ্র শিল্প (মেয়াদী ঋণ-বিশেষ কর্মসূচী) (10) Small Industries (Term Loan-Special Programme)	10.0	10.0	10.0	6.5	6.5	6.5
১১। অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচী (11) Other Special Programme	9.0-13.0	9.0-13.0	9.0-14.0	2.5	2.5	1.5
১২। অন্যান্য (12) Others	12.0-20.0	12.0-20.0	12.0-20.0	Nil	Nil	Nil

নোট ঃ বর্তমানে প্রচলিত ঋণসমূহসহ সমুদয় ঋণ উপরোক্ত ১২টি খাতে যে কোনটিতে শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।

Note : Every loan including all existing loans by the banks will be classified into one of the above twelve lending categories.

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সুদের হার কাঠামো

INTEREST RATES STRUCTURE OF THE BANKING SECTOR IN BANGLADESH

খ। অ–নিবাসী (নন্‌–রেসিডেন্ট) বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে আমানতের উপর সুদের হার*

B. Rates of Interest on Non-Resident Foreign Currency Deposit (NFCD) Account*

(বার্ষিক শতকরা হারে)

(Percent per annum)

আমানতের মেয়াদ (Maturity of Deposits)	জুন ৩০, ১৯৯০ (June 30, 1990)		জুন ৩০, ১৯৯১ (June 30, 1991)	
	মার্কিন ডলার (U. S. Dollar)	পাউন্ড স্টার্লিং (Pound Sterling)	মার্কিন ডলার (U. S. Dollar)	পাউন্ড স্টার্লিং (Pound Sterling)
১ মাস 1 month	8.12	15.00	6.97	12.50
৩ মাস 3 months	8.22	15.00	7.09	12.12
৬ মাস 6 months	8.31	15.00	7.25	12.00
১ বছর 1 year	8.53	14.93	7.78	11.81

* সাধারণত এ সুদের হার মাসে একবার পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

* These rates are generally relixed every month.

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য
BALANCE OF PAYMENTS

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৯-৯০ 1989-90		১৯৯০-৯১ 1990-91	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In Million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $
রপ্তানী (এফ ও বি) Export (f o b)	4,892.9	1,486	5,955.9	1,669
আমদানী (সি এন্ড এফ) Import (C & F)	-12,374.3	-3,759	-12,378.2	-3,470
তন্মধ্যে ঃ খাদ্যশস্য Of which : Foodgrains	(1,129.2)	(343)	(1,059.6)	(297)
বাণিজ্যের স্থিতি Trade Balance	-7,481.4	-2,273	-6,422.3	-1,801
সেবা (নীট) ঃ Services (Net) :	-356.1	-108	-93.2	-26
ক) অনুপ্রবাহ Inflows	1,469.1	446	1,639.6	460
খ) বহিঃপ্রবাহ Outflows	-1,825.2	-554	-1,732.8	-486
তন্মধ্যে ঃ সুদ পরিশোধ Of which : Interest Payment	(591.3)	(179.6)	(578.9)	(162)
অপরিশোধেয় বেসরকারী হস্তান্তর Private Unrequited Transfers	2,632.9	802	3,016.9	846
তন্মধ্যে ঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ Of which : Workers' Remittance	(2,496.1)	(761)	(2,725.6)	(764)
চলতি হিসাবের ভারসাম্য Current Account Balance	-5,204.6	-1,579	-3,498.6	-981
মূলধন হিসাব (নীট) Capital Account (Net)	4,875.8	1,479	4,737.5	1,328

সূত্র ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য
BALANCE OF PAYMENTS

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৯-৯০ 1989-90		১৯৯০-৯১ 1990-91	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In Million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $
সাহায্য প্রাপ্তি Aid disbursement 1/	5,957.4	1,810	6,181.0	1,732
খাদ্য Food	(617.3)	(188)	(958.1)	(268)
পণ্য Commodity	(1,503.6)	(457)	(1,455.9)	(408)
প্রকল্প Project	(3,836.5)	(1,165)	(3,767.0)	(1,056)
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ Amortization Payments	-611.0	-186	-705.8	-197
খাদ্য খাতে ঋণ (নীট) ঃ Food credits (Net) :	-68.3	-21	-74.0	-21
ক) ধার Borrowings	Nil	Nil	Nil	Nil
খ) পরিশোধ Repayment	(-68.3)	(-21)	(-74.0)	(-21)
ট্রাস্ট ফান্ড Trust Fund	-42.9	-13	-5.2	-2
বিমান ক্রয়ের জন্য ঋণ (নীট) Aircraft loan (Net)	32.8	10	30.8	9
বি, পি, সি'র জন্য স্বল্প মেয়াদী ঋণ Short-term loan for BPC	49.4	15	-23.1	-6
অন্যান্য মূলধন Other Capital 2/	-372.0	-113	-313.9	-88

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

নোট ঃ
Notes :

১/ সরকারী অনুদানসহ।
1/ Include official grants.
২/ এনএফসিডি, এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন এবং প্রধান কার্যালয় ও শাখাসমূহের লেনদেনের সমন্বয়সহ।
2/ Includes NFCD, ACU and Head Office & branches transactions adjustment.

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য
BALANCE OF PAYMENTS

দফা/খাতসমূহ Items/Sectors	১৯৮৯-৯০ 1989-90		১৯৯০-৯১ 1990-91	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ Errors and omissions	-69.6	-23	-352.3	-99
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য Overall Balance	-328.8	-100	1,238.9	347
আর্থিক প্রবাহ (–বৃদ্ধি) Monetary movements (- increase)	328.8	100	-1,238.9	-347
বাংলাদেশ ব্যাংক Bangladesh Bank	742.8	226	-1,048.9	-294
বৈদেশিক মুদ্রা Foreign Exchange ৩/	1,365.0	415	-1,069.3	-300
দায় Liabilities	-622.2	-189	20.4	6
তন্মধ্যে : ফান্ডের ঋণ Of which : Fund credit	(-497.1)	(-151)	(20.4)	(6)
প্রাপ্তি Purchase	Nil	Nil	(698.2)	(196)
পরিশোধ Repurchase	(-497.1)	(-151)	(-677.8)	(-190)
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত Official deposits changes	(-125.1)	(-38)	Nil	Nil
বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ Commercial Banks	-414.0	-126	-190.0	-53
ক) সম্পদ a) Assets	-60.6	-19	-46.0	-13
খ) দায় b) Liabilities ৪/	-353.4	-107	-144.0	-40

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

নোট :
Notes :

৩/ 'ভেলুয়েশন' সমন্বয়সহ।
3/ Includes valuation adjustment.
৪/ দ্বি-পাক্ষিক স্থিতিসহ।
4/ Include bilateral balance.

পণ্য রপ্তানী (আয়)
MERCHANDISE EXPORTS (RECEIPTS)

পণ্য/খাতসমূহ Commodity/Sectors	১৯৮৯-৯০ 1989-90		১৯৯০-৯১ 1990-91	
	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In Million US $	কোটি টাকা In crore Tk.	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $
মোট রপ্তানী (এফ ও বি) Total Exports (f o b)	4,892.9	1,486	5,955.9	1,669
১। কাঁচা পাট 1. Raw Jute	370.7	112	428.8	120
২। পাটজাত দ্রব্য 2. Jute goods	1,013.0	308	1,008.0	283
৩। চা 3. Tea	115.9	35	143.5	40
৪। চামড়া 4. Leather	548.9	167	492.0	138
৫। মাছ, চিংড়ি ও ব্যাঙের পা 5. Fish, shrimps and Frog-Legs	559.5	170	611.1	171
৬। তৈরী পোশাক 6. Readymade Garments	1,949.2	592	2,812.2	788
৭। ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল ও বিটুমিন 7. Naptha, Furnace oil and Bitumen	55.1	17	46.5	13
৮। নিউজপ্রিন্ট 8. Newsprint	12.2	4	9.1	2
৯। সার 9. Fertilizers	51.2@	15@	155.7	44
১০ অন্যান্য 10. Others	217.2@	66@	249.0	70

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.
@ সংশোধিত।
@ Revised.

পণ্য আমদানী (ব্যয়)
MERCHANDISE IMPORTS (PAYMENTS)

পণ্য/খাতসমূহ Commodity/Sectors	১৯৮৯-৯০ 1989-90 কোটি টাকা In crore Tk.	১৯৮৯-৯০ 1989-90 মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $	১৯৯০-৯১ 1990-91 কোটি টাকা In crore Tk.	১৯৯০-৯১ 1990-91 মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US $
মোট আমদানী (সি এন্ড এফ) Total imports (C & F)	12,374.3	3,759	12,378.2	3,470
১। খাদ্যশস্য 1. Foodgrains	1,129.2	343	1,059.6	297
ক) চাল a. Rice	(335.8)	(102)	Nil	Nil
খ) গম b. Wheat	(793.4)	(241)	(1,059.6)	(297)
২। ভোজ্য তেল ও তেলবীজ 2. Edible oil and oil seeds	529.5	161	602.9	169
৩। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য 3. Petroleum crude and petroleum products	976.2	297	1,241.5	348
৪। তুলা 4. Cotton	285.0	87	242.6	68
৫। সুতা 5. Textile yarn	176.2	54	264.0	74
৬। সার 6. Fertilizers	152.0	46	132.0	37
৭। রাসায়নিক দ্রব্য 7. Chemicals	853.1	259	328.2	92
৮। সিমেন্ট 8. Cement	321.1	98	267.6	75
৯। চিনি 9. Sugar	144.6	44	Nil	Nil
১০। মূলধনী দ্রব্য ও আনুষঙ্গিক উপকরণ 10. Capital goods and other accessories	4,267.3	1,296	4,392.6	1,231
১১। অন্যান্য 11. Others	3,540.1	1,074	3,847.2	1,079

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

সারণী-১৩
TABLE-XIII

বৈদেশিক সাহায্য, বৈদেশিক ঋণ ও ঋণ পরিশোধ
FOREIGN AID, EXTERNAL DEBT AND DEBT SERVICE

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
(In million US $)

বিবরণ Particulars	১৯৮৯-৯০ 1989-90	১৯৯০-৯১ 1990-91
১। বৈদেশিক সাহায্য ঃ 1. Foreign Aid :		
ক) বছরের মোট বিতরণ a. Gross disbursement during the year	1,810	1,732
খ) বছরের মোট অঙ্গীকার b. Gross commitment during the year	2,144	1,371
গ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট অঙ্গীকার c. Total Commitment since 1972	26,092	27,463
ঘ) ১৯৭২ সাল থেকে মোট বিতরণ d. Total disbursement since 1972	20,729	22,461
২। ঋণ পরিশোধ 2. Debt Service	290	317
৩। ৩০শে জুনে বকেয়া বৈদেশিক ঋণের স্থিতি 3. Outstanding External debt as on June, 30	10,348	11,052
৪। ঋণ পরিশোধ/রপ্তানী অনুপাত 4. Debt Service/Export Ratio	19.52	18.99

সূত্র ঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
Source : Economic Relations Division, Ministry of Finance.

বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ
FOREIGN EXCHANGE RESERVES

বছর (জুন শেষের অবস্থা) Year (End of June)	মোট মজুদ (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলে রক্ষিত মজুদসহ) Total Reserves (Inlcuding IMF Reserve Position)	
	মিলিয়ন টাকা In million Taka	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US Dollar
১৯৭৭–৭৮ 1977-78	4,048	269
১৯৭৮–৭৯ 1978-79	5,940	393
১৯৭৯–৮০ 1979-80	4,053	275
১৯৮০–৮১ 1980-81	4,523	250
১৯৮১–৮২ 1981-82	2,698	122
১৯৮২–৮৩ 1982-83	8,765	358
১৯৮৩–৮৪ 1983-84	13,595	539
১৯৮৪–৮৫ 1984-85	11,068	395
১৯৮৫–৮৬ 1985-86	14,408	476
১৯৮৬–৮৭ 1986-87	22,151	715
১৯৮৭–৮৮ 1987-88	26,963	856
১৯৮৮–৮৯ 1988-89	29,454	913
১৯৮৯–৯০ 1989-90	18,161	520
১৯৯০–৯১ 1990-91	31,501	880

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

টাকা-ডলার সরকারী হারের গড়।

EXCHANGE RATES
(Average of Official Rates of Taka-Dollar)

বছর/মাস Year/Month	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা Taka per US Dollar (বার্ষিক গড়) (Annual Average)
১৯৭৭-৭৮ 1977-78	15.1168
১৯৭৮-৭৯ 1978-79	15.2231
১৯৭৯-৮০ 1979-80	15.4900
১৯৮০-৮১ 1980-81	16.2586
১৯৮১-৮২ 1981-82	20.0652
১৯৮২-৮৩ 1982-83	23.7953
১৯৮৩-৮৪ 1983-84	24.9437
১৯৮৪-৮৫ 1984-85	25.9634
১৯৮৫-৮৬ 1985-86	29.8861
১৯৮৬-৮৭ 1986-87	30.6294
১৯৮৭-৮৮ 1987-88	31.2422
১৯৮৮-৮৯ 1988-89	32.1399
১৯৮৯-৯০ 1989-90	32.9214
১৯৯০-৯১ 1990-91	35.6752

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

সারণী–১৫ (সমাপ্ত)
TABLE-XV (Concluded)

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার
(টাকা–ডলার সরকারী হারের গড়)

EXCHANGE RATES
(Average of Official Rates of Taka-Dollar)

বছর/মাস Year/Month	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা Taka per US Dollar
	(মাসিক গড়) (Monthly Average)
জুলাই, ১৯৯০ July, 1990	34.90
আগষ্ট, ১৯৯০ August, 1990	35.55
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ September, 1990	35.67
অক্টোবর, ১৯৯০ October, 1990	35.69
নভেম্বর, ১৯৯০ November, 1990	35.72
ডিসেম্বর, ১৯৯০ December, 1990	35.79
জানুয়ারী, ১৯৯১ January, 1991	35.79
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ February, 1991	35.79
মার্চ, ১৯৯১ March, 1991	35.79
এপ্রিল, ১৯৯১ April, 1991	35.79
মে, ১৯৯১ May, 1991	35.79
জুন, ১৯৯১ June, 1991	35.79

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।
Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অর্থ প্রেরণ
WAGE EARNERS' REMITTANCE

বছর/সময় Year/Period	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (Remittance)	
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার In million US Dollar	কোটি টাকা In crore Taka
১৯৭৭–৭৮ 1977-78	101.98	154.16
১৯৭৮–৭৯ 1978-79	124.04	188.83
১৯৭৯–৮০ 1979-80	248.84	385.45
১৯৮০–৮১ 1980-81	378.74	619.74
১৯৮১–৮২ 1981-82	412.38	839.65
১৯৮২–৮৩ 1982-83	617.28	1,480.15
১৯৮৩–৮৪ 1983-84	596.40	1,491.00
১৯৮৪–৮৫ 1984-85	439.10	1,146.54
১৯৮৫–৮৬ 1985-86	555.10	1,661.11
১৯৮৬–৮৭ 1986-87	696.40	2,136.25
১৯৮৭–৮৮ 1987-88	737.00	2,303.90
১৯৮৮–৮৯ 1988-89	771.00	2,477.43
১৯৮৯–৯০ 1989-90	760.53	2,496.10
১৯৯০–৯১ 1990-91	764.00	2,725.60

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

Source : Statistics Department, Bangladesh Bank.

সারণী–১৭

TABLE-XVII

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়সমূহ

(৩০শে জুন, ১৯৯১)

OFFICES OF THE BANGLADESH BANK

(As on June 30, 1991)

প্রধান কার্যালয়
Head Office

ঢাকা

Dhaka

অফিসসমূহ
Offices at

মতিঝিল (ঢাকা)

MOTIJHEEL (DHAKA)

সদরঘাট

SADARGHAT (DHAKA)

চট্টগ্রাম

CHITTAGONG

খুলনা

KHULNA

বগুড়া

BOGRA

রাজশাহী

RAJSHAHI

সিলেট

SYLHET

সারণী–১৮
TABLE-XVIII

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০শে জুন, ১৯৯১)

LIST OF THE SCHEDULED BANKS

(As on June 30, 1991)

১। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ (৭)

1. **NATIONALISED BANKS (7)**

(ক) বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৪)

(a) **Commercial Banks (4)**

১) সোনালী ব্যাংক
1) Sonali Bank
২) জনতা ব্যাংক
2) Janata Bank
৩) অগ্রণী ব্যাংক
3) Agrani Bank
৪) রূপালী ব্যাংক লিমিটেড*
4) Rupali Bank Limited*

(খ) বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ (৩)

(b) **Specialised Banks (3)**

১) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
1) Bangladesh Krishi Bank
২) বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক
2) Bangladesh Shilpa Bank
৩) রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
3) Rajshahi Krishi Unnayan Bank

২। বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (১০)

2. **PRIVATE COMMERCIAL BANKS (10)**

১) পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
1) Pubali Bank Limited
২) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
2) Uttara Bank Limited
৩) আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড
3) Arab Bangladesh Bank Limited.

---

* ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শতকরা ৫১ ভাগ মালিকানা সরকারী খাতে রেখে রূপালী ব্যাংককে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

* In December, 1986, it was decided to transform Rupali Bank into a Public Limited Company, keeping 51 percent ownership in the Government sector.

তফসিলী ব্যাংকসমূহের তালিকা

(৩০শে জুন, ১৯৯১)

LIST OF THE SCHEDULED BANKS

(As on June 30, 1991)

৪। ইন্টারন্যাশনাল ফাইনান্স ইনভেস্টমেন্ট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিমিটেড
4) International Finance Investment & Commerce Bank Limited
৫। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
5) Islami Bank Bangladesh Limited
৬। ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
6) National Bank Limited
৭। দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড
7) The City Bank Limited
৮। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড
8) United Commercial Bank Limited
৯। আল–বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
9) Al-Baraka Bank Bangladesh Limited
১০) ব্যাংক অব স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স (বেসিক) বাংলাদেশ লিমিটেড
10) Bank of Small Industries and Commerce (BASIC) Bangladesh Limited.

৩। বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ (৭)
3. FOREIGN COMMERCIAL BANKS (7)

১। আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক লিমিটেড
1) American Express Bank Limited
২। ব্যাংক অব ক্রেডিট এন্ড কমার্স ইন্টারন্যাশনাল (ওভারসীজ) লিমিটেড
2) Bank of Credit and Commerce International (Overseas) Limited
৩। ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ
3) Bank Indosuez
৪। গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক পি এল সি
4) Grindlays Bank plc
৫। দি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক
5) The Standard Chartered Bank
৬। হাবিব ব্যাংক লিমিটেড
6) Habib Bank Limited
৭। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
7) State Bank of India.

Bangladesh Bank ★ Library. Head Office, Dacca

বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক কর্তৃক প্রকাশিত এবং
পিআইবি প্রেস, ৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত